উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 5 December 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

আটের পাতায়

দশের পাতায়

‘যত গরমিল বাংলায়’

মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি তছরুপ, অভিযোগ কেন্দ্রের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও পুলকেশ ঘোষ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বঙ্গ বিজেপির বরাবরের অভিযোগ, তৃণমূল দল এবং সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে। সেই অভিযোগ মান্যতা পেল সংসদে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘আমি সংসদে অন রেকর্ড বলছি, মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’ জিরো আওয়ারে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কড়া ভাষায় জবাব দেন।

ধর্মেন্দ্র সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল সরকারের নাম উচ্চারণ করে অভিযোগ করেন, ‘ওরা গরিবের টাকা লুট করে। পার্টিবাজিতে খরচ করে। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে আছেন। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে।’ সুদীপের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এরপর বিস্ফোরক বক্তব্য ছিল, ‘ওদের ভয় যে, ওদের নেতৃত্ব জেলে যাবে। সেই ভয়ে ওরা লোকসভার সময় নষ্ট করছে।’

নেতৃত্ব বলতে স্পষ্ট কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গোবলয়ের তিন রাজ্যে রবিবার বিজেপির বিপুল জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দিয়েছিলেন, রাজ্যে এবার জানিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায় সেই অভিযানের আভাস পাওয়া গেল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তিনি লোকসভায় বলেন, ‘ভারত সরকার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সবকিছু বেরিয়ে আসবে।’

সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যত এই হুমকির দিনই কলকাতায় রাজ্য বিধানসভায় নিজের দপ্তরে বসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মে মাস থেকে আর বিধানসভায় আসতে পারবেন না। ৫০-৬০ জন বিডিও সহ তাঁকে জেলে যেতে হবে। মিড-ডে মিলের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য সরকার যে দুর্নীতি করেছে, বছরখানেক আগে জানানো তাঁর সেই অভিযোগের সত্যতা বাংলায় এসে বুঝতে পেরেছে কেন্দ্রের রিভিউ কমিটি।

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রে শোকজ করায় রাজ্য সরকার যে জবাব দিয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। এজন্য সিবিআই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শে এফআইআর রুজু করেছে। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ধর্মেন্দ্রর বক্তব্যকে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন’ বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। সুদীপের বক্তব্য, ‘এটা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস।’

> ওরা গরিবের টাকা লুট করে। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে। ওদের ভয় যে, ওদের নেতৃত্ব জেলে যাবে।
>
> **ধর্মেন্দ্র প্রধান**
> কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার বরাদ্দ আটকে রাখার প্রসঙ্গ তোলায় তাঁকে ধর্মেন্দ্রর কড়া বার্তা হজম করতে হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ‘ভারত সরকার বাংলায় আর্থিক অবরোধ করছে বলে সুদীপবাবুর অভিযোগ ঠিক নয়। কেন্দ্র থেকে বাংলার গরিবদের জন্য পাঠানো বরাদ্দ নিয়ে ওখানে তোলাবাজি চলে, কাটমানি নেওয়া হয়। সব রাজ্য আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চললেও বাংলা সরকার মনে করে তারা সবার ওপরে।’

পরে অধিবেশনের বাইরে সুদীপ বলেন, ‘যে মন্ত্রীর উদ্দেশে আমার প্রশ্ন ছিল, তাঁকে বলতে না দিয়ে অন্য একজন মন্ত্রী উপযাচক হয়ে বলতে শুরু করলেন। কদর্য রাজনীতি করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।’ যদিও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী কেন্দ্রের অভিযোগেই সায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘তদন্ত হলেই সবকিছু জানা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে চুরি তো হয়ই। তার জন্য আমাদের আদালতেও যেতে হয়।’

রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট থেকে টেলিফোনে বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন যা বলে এসেছি, ধর্মেন্দ্রজি সংসদে দাঁড়িয়ে তাই বললেন।’ *এরপর আটের পাতায়*

রাজবংশী আকাদেমি যেন নিধিরাম সর্দার

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : এক দশক পার হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গের বহু স্বপ্নপূরণের রাজবংশী ভাষা আকাদেমির না আছে ঢাল, না আছে তরোয়াল। গত এক দশকেরও বেশি সময়ে তা না স্বশাসিত সংগঠন হতে পেরেছে। না আছে কাজ করবার মতো কোনও লোক। এমনকি এই আকাদেমির তো কোনও নিজস্ব অফিসও গড়ে ওঠেনি এতদিনেও।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে থেকে এই আকাদেমিতে কী কী কাজকর্ম হয়েছে, তা জানেন না উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ বাসিন্দা। সম্প্রতি এই আকাদেমির জন্য একজন সচিব নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। এতদিন যে কাজ করতেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক, এবার সেই দায়িত্ব সামলাবেন ওই সচিব। রাজবংশী ভাষার চর্চা, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই অ্যাকাডেমির কথা ঘোষণা করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কাজ চালাবার জন্য কোচবিহারের ভিক্টর প্যালেসে গোটা দুয়েক ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই অফিস ঘরও কোনও মিটিং হলে তবেই খোলে। বাকি সময়টায় তালাবন্ধই রয়ে যায়।

২০১২ সালে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি স্থাপিত হয়। তারপর ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১১ বছর পার হয়ে গিয়েছে। আর কাজ কী হয়েছে? আকাদেমির মুখপত্র ভোগার পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছে। রাজবংশী ভাষায় অভিধান তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। তাও ‘ক’ থেকে ‘ঝ’ পর্যন্ত কাজ হয়েছে। বাকিটুকুর কাজ চলছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার হয়েছে। কয়েকজন লেখকের হাতেগোনা কয়েকটি বই প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাস, এই পর্যন্তই।

ভিক্টর প্যালেসের দুটি ঘরে রাজবংশী আকাদেমির কাজ চলে। ছবি : জয়দেব দাস

নেই পরিকাঠামো

- আকাদেমির নিজস্ব ভবন নেই
- নিজস্ব তহবিল নেই
- সদস্য রয়েছেন, তবে কর্মী নিয়োগ করা হয়নি
- স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করার ক্ষমতা নেই

রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন কী বলছেন? গাইডলাইন মেনে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বলছেন, ‘আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে হয়। কাজকর্ম চলছে।’ তবে আকাদেমির আলাদা কর্মী না থাকায় সমস্যা যে হচ্ছে, সেটা তিনিও মানছেন। আর বলছেন, এই সমস্যার জন্য কাজে দেরি হচ্ছে।

গত ১১ বছরে তিনজন আকাদেমির চেয়ারম্যান হয়েছেন। প্রয়াত প্রসেনজিৎ বর্মন ছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান। পরবর্তীতে বিজয়চন্দ্র বর্মন চেয়ারম্যান ছিলেন। এখন সেই দায়িত্ব পালন করছেন বংশীবদন বর্মন। ওই ভিক্টর প্যালেসের দোতলায় জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। নীচের দুটি ঘরে চলে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট আকাদেমির কাজকর্ম। আকাদেমি ১১ বছর পুরোনো হলেও তার জন্য আলাদা কোনও কর্মী নিয়োগ হয়নি। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীরাই আকাদেমির অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাজ করে এসেছেন। এমনকি আর্থিক প্রতিকূলতাও প্রথম দিন থেকেই রয়েছে। কোনও কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারেনি আকাদেমি। তার জন্য তাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে।

আকাদেমির সদস্য অধ্যাপক সাবলু বর্মন মনে করেন, ‘স্বশাসিত হলে কাজের পরিধি বাড়ত। এখানে আলাদা লাইব্রেরি, অডিটোরিয়ামের প্রয়োজন রয়েছে। কাজের জন্য টাইপিস্ট, ক্লার্ক প্রয়োজন। ভাষা, সাহিত্যচর্চার জন্য স্কলার নেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক বাধা থাকায় সেটা নেওয়া যাচ্ছে না।’ তবে তার মধ্যেও অনেক কাজ হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কথায় কথায়

শুধু বিজেপি নয়, ফলে খুশি কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরাও

আশিস ঘোষ

চার রাজ্যে ভোটের ফলে কেবল বিজেপির নেতা-কর্মীরাই কি খুশি হয়েছে? ইন্ডিয়া জোটের অন্য শরিকরাও কি আড়ালে খুশি নয়? চার রাজ্যে বিজেপিকে হারাতে পারলে জোটে কংগ্রেসের দাদাগিরি যে বহুগুণ বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ কোথায়। লোকসভার আসন ভাগাভাগিতে কংগ্রেস কথা বলত গলা চড়িয়ে বাকিদের পাত্তাই দিত না।

জিতলে একরকম। এখন সোজাসুজি প্রশ্ন উঠে যাবে জোটের মুখ কে হবেন তা নিয়ে। বাকি শরিকরা ইতিমধ্যেই কেউ নীতীশ, কেউ মমতা, কেউ কেজরিওয়ালের নাম তুলছে। রেখেঢেকে নয়, খোলাখুলি। সময় গড়ালে সে আওয়াজ বাড়বে বই কমবে না। বিশেষ করে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্র মোদি। লড়াই হবে মোদির সঙ্গে বাকিদের। এমন সর্বগ্রাহ্য নেতা হতে পারবেন রাহুল গান্ধি? কিংবা অন্য কেউ?

দীর্ঘ এক দশক দিল্লির মসনদের বাইরে থাকার পর ঝিমিয়ে পড়া কংগ্রেস অতি সম্প্রতি কর্ণাটক, হিমাচল জয়ের সুবাদে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়েছিল। তার আগে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় লোকসমাগমের পর কংগ্রেস গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে না উঠতেই এই বিপর্যয়। এটা সামাল দিয়ে একমাত্র তেলেঙ্গানা জয়ের মেডেল বুকে জড়িয়ে আগের মতো চেহারায় কংগ্রেস ফিরতে পারবে কি। সেমিফাইনালেই এই অবস্থা দেখে ফাইনালে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো তাদের কপালে আছে বলার মতো গলার জোর অবশিষ্ট থাকবে তো?

বিপদ আরও আছে। এখন থেকেই বিজেপি যেভাবে পুরোপুরি হিন্দুত্বের তাস হাতে বিপুল উদ্যমে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মোকাবিলায় জাত গণনার চাল শেষপর্যন্ত কাজ দেবে তো? অন্তত এই ভোটে যে তা কাজে দেয়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ফলে মণ্ডল-কমণ্ডলের পুরোনো অঙ্কটা এবারেও বিজেপিকে বেগ দেবে কি না তা অনিশ্চিত। বহু রাজ্যেই কংগ্রেস দুর্বল। শুধু তেলেঙ্গানা দিয়ে আগের মতো দাপট দেখানো যাবে না। আঞ্চলিক দলের কাছে সুর আরও নরম করতে হবেই তাদের। সিট বোঝাপড়ায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হবে কংগ্রেসকে।

অথচ চার রাজ্যের ভোটের ভালো ফলের পর দরকষাকষিতে বাড়তি সুযোগ পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে তিন মাস জোটকে ভুলেই ছিল কংগ্রেস।

এরপর আটের পাতায়

আসন ভাগে এই হাল হত না, বলছেন মমতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিরোধীদের কোণঠাসা করার মোক্ষম সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? নরেন্দ্র মোদিও ছাড়লেন না। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে কটাক্ষে বিঁধলেন বিরোধীদের। তাঁর ভাষায় নেতিবাচকতা ছাড়া বিরোধীদের কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই। প্রধানমন্ত্রী যখন সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন মিজোরামের ফলাফল পুরোটা সামনে আসেনি।

রবিবারের ৩-১ স্কোরে বলীয়ান প্রধানমন্ত্রী মিজোরামের তোয়াক্কা করেননি। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে তাঁর দলের শোচনীয় ফল হলেও তার উল্লেখ মাত্র ছিল না মোদির কথায়। তিনি বরং কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি হ্যাটট্রিক করতে চলেছে বলে আশার আলো দেখিয়েছেন। তিনটি রাজ্যের (রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ) সরকারে আসা নিশ্চিত হওয়ায় মোদির ভাষায়, ‘এই হ্যাটট্রিক বলে দিচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারও হ্যাটট্রিক করতে চলেছে।’

নেতিবাচক, বিরোধীদের কটাক্ষ মোদির

তাঁর সোমবার সংসদ চত্বরের সাংবাদিক বৈঠকজুড়ে ছিল বিরোধীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও নিন্দা। তাঁর কথায়, ‘গত ৯ বছর ধরে আপনারা শুধু নেতিবাচক আচরণ করেছেন। সেই অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এবার ইতিবাচক বার্তা দিন।’ তাচ্ছিল্যের সুরে এরপর প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন, ‘এভাবে আপনাদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব বদল হতে পারে।’ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কংগ্রেস ব্যস্ত ছিল ফলাফল বিশ্লেষণে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়া তাদের পক্ষে বড় ধাক্কা তো বটেই। এই বিপর্যয় সামলানোর কৌশল স্থির করার আলোচনায় সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে বসেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস নীরব থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। ভোটের ফলাফলের বিশ্লেষণ শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যেও।

বিরোধীদের এই হারকে পিসি ও ভাইপো দুজনই সামলে ওঠা সম্ভব বলে প্রত্যয় প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার যোগ দিয়েছিলেন বিধানসভার অধিবেশনে। সেখানে তিনি ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন সাংবাদিকদের। তাঁর মতে, ‘এটা কংগ্রেসের হার, মানুষের পরাজয় নয়। বিজেপি একটা রাজ্য বেশি পেয়েছে। কংগ্রেসের থেকে ছত্তিশগড় ও রাজস্থান নিয়ে নিয়েছে। আবার কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে।’

মমতার কথায়, ‘আমরা বারবার বলেছিলাম, আগে আসন ভাগ করো। আসন ভাগ করলে এই অবস্থা হত না। ৭০টি আসনে বিজেপি জিতেছে ভোট কাটাকাটির জন্য। এটা ভোট কাটার জয়।’ একই সুরে কিছু পরিসংখ্যান দেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘রাজস্থানে কংগ্রেস মাত্র ২ শতাংশ ভোটে বিজেপির কাছে হেরেছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা কংগ্রেসের রয়েছে। এই ভুল যদি ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করা যেত তাহলে এমন ভরাডুবি হত না।’ *এরপর আটের পাতায়*

প্রণমি তোমারে... বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জুবিলি মেমোরিয়াল বিল্ডিংয়ে মিউজিয়ামের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

শহরতলির বাজারে দাম কম, মুরগি কিনতে ভিড়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : ব্রয়লার মুরগির দামে কেজিতে বিস্তর ফারাক। ফলে শহরের একাংশে সেভাবে বিক্রি না হলেও আরেক অংশে হুড়মুড়িয়ে বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের মুখে হাসি, আরেক অংশের মুখ ভার।

কোচবিহার শহরের বাজারগুলিতে ব্রয়লার মুরগি ১৮০-২০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ঘুঘুমারি বাজারে সেই মাংসই ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। সস্তায় মাংস কিনতে শহরের বহু ক্রেতাই সেখানে ভিড় করছেন। আর এর জেরে সেখানকার ব্যবসায়ীদের বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সাধারণ ক্রেতার পাশাপাশি হোটেলে মাংস জোগান দিতে ঘুঘুমারির মাংস বিক্রেতাদের রীতিমতো হিমসিম অবস্থা।

কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার, দেশবন্ধু বাজার, নতুন বাজার, কলাবাগান বাজার, রেলগেট বাজার সহ বিভিন্ন রাস্তার মোড় মিলিয়ে ব্রয়লার মুরগির মাংসের শতাধিক দোকান। প্রায় সব জায়গাতেই কাটা ব্রয়লার ১৮০-২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মাস দুয়েক আগেই সেগুলি ২৪০-২৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হত। কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকার ফার্মের মুরগির অনেকটা অংশই অসমে রপ্তানি করা হত। কিন্তু অসম সরকার বার্ড ফ্লু’র শংসাপত্র ছাড়া মুরগি আমদানিতে বিধিনিষেধ জারি করায় বর্তমানে সেখানে মুরগি পাঠানো হচ্ছে না। ফলে চাহিদার তুলনায় জোগান বেড়ে যাওয়ায় কোচবিহারে মুরগির দাম কমে গিয়েছে। তবে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় দামের বিস্তর তফাত থাকায় ক্রেতারা ধন্দে পড়েছেন।

কোচবিহার শহরের এক মুরগি বিক্রেতা রফিজুল হোসেন বলেন, ‘আমরা ১৮০-২০০ টাকা কেজিতে ব্রয়লার মুরগির মাংস বিক্রি করছি। আগের থেকে দাম অনেকটাই কমেছে।’ ঘুঘুমারি বাজারে তো ১২০ টাকা কেজি। তাহলে আপনাদের কাছে দাম বেশি কেন? উত্তরে কোচবিহার শহরের আরেক মুরগি বিক্রেতা সঞ্জয় বর্মন বললেন, ‘কোথায় কী দামে বিক্রি হচ্ছে জানা নেই। আগে আমরা ২৪০-২৬০ টাকা কেজিতে মুরগি বিক্রি করতাম। এখন দাম কমায় ১৮০-২০০ টাকায় বিক্রি করছি।’ পাইকারি বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী আহেরুল ইসলাম বললেন, ‘আমি কোচবিহারের বিভিন্ন বাজারে পাইকারি দামে মুরগি বিক্রি করি। ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, ময়নাগুড়ি, রানিনগর, ধূপগুড়ি, রায়গঞ্জ, গাজোল, বহরমপুর থেকে এখানে মুরগি আনা হয়। খোলাবাজারে কোন বিক্রেতা কী দামে বিক্রি করবেন সেটা তাঁরাই ঠিক করেন।’

শহরের তুলনায় ঘুঘুমারিতে কেজি প্রতি ৬০-৮০ টাকা দাম কম থাকায় ঘুঘুমারি সংলগ্ন শহরের অনেক বাসিন্দাই সেখান থেকে মাংস কিনছেন। হাজরাপাড়ার বাসিন্দা শান্তনু দেব বললেন, *এরপর আটের পাতায়*

মিজোরামে ভরাডুবি কং-বিজেপির

মিজোরামে ২৭ আসনে জিতে সরকার গড়তে চলেছে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট। ১০টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে শাসকদল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। বিজেপি ২টি আর কংগ্রেস ১টি মাত্র আসন পেয়েছে।

বিস্তারিত দশের পাতায়

রসিকবিলে বুনোদের দত্তক নেওয়া শুরু

মেছোবিড়াল পোষ্য নিলেন এসপি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর : আপনি কি ঘড়িয়াল, হরিণ দত্তক নিতে চান? এবার আপনাকে সেই সুযোগ করে দেবে কোচবিহার বন দপ্তর। তাই বলে দত্তক নেওয়া বন্যপ্রাণীকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে পশুটির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কোচবিহারের রসিকবিলে মিনি জু-তে আসতেই পারেন। শুধু হরিণ বা ঘড়িয়াল নয়, ময়ূর, পাইথন, চিতাবাঘ, ম্যাকাও, ফ্রিজেন্ট পাখিও দত্তক নিতে পারেন।

সোমবার রসিকবিলে সস্ত্রীক পুলিশ সুপার।

সোমবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু-তে স্টেট অ্যানিমাল মেছোবিড়ালের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন সস্ত্রীক কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার। এদিন জেলা বন বিভাগের তরফে রসিকবিলে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের হাতে ভরণপোষণের চুক্তিপত্র তুলে দেন জেলা বন বিভাগের ডিএফও এঞ্জেল পি ভুটিয়া। এক বছরের জন্য প্রাণীটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। এর জন্য কোচবিহার বন দপ্তরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে তাঁদের। মেছোবিড়ালের দত্তকের বিষয়টি এনক্লোজারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।'

অন্যদিকে দ্যুতিমান জানান, বন্যপ্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার টানেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেছোবিড়ালটিকে দত্তক নিয়েছেন। প্রাণীটির খোঁজ নিতে তাঁরা মাঝেমধ্যেই রসিকবিলে আসবেন। এর আগেও তাঁরা আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্ট্রাইপড হায়না এবং বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জু- তে সবুজ ইগুয়ানা দত্তক নিয়েছিলেন।

> রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।
>
> **– বিজনকুমার নাথ,** জেলা বন বিভাগের এডিএফও

জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে মিনি জু কর্তৃপক্ষের তরফে পশুপাখিদের দত্তক নেওয়ার জন্য একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রসিকবিলের দুটি চিতাবাঘ দত্তক নেওয়ার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১৯৯টি চিতল হরিণের জন্য বছরে দশ হাজার টাকা, ১১টি ঘড়িয়াল ও পাইথনের জন্য ১৫ হাজার টাকা করে এবং ম্যাকাও ও আমেরিকান ফ্রিজেন্টের জন্য যথাক্রমে ১০ হাজার ও সাত হাজার টাকা করে দিতে হবে।

এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার পরিবেশপ্রেমী হিলের সদস্য অর্ধেন্দু বণিক। তিনি বলেন, 'রসিকবিলে অনেক বছর ধরে এই প্রথা চালু থাকলেও বাস্তবে কেউই আগ্রহ দেখায়নি। এতে পশুপাখির দেখাশোনার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠবে। এভাবেই পশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা উচিত।'

কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ, রেঞ্জ অফিসার রানা রহমান, বক্সিরহাট থানার ওসি এমডি শাহবাজ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিন জোনের উদ্যোগ ডুয়ার্সে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে গ্রিন জোনে রূপ দিতে প্লাস্টিক ফ্রি করার উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েতগুলিকে পাশে নিয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চায় জেলা পরিষদ। সেইসঙ্গে বন দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতদের নিয়েই ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রে প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে জেলা পরিষদ। সোমবার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ এই খবর দেন। বোর্ড গঠনের পর প্রথম পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির বৈঠকে ৯ কোটি টাকা অনুমোদন করিয়ে নিল জেলা পরিষদের এই দুই স্থায়ী সমিতি।

জেলা পরিষদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩টি পঞ্চায়েতে কাজ চলছে। এবার প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলার ৮০টি পঞ্চায়েতের ৩৯৭টি গ্রামকে মডেল গ্রাম করা হচ্ছে। যেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এবং প্লাস্টিক বর্জিত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মহুয়া গোপ জানান। এই পরিকল্পনা সরকারিভাবে পঞ্চায়েত এলাকায় আগামী মার্চের মধ্যে রূপায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এছাড়া ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, চালসা, মেটেলি, বাতাবাড়ি, মূর্তি, ধূপঝোরা, রামশাই সহ একাধিক জায়গায় প্লাস্টিক ফ্রি জোন ঘোষণা করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে। প্লাস্টিকজাত কোনও কিছুই পর্যটনকেন্দ্র ও পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবহার চলবে না। তবে বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম বলেন, 'পূর্ত স্থায়ী কমিটি এবার থেকে গ্রামাঞ্চলের কালভার্ট তৈরি করতে পারবে। আমরা লাটাগুড়ির নেওড়া নদীর লালপুল এলাকাকে পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলব। পাশাপাশি গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

নাম পরিবর্তন

এই Mohammad Hasibur Rahaman Shaikh বাবার নাম Shaikh Zafiruddin বয়স 37 বছর, মুসলিম, গ্রাম – সাগরপুর, P.O. – নিজামপুর, P.S. – চাকুলিয়া, Dist – উত্তর দিনাজপুর। ইসলামপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mohammad Hasibur নামে পরিচিত হলাম। Vide Affidavit No.15, Date – 2/12/23 Mohammad Hasibur Rahman Shaikh, S/O. Shaikh Zafiruddin এবং Mohammad Hasibur, S/o. Md. Jafiruddin। সমস্ত নথি অনুযায়ী দুটো নাম একই ব্যক্তির। (C/108382)

SALE – PROPERTY

Place – Siliguri, Land – 5 Katha with Boundary Wall. Building – 2 storey Building, Contact – 9832583942. (C/112816)

কর্মখালি

সিটি সেন্টারের পাশে ১০৫০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph- 9674333228/9830444403. (K)

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108293)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন-১২,১০০/-, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২.০০টা। Ph : 9832009039. (C/108294)

JOB VACANCY

Urgently required one Manager for 'Rave-up The Resto Bar'. Qualification- HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, time - 3 P.M. to 6 P.M. Contact No- 95479-22552,98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

লোন

Any type of loan plz call Paul's for North Bengal-9733119194. (C/108292)

গোবর দিয়ে শৌখিন জিনিস তৈরি কৃষকের

মাদুরাই, ৪ ডিসেম্বর ঃ দামি ধাতুর তৈরি গয়না তো অনেক দেখা হয়েছে। কাঠ, মাটি, পাথর দিয়ে যে অন্যরকম গয়না তৈরি হয়, সেকথাও অজানা নয়। সেই তালিকায় এবার ঢুকে পড়ল গোবর দিয়ে তৈরি গয়নাও। এই অন্যরকম গয়না বানিয়ে তাক লাগালেন এক কৃষক। এহেন একটি বর্জ্য পদার্থকে কীভাবে ফের ব্যবহার করা যায়, তারই অন্যরকম এক দিশা দেখালেন তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ওই বাসিন্দা।

তিনি জানিয়েছেন, যতটা প্রয়োজন, তার থেকে অনেক বেশি গোবর জমে উঠছিল তাঁর কাছে। কিন্তু তা ফেলে দিতে রাজি ছিলেন না গণেশন। জৈব চাষে যেমন বর্জ্য পদার্থকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তেমনই ওই অতিরিক্ত গোবরকে বিকল্প কাজে লাগানোর জন্য গোবর দিয়ে গণেশের মূর্তি তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে প্রায় দেড়শো রকম জিনিস বানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, এই সবকিছুরই কাঁচামাল কেবলমাত্র গোবর ও গোমূত্র। দেবদেবীর মূর্তি, গয়নাগাঁটি, ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিস, মশলা রাখার পাত্র– তাঁর বানানো জিনিসের তালিকায় কী নেই! এর মধ্যে তাঁর সেরা কাজ বলতে ৬ ফুটের বৌদ্ধমূর্তিটির কথা বলেছেন গণেশন, যা তৈরি করতে ৩০ কেজি গোবর ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

খানে পে চর্চা... চিনের এক চিড়িয়াখানার খাওয়ার টেবিলে পান্ডাদের আসর। –এএফপি

জেলায় প্রথম কালো আখের চাষ তুফানগঞ্জে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলায় এই প্রথমবার কালো আখ চাষ করেছেন পেশায় শিক্ষক রূপম পাল। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় রূপমের বাড়ি। তিনি ছাটরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল নিত্যনতুন বিদেশি ফল চাষ করা। ইউটিউব থেকেই বিদেশি ফল সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে থাকেন। তারপর সেই বীজ বা চারা অনলাইনে অর্ডার করে আনেন।

তিনি পাঁচ কাঠা জমিতে ৩০০টি কালো আখের চারা সংগ্রহ করে চাষ করেছিলেন। প্রথম বছর আখ বিক্রি না করে এই আখ থেকে ১০ হাজার চারা তৈরি করে ১০-১৫ টাকা দরে প্রতি চারা কৃষকের হাতে তুলে দেবেন। যদিও এই চারার এক একটির বাজারমূল্য ৩০-৪০ টাকা। কোচবিহার জেলার চাষিরা যাতে কম দামে এই কালো জাতের আখ চাষ করে লাভবান হন, সেইজন্যই চারা তৈরি করে বিক্রি করবেন বলে জানান রূপম পাল। তিনি বলেন, 'কোচবিহার জেলায় কালো আখের চাষ এর আগে হয়নি। খুব কম সময়ে এই আখ খাওয়ার উপযুক্ত হয়। রসে ভরপুর নরম ও মিষ্টি কালো আখের পুষ্টিগুণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই খেতে পারে। বাণিজ্যকভাবে এই আখ চাষ করলে কৃষকরা লাভবান হবেন।'

বাজারে কালো আখ দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এই কালো আখ ফিলিপিন্সে চাষ হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি থাকে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ তাপস দাস বলেন, 'কৃষি দপ্তরের পরামর্শে বাণিজ্যিকভাবে কেউ চাষ করতে চাইলে কৃষি দপ্তর সব রকমের সহযোগিতা করবে।'

ডুয়ার্সবাসীর সুস্থ থাকার কাহিনী তুলে ধরল পড়ুয়া

নাগরাকাটার নয়া পালক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর ঃ নাগরাকাটার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। আঞ্চলিক শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেসে সমীক্ষানির্ভর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে তিন রাজ্যের সমস্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের টপকে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে সেখানকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র জ্যোতিরাদিত্য সিং। এবারে সে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আগামী জানুয়ারি মাসে গুয়াহাটিতে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। ডুয়ার্সের আদি বাসিন্দাদের সুস্থ থাকার গোপন টিপস যে এখানকার নিজস্ব গাছগাছড়ার ওষুধ, সেই গোপন কাহিনী তুলে ধরে জ্যোতিরাদিত্য। গবেষণার এমন মৌলিক বিষয় তাক লাগিয়ে দেয় বিচারকদেরও। গত ২৯ নভেম্বর সেরার খেতাব জিতে ফেরার পর সোমবার স্কুলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি তার হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। নাগরাকাটার জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার পাশাপাশি আগামীদিনের গবেষক ও বিজ্ঞানী তৈরির পথে এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। জ্যোতিরাদিত্য শুরুতে ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রথম হওয়ার পর এবারে আঞ্চলিক পর্যায়েও শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। স্কুলের কাছে এ এক অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বিজয়ী জ্যোতিরাদিত্য সিংয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ। সোমবার সকালে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে গত ১৭ অক্টোবর প্রথমে পাটনা অঞ্চলের বর্ধমান ক্লাস্টারের অন্তর্গত ৭টি নবোদয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুনিয়ার ক্যাটিগোরিতে (অনূর্ধ্ব ১৪ বছর) ওই ছাত্র প্রথম হওয়ার পর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ৮৪টি নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজিত পাটনা অঞ্চল স্তরের প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেয়। নানা রোগভোগে ডুয়ার্সের ২০টি ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছের স্থানীয় ব্যবহার ও এর সুফলের ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সহ মডেল উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। এজন্য এলাকার আশপাশের চা বাগান ও বনবস্তিতে গিয়ে ওই পড়ুয়া এক মাস ধরে নিবিড়ভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। এরপরই অর্জিত অভিজ্ঞতা, তথ্য ও প্রামাণ্য খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গবেষণাপত্রটি তৈরি করে। নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ওপি সিং বলেন, 'এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে এর আগেও বহু প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। আগামীতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৪১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

দুই রীতি মিলিয়ে বিয়ে সারলেন নীল-মেহের

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর ঃ ইদানীংকালে ধর্ম শব্দটি ক্রমশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে শুধু এ দেশ নয়, গোটা বিশ্বেই বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অসহিষ্ণুতা। অথচ ধর্মের আসল অর্থ তো ধারণ করা। সেকথাই যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন এই ব্যতিক্রমী যুগল। তাঁদের একজন ধর্মে হিন্দু, অন্যজন মুসলিম। কিন্তু ধর্মের পার্থক্য তাঁদের মনে বিভেদের গণ্ডি টানতে পারেনি। আর বিয়ের অনুষ্ঠানেও সেই সম্প্রীতির সুরটিকেই জিইয়ে রাখলেন তাঁরা। সমান মান্যতা দিলেন দুই ধর্মের রীতিকেই। আবার দুটি ধর্মীয় রীতিতেই কী কী মিল আছে, তা খুঁজে এনে তাদের বেঁধে দিলেন এক সুতোয়।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

DHUPGURI MUNICIPALITY
e-NIT (Abridged)
e-NIT/NIT are invited by the Chairperson, BOA, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Construction of UPHC under Dhupguri Municipality.

Sl.No.	Tender ID	END DATE
1	2023_MAD_613773_1	17.12.2023 At 17.00

Chairperson, BOA
Dhupguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_16 of 2023-2024
Tender ID- 2023_PHED_612516_1 to 11
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online): - 23/12/2023 upto 11:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Eleven nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T24577(4)/2023

NOTICE
Memo No.95/ICDS/APD-I Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 25/ICDS/APD-I dt.24/01/2020 and No. 26/ICDS/APD-I dt 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-I (Main & Addl) ICDS Project will be held on 15/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Alipurduar-I ICDS Project

NOTICE
Memo No.235/ICDS/FKT Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 33/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 and No. 34/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Falakata (Main & Addl) ICDS Project will be held on 19/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Falakata ICDS Project

NOTICE
Memo No.188/ICDS/MDT Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 239/ICDS/MDT dt.24/01/2020 and No.240/ICDS/MDT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Madarihat (Main) ICDS Project will be held on 28/12/2023 and 29/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Madarihat ICDS Project

NOTICE
Memo No.208/ICDS/KMG Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 19/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 and No. 21/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kumargram (Main & Addl) ICDS Project will be held on 27/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Kumargram ICDS Project

NOTICE
Memo No.143/ICDS/APD-II Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 39/ICDS/APD-II dt.24/01/2020 and No. 40/ICDS/APD-II dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-II (Main & Addl) ICDS Project will be held on 16/12/2023 and 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Alipurduar-II ICDS Project

NOTICE
Memo No.57/ICDS/APD-U Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 30/ICDS/APD-U dt.24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-Urban ICDS Project will be held on 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Alipurduar-U ICDS Project

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_611613_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T24505(2)/2023

NOTICE
Memo No.218/KICD Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 21/KICD dt.27/01/2020, No.22/KICD dt. 27/01/2020 and No. 23/KICD dt. 27/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kalchini (Main, Addl & Addl-I) ICDS Project will be held on 20/12/2023 to 23/12/2023 and 26/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. Lists of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO, Kalchini ICDS Project

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2023.
2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org for details & submissions of quotations.
Principal, APS Binnaguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
e-tender are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, bonafide, financially Sound & experienced agency / firm for the work of "WORKS RELATED TO PWSS" against following NIeT. (1) NIeT No.: 32/ALD/2023-24. Last Date of Submission for Tenders(1) 20.12.2023 upto 04:00 p.m. Details may be viewed in the http://www.wbphed.gov.in website. ICA-T24588(4)/2023

Short N.I.Q. is being invited by the E.E./PWD/NBCD, Siliguri, for the following work, details of which may be had from this office during the office hours or at www.pwdwb.in
Short NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/02/2023-24
Name of Work : Additional work in connection with Public Benefit Distribution Programme at Kanchanjunga Ground, Siliguri in the district of Darjeeling on 12.12.2023.
Last date & time of application for obtaining permission for participation in Quotation process : 08/12/2023 up to 4.00 PM
Date & Time of submitting quotation in Proforma : 09/12/2023 up to 2.00 PM
Date & Time of opening quotation in Proforma : 09/12/2023 after 3 PM
Eligibility : Bonafied Contractors
Executive Engineer (PWD)
North Bengal Construction Division
Siliguri

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন আরও ৯টি ট্রিপ চলবে
যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি- হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন বর্তমান সময়সূচি, চলাচলের দিন, গঠন ইত্যাদি অনুযায়ী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত দিনগুলিতে আরও ৯টি ট্রিপ চলবে ঃ ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের সম্প্রসারিত দিন - ০৬/১২, ১৩/১২, ২০/১২, ২৭/১২/২০২৩ এবং ০৩/০১, ১০/০১, ১৭/০১, ২৪/০১ ও ৩১/০১/২০২৪ (প্রতি বুধবার)। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী একই থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
N.I.e.T. No. 04 of AE-I/MLMD of 2023-24, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2023_PHED_613033_1 to 2023_PHED_613033_5; Assistant Engineer-II, MLMD invites e-Tender in WBF 2911 for Different supply and repairing works at different PWSS in the district of Malda under MLMD, PHE Dte. Last date of submission 15.12.2023 upto 02:30 PM. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Assistant Engineer-II, Malda Mechanical Division, PHE Dte. ICA-T24592(4)/2023

TENDER NOTICE
NIT No. DDP/N-53 of 2023-24
Dt : 01/12/2023
Tenders of 01(one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last date of submission is 11/12/2023. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near- Passport Sava Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. - 1) NIT 031/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL) & 2) NIT 037/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL). Name of Work : 1) Construction of Road Starting from Shyed Nagar More to Vishal Cinema Hall at Ward No. 43, SMC & 2) Construction of Both Side Drainage and Road Starting from NH-31 to via Upendra Sahani House via Shatrughan Sahani House end of Bhagawat Roy at Ward No. 43, SMC. Amount put to Tender- 1) Rs. 66,13,333.00 & 2) Rs. 42,83,385.00, Earnest Money- 1) Rs. 1,32,267.00 & 2) Rs. 85,668.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 05.12.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 22.12.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 26.12.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website- www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515547. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T24535(4)/2023

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমাতে বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চালু করা সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি নিয়ে আলোচনা করতে সোমবার কলকাতা রওনা হল চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার তাঁরা সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে বর্তমানে ট্রাক পিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হচ্ছে সেটা কমানোর দাবিতেই সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য পুরো বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। এনিয়ে আলোচনা করতেই শনিবার চ্যাংরাবান্ধায় বৈঠকেও বসেছিলেন তাঁরা। এরপর রবিবার আন্দোলনকারীদের ডেকে মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে বৈঠক করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বৈঠকে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, এসডিপিও অরিজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ উপস্থিতি ছিলেন। প্রশাসনের কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা শোনেন। বৈঠকে প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের দাবির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেখানেই মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ীই সোমবার তাঁরা রওনা হন।

সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ছয় চাকার ট্রাকে পাঁচ হাজার এবং দশ চাকার ট্রাকে দশ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে। এই রাজস্ব পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দুই হাজার, দশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করার দাবি ব্যবসায়ীদের। এই দাবির কথা মঙ্গলবার সুবিধা পোর্টালের কর্তাদের কাছেও তুলে ধরবেন তাঁরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি আমরা জানিয়েছি। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরাও আশাবাদী।'

সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্রা তলানিতে ঠেকেছে। এদিন ভারত থেকে মাত্র ৭০ ট্রাক পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করা হয়। এর মধ্যে ভুটানের ৩১ ট্রাক এবং ভারতের ৩৯ ট্রাক পণ্য ছিল।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আনন্দ দিতে অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : হাসপাতাল মানেই সবসময় রোগের বিরুদ্ধে লড়াই। চিকিৎসক, নার্সরা গোটা বছর মানুষের সেবার কাজে ব্রতী থাকেন। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের বছরের একটা দিন একটু অন্যভাবে উপভোগ করার জন্য বিপি পোদ্দার হাসপাতাল ধনধান্য অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মেখলা দাশগুপ্ত ও রূপঙ্কর বাগচী। বিপি পোদ্দার হাসপাতালের তরফে নম্রতা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা সারা বছরই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের চাপ থেকে একটু রেহাই দেওয়া হল।'

বিপি পোদ্দার হাসপাতাল

উদ্যোগী চা বাগানের অভিভাবকরা

সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গাড়ি ভাড়া

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার পর গত ২২ নভেম্বর বামনডাঙ্গা চা বাগান খুলেছে। বাগান বন্ধ থাকাকালীন গাড়ির অভাবে পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাগান খোলার পরও স্কুলের যাওয়ার গাড়ি নিয়ে সমস্যা ছিল। তাই সোমবার থেকে বাগান পরিচালকদের পক্ষ থেকে একটি গাড়ি দেওয়া হলেও তাতে সব পড়ুয়ারা বসার জায়গা পাচ্ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ায় স্কুলে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না। তাই স্থানীয় হাতি লাইন শ্রমিক মহল্লার অভিভাবকদের একাংশ নিজেরা চাঁদা তুলে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাড়া করা গাড়িটি চলবে।

ভাড়া করা গাড়িতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। বামনডাঙ্গা বাগানের হাতি লাইনে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ বড়াইকের কথায়, 'ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাই স্কুলে যাতায়াতের জন্য যদি গাড়ির বন্দোবস্ত করে না দিতাম তবে ওদের পরীক্ষা দেওয়াই আর হত না।' হিউম্যান লাইফ ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ওই অভিভাবকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভিভাবক মনোজ মুন্ডা বলেন, 'প্রায় সাড়ে তিনশো পড়ুয়া বাগান থেকে স্কুলে যাতায়াত করে। পরিচালকরা যে গাড়ি দিয়েছেন তাতে সবার জায়গা হচ্ছে না। তাই চাঁদা তুলে একটি পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি।' স্থানীয় বাসিন্দা লিলি কুজুর জানান, পিকআপ ভ্যানটিতে হাতি লাইনের ২৫ জন পড়ুয়া যেতে পারছে।

বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে নাগরাকাটার দূরত্ব ১৮ কিমি। বামনডাঙ্গা বাগানের বহু পড়ুয়া নাগরাকাটার স্কুলে পড়াশোনা করে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকা হওয়ায় যাতায়াতের একমাত্র রাস্তায় হাতি, বাইসন, চিতাবাঘের মতো বুনো জীবজন্তুর আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করা পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির হয়। অগত্যা স্কুলে যেতে ভরসা বাগান পরিচালকদের দেওয়া গাড়ি। কিন্তু এদিন তাতে জায়গা না হওয়ায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে এগিয়ে এলেন অভিভাবকরাই।

যদিও অভিভাবক অজয় মুন্ডা বলেন, 'আমাদের সামর্থ্য সীমিত। তাই এই উদ্যোগ স্বল্প সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে যাতে এখানকার কোনও পড়ুয়ার স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা না হয় তা বাগান পরিচালকরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলেই আশা করি।'

বিয়ের দাবিতে ধর্নায় মহিলা

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেমের টানে সন্তান ছেড়ে বিবাহিত প্রেমিকের বাড়ির দরজায় ধর্নায় বসলেন এক মহিলা। ময়নাগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারিতে এসে ধর্নায় বসেন দুই বছরের পুত্রসন্তান থাকা ওই মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একজন স্বামী পরিত্যক্তা, তো অন্যজন স্ত্রী পরিত্যক্ত। ভাঙা মন জোড়া লাগাতে সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুনরায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে প্রেমিকের বাড়ি এসে ধর্নায় বসেন ওই মহিলা।

কিন্তু তাতে বাদ সাধে দুই পরিবার। রাত থেকেই মহিলা ধর্না চালিয়ে যান। তবে বাড়িতে প্রেমিক ছিলেন না। মহিলার দাবি, স্ত্রীর মর্যাদা পেতেই প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন। গত এক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রেমিক তাঁকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমিকের বাড়ির লোকজন তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তাই ঠান্ডার মধ্যে বাড়ির সামনে খোলা আকাশের নীচে ধর্নায় বসেন তিনি।

তবে সকাল না হতেই বাড়ি ফিরে যেতে হয় মহিলাকে। প্রেমিকের বাড়ির সদস্যরা জানান, রাতেই ওই মহিলার পরিবারে খবর দেওয়া হয়। তাঁরা এসে দিনের আলো ফোটার আগেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

গাছের জন্য

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলা মাঠের বিভিন্ন দিকে একাধিক গাছ রয়েছে। রাসমেলা চলাকালীন সেই গাছগুলির গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে দোকান তৈরি করেছেন অনেক ব্যবসায়ী। অনেকে আবার গাছের গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে সেই গাছটি ঢেকে দিয়েছেন। স্বভাবতই এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে সেই গাছগুলির। বিষয়টি নজরে আসতেই সোমবার সন্ধ্যায় অভিযান চালায় পুলিশ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই অভিযান পরিচালনা করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। গাছগুলি থেকে পেরেক ও কাপড় খুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আবার যদি ব্যবসায়ীরা এমন কাজ করেন, তবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সালমান খান
২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করবেন
অনিল কাপুর ও কামাল হাসান
প্রধান অতিথি
শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গাঙ্গুলি ও মহেশ ভাট
বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি
স্থান: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, কলকাতা | তারিখ: ৫ ডিসেম্বর,২০২৩ | সময়: বিকেল ৪টে
প্রবেশ আমন্ত্রণমূলক। আগে এসে আগে আসন গ্রহণ করুন।
অনুগ্রহ করে বিকেল ৩.৩০-এর মধ্যে আসন গ্রহণ করুন।
সিনেমা প্রদর্শনের সময়সূচি পাওয়া যাবে www.kiff.in-এ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D2175(23)/2023

kiff 29
Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
5-12 December 2023
www.kiff.in
https://www.facebook.com/kiffofficial
https://www.instagram.com/kiff__official

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন

টুকরো খবর

পথ দুর্ঘটনা

পুণ্ডিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : একটি পিকআপ ভ্যান এবং টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন আহত হন। সোমবার সন্ধ্যায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পূর্ব খাগড়াবাড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঘটনাটি হয়। এদিন সন্ধ্যায় একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যান খাগড়াবাড়ি হয়ে তুফানগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল এবং একটি টোটো নিউ কোচবিহার থেকে খাগড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। পিকআপ ভ্যানটি অন্য একটি লরিকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ–২০২৩ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার দিনহাটা–২ ব্লকের চৌধুরীহাটে মিলেট জাতীয় ফসল চাষ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি এবং সাতমাইল সতীশ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। এদিন দুপুরে স্থানীয় একটি সভাকক্ষে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মিলেট জাতীয় ফসল চাষ, খাদ্যগুণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। চাষিদের মিলেট জাতীয় ফসলের বীজও বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল এডুকেশন ডে পালিত হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবিবার ছুটির দিন থাকায় সোমবার দিনটি উদযাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে। এদিন স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে মডেল এগজিবিশন, স্টিল ফোটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি সহ মোট চার ধরনের কম্পিটিশন হয়। সেখানে কৃষি বিষয়ক আলোচনাচক্র এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্য আধিকারিকদের পাশাপাশি অধ্যাপকরাও।

মেলার খোঁজ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স উৎসবের বিস্তারিত খোঁজখবর নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮তম ডুয়ার্স উৎসবের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে উৎসব নিয়ে খোঁজ নেন বলে জানা গিয়েছে। সৌরভ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডুয়ার্স উৎসব কবে হচ্ছে, কী কী করা হচ্ছে এই নিয়ে খোঁজ নেন। ওঁকে বিস্তারিত জানিয়েছি। ডুয়ার্স উৎসব ভালো করে করার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ডুয়ার্স উৎসব। প্রস্তুতিতেও জোরকদমে।

হাতির হানায়

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : হাতির হানায় তছনছ সুপারি বাগান ও ধানের খেত। রবিবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের নারারথলি জঙ্গল লাগোয়া কাঁঠালতলা গ্রামে হাতি ঢুকে পড়ে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, জঙ্গল থেকে তিনটি হাতি বেরিয়ে এসে এক বিঘা জমির সুপারি বাগান নষ্ট করে। বেশ কয়েক বিঘা জমির ধানও নষ্ট করেছে ওই তিন বুনো। সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটখাটেরবাড়ি এলাকায়। ছাটখাটেরবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম রাজকুমারী বর্মন (৫৫)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও জিআরপিএফ। এরপর মৃতদেহটি উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে যায়।

ভুটভুটিতে আগুন

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : পাটবোঝাই চলন্ত ভুটভুটিতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল মাথাভাঙ্গা শহরে। প্রথমে স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তারপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা

পারডুবির কন্যার হাড়গোড় মিলল বাগডোগরায়

দেবাশিস দত্ত

রিনার বাপের বাড়িতে প্রতিবেশীরা। বরাইবাড়িতে। সোমবার। – সংবাদচিত্র

পারডুবি, ৪ ডিসেম্বর : মা যে আর বেঁচে নেই তা এখনও জানতে পারেনি সানি ও পল্লবী। তারা মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়িতে দিদিমার বাড়িতে আছে। সোমবার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল পল্লবী, সানি বাড়ির পাশে খেলছে। মেয়ের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে শোকস্তব্ধ বরাইবাড়ি। এদিন সাতসকালে মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর শোকে মূর্ছা যান তিনি। পরে আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে দার্জিলিং জেলার বাগডোগরার উদ্দেশ্যে রওনা হন কমলা বিশ্বাস। পল্লবী জানতে চায় মাকে পাওয়া গেল কি না। কমলা জানান, তাঁর মেয়ে রিনাকে জামাই খুন করেছে। খুনের কথা কবুল করেছেন জামাই মহাদেব বিশ্বাস।

জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ির জনৈক কমলা বিশ্বাসের মেয়ে রিনা বিশ্বাসের সঙ্গে দার্জিলিং জেলার বাগডোগরা থানার পুঁটিমারির জনৈক মহাদেব বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় আট বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন মহাদেব। মাঝেমধ্যে বাগডোগরায় যেতেন মহাদেব। গত ১৩ নভেম্বর স্ত্রীকে নিয়ে বাগডোগরায় যান মহাদেব।

শাস্তির দাবি

বরাইবাড়ির মেয়েকে বাগডোগরায় এনে খুন করেছে তাঁর স্বামী বলে অভিযোগ

স্বামীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ

জামাইয়ের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শাশুড়ি

কিছুদিন পরে মহাদেব শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে জানতে চান, রিনা বাড়িতে গিয়েছে কি না। রিনা বাড়িতে আসেননি বলে জানানো হয়। এরপর কমলা মেয়ের খোঁজে বাগডোগরায় আসেন। জামাইয়ের বাড়িতে রিনাকে পাওয়া যায়নি। আর গোটা ঘটনা জানিয়ে বাগডোগরা থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সোমবার সকালে বাগডোগরা থানা থেকে খবর আসে যে রিনার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বাগডোগরা থানার অন্তর্গত ত্রিহানা চা বাগানের কাছে বালাসন নদীর চর থেকে। এ খবর পাওয়ার পর এদিন আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে কমলা বাগডোগরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রওনা দেওয়ার আগে কমলা চোখের জল মুছতে মুছতে জানান, মেয়েকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছে জামাই। ভাবতেই অবাক লাগছে। মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না। জামাইয়ের উপযুক্ত শাস্তি চাই।' একথা বলে মূর্ছা যান তিনি। জ্ঞান ফেরার পর আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে তিনি বাগডোগরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

মহাদেব তাঁর স্ত্রীকে গত ১৩ নভেম্বর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন। তাঁদের ছয় বছরের মেয়ে পল্লবী ও চার বছরের সানিকে দিদিমার কাছে রেখে যান। অভিযোগ পাওয়ার পর বাগডোগরা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে মহাদেব বিশ্বাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আর পুলিশি জেরায় শেষপর্যন্ত মহাদেব বিশ্বাস স্বীকার করে সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ত্রিহানা চা বাগানের কাছে বালাসন নদীর চরে একটি ঝোপ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাওয়া গিয়েছে, শুধু মাথার খুলি ও হাড়। পাশে ছিল একটি ব্যাগ।

জানা গিয়েছে, বাগডোগরা পুলিশ মহাদেবকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অবরোধের জেরে আটকে পড়েছে যানবাহন। বোয়ালমারি মোড়ে। সোমবার। – সংবাদচিত্র

প্রতিবাদে অবরোধে শামিল বোয়ালমারি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কথা দিয়েও কথা রাখেনি প্রশাসন। এমন অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিনের ভাঙা কালভার্ট সহ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের রাজ্য সড়ক অবরোধে শামিল হলেন ভুক্তভোগীরা। সোমবার সকালে বোয়ালমারি মোড় এলাকায় পথ অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় হলদিবাড়ি–মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়কে যান চলাচল। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

অবরোধকারীদের অভিযোগ,

কথার খেলাপ প্রশাসনের

রাজ্য সরকার ও তৃণমূল নেতা–কর্মীরা উন্নয়নের গালভরা কথা বলছেন। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় ছিটেফোঁটা উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না তাঁরা। এলাকার উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ আছে। তা সত্ত্বেও ৩০ বছর ধরে পড়ে থাকা কালভার্টের রাস্তা পাকা করতে পারেনি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানের তৃণমূল সরকার। অবরোধে শামিল এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। নিজেদের এলাকার উন্নয়নের তাগিদে পথ অবরোধে শামিল হন তিনি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ব্লক প্রশাসনের তরফে মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে অবরোধ ওঠে।

অবরোধে শামিল গ্রামবাসী জানান, বোয়ালমারি মোড় থেকে দেওয়ানগঞ্জ বাজার সংলগ্ন তাঁতিপাড়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। ওই রাস্তার মাঝে কাউয়াসুতি নদীর ওপর একটি কালভার্ট রয়েছে। অবরোধকারীদের দাবি, তিন দশকের অধিক সময় ধরে বাম আমলে তৈরি ওই কালভার্টটি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বারবার বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। ফি বছর বর্ষাকালে দুর্ভোগে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। প্রশাসনের নজর কাড়তে পঞ্চায়েত ভোটের আগে একই দাবিতে বোয়ালমারি মোড় এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন

ফের আশ্বাস

- **তিরিশ বছর ধরে বেহাল কালভার্ট ও রাস্তা**
- **এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে সংস্কারের আশ্বাস মিলেছিল**
- **ফের আশ্বাস মিলেছে। তাই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে**

গ্রামবাসী। সেই সময় ব্লক প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের তরফে ভাঙা কালভার্ট সহ রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও কাজ হয়নি। তাই এদিন ফের অবরোধে শামিল হন তাঁরা।

অবরোধে শামিল জনৈক দীপককুমার রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ও তার দলের নেতা–কর্মীরা সুযোগ পেলেই উন্নয়নের গল্প শোনান। কিন্তু আমার গ্রামে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না। ৩০ বছরেও একটি ভাঙা কালভার্ট সংস্কার করতে পারেনি সরকার।

এলাকার গৃহবধূ সুখবালা রায় বলেন, 'ভোটব্যাংক বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রশাসনের তরফে রাস্তা সহ ভাঙা কালভার্টটি সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোট শেষ হতেই সবাই সব ভুলে গিয়েছেন। এলাকার একটি ভাঙা কালভার্ট ও রাস্তা সংস্কারের জন্য কতবার আন্দোলনে শামিল হতে হবে বলে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় যুবক হিরণকুমার রায়। এলাকার যুবক অমিত দেবনাথ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে পথশ্রী প্রকল্পে ব্লকের বেশ কয়েকটি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি নজরে আসেনি ব্লক প্রশাসনের কর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের।

অবরোধে শামিল পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য কমল ঋষি বলেন, ভাঙা কালভার্টের জন্য বর্ষায় এলাকার পড়ুয়াদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে নিতে সমস্যা হয়। এলাকায় দমকল ও অ্যাম্বুল্যান্সের মতো জরুরি পরিষেবার গাড়ি ঢুকতে পারে না। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট ও রাস্তাটি সংস্কারে পুরোপুরি উদাসীন প্রশাসন।

পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমানাথ রায় বলেন, অদক্ষ প্রশাসন ও শাসকদলের অনীহার জন্য ওই এলাকার গ্রামবাসীকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসনের গ্রামীণ রাস্তা সহ কালভার্টটির সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে। হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায় বলেন, ইতিমধ্যে ওই কালভার্ট ও রাস্তাটি সংস্কারের প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিজয় মিছিল অব্যাহত

কোচবিহার ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে দলের ভালো ফলে উচ্ছ্বসিত এই রাজ্যের বিজেপি নেতা–কর্মীরা। সেই খুশিতে সোমবারও বিজয় মিছিল চলছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপির হলদিবাড়ি উত্তর মণ্ডল বিজয় মিছিল করে। কাশিয়াবাড়ি বাজারে দলের কার্যালয় থেকে ঢাকঢোল, মোদির ফ্লেক্স, মুখোশ ও দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল বের করেন বিজেপির নেতা–কর্মীরা। মিছিলটি ওই বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেইসঙ্গে চলে মিষ্টিমুখ।

সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুস্তান মোড়েও বিজয় মিছিল হয়। সেখানে ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ সরকার, পারডুবি অঞ্চল কনভেনার গোপেন সরকার প্রমুখ। মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের হাজরাহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পখিহাগা হাসপাতালহাট বাজার এলাকায় গেরুয়া আবির মেখে, আতশবাজি ফাটিয়ে, ব্যান্ডপার্টি নিয়ে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলেন বিজেপির কর্মী–সমর্থকরা।

গাঁজাখেতে অভিযান

সিতাই, ৪ ডিসেম্বর : সোমবার সিতাই ও দিনহাটা থানার পুলিশ যৌথভাবে গাঁজাখেতে অভিযান চালায়। সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধান ও দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে আবগারি ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ময়দানে বিশাল পুলিশবাহিনী নামানো হয়। দিনহাটা থানার পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টাকিমারি ও সিতাই থানার ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নতুনবস গ্রামে গাঁজাখেত ধ্বংস করতে পুলিশ অভিযান চালায়। এই অভিযানে প্রায় ২২ বিঘা গাঁজাখেত ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যদিকে, দিনহাটা থানার পুলিশ এককভাবে গিতালদহ–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোরাম এবং ভেটাগুড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালাবাড়ি গ্রামে বেশ কিছু গাঁজাখেত ধ্বংস করে।

পোড়াবাড়ির একাংশ। পশ্চিম রামপুরে। ছবি : সায়নদীপ ভট্টাচার্য

এক রাতে ভস্মীভূত দুটি পৃথক বাড়ি

বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে তুফানগঞ্জ–২ ব্লকে পৃথক দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে দুটি বাড়ি। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারিয়ে দিশেহারা দুই পরিবার।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সন্ধ্যায় শালবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথমখণ্ড বাঁশরাজা এলাকায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় রফিজুল মিয়াঁর ঘর। পরিবার জানিয়েছে, ঘরের বারান্দায় মজুত রাখা ছিল পাটকাঠি। সেসময় রফিজুলের ছোট ছেলে খেলার ছলে পাটকাঠির মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট দমকলের একটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র। তদন্তে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে রাত ১০টা নাগাদ রামপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রামপুরে জয়ন্ত দাসের বাড়িতে। প্রতিবেশীরা জানান, ঘরে তালা ঝুলিয়ে জয়ন্ত সপরিবারে স্থানীয় জোড়াই রাসমেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, আচমকাই বিকট শব্দ হয়। পরে জয়ন্তর ঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা লক্ষ করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় বারবিশা দমকলকেন্দ্রে। পরে একটি ইঞ্জিন এসে দীর্ঘ দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে ছাই হয়ে যায় ঘর। জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। প্রতিবেশীর কাছে খবর পেয়ে মেলা থেকে দ্রুত আসে জয়ন্তর পরিবার। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলকর্মীদের।

স্বাস্থ্যকর্তাকে দাবিপত্র

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : হাসপাতালগুলোতে সাপের কামড়ে আহত রোগীদের জন্য পৃথক বেডের বন্দোবস্ত সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে দাবিপত্র দিল সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও রাজ্য সমন্বয় কমিটি।

তাদের দাবি, প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য এএসভি'র পাশাপাশি নিউস্টিগমিন ও অ্যাট্রোপিন রাখতে হবে। ডায়ালিসিস ও ভেন্টিলেটারের বন্দোবস্ত করতে হবে মহকুমা হাসপাতালগুলোতে। এছাড়া সাপে কাটা রোগীকে ১০ ভায়াল এএসভি না দিয়ে রেফার করা চলবে না।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কৌশিক দে বললেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নামিয়ে আনা হবে। আর আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ের মৃত্যু শূন্যে নামিয়ে আনা।'

বাউলের আসর

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : ৩ ডিসেম্বর থেকে কামাত চ্যাংরাবান্ধার দেবী কলোনির তরুণ সংঘের মাঠে ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়েছে দু'দিনের বাউল সংগীতানুষ্ঠান। এখানে গত প্রায় ১২ বছর থেকে রাস উৎসবের সময় বাউল সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছর তর্জা বাউলগানের আসর বসেছে। ক্লাবের সম্পাদক পরেশ সিংহ বলেন, এবারের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থেকে সংগীত পরিবেশন করতে এসেছেন তাপস মহন্ত ও কাজল মহন্ত।

সংঘর্ষে আহত ৭

শীতলকুচি, ৪ ডিসেম্বর : জমি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের লোকজন সংঘর্ষে জড়ান। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের গাদোপোঁতা গ্রামে। রাজারবাড়ি গ্রামের দুলাল বর্মন ও গাদোপোঁতা গ্রামের সুকুমার বর্মনের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। দুটি পরিবারের সদস্যরা এদিন সংঘর্ষে জড়ান। দুই পরিবারের সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। একজনকে ভর্তি করা হয়েছে ও বাকি ছয়জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুকুমার বর্মনের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে জমিতে চাষাবাদ করছি আমি। ভুয়ো নথি বের করে এদিন দুলাল কিছু দুষ্কৃতী নিয়ে এসে জমি দখল করার চেষ্টা করেন। বাধা দিলে আমাদের মারধর করা হয়। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

দুলাল বর্মন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অভিষেকের পাঠানো টাকা পেলেন শ্রমিক

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এ রাজ্যের ১০০ দিনের শ্রমিকদের নিয়ে দিল্লিতে যান। শেষে দিল্লিতে যাওয়া ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের আশ্বাস দেন যে যাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়ে দিল্লিতে গিয়েছিলেন তাঁদের কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল সোমবার।

সোমবার দিল্লির আন্দোলনে অংশ নেওয়া ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক হজরত আলির বাড়িতে পৌঁছান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। তাঁরা টাকা দেন হজরত আলিকে। ১৪ দিনের কাজের ৩ হাজার টাকা পেয়েছেন তিনি। টাকা পেয়ে খুশি হজরত। তবে, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপির তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায় বলেন, 'যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করেছেন অথচ দিল্লিতে যাওয়ার সামর্থ্য নেই বা দিল্লিতে যেতে পারেননি তাঁরা কি বঞ্চিতই থেকে যাবেন? হিসাব দিলেই কেন্দ্র টাকা দেবে। রাজ্য সরকার হিসাব দিচ্ছে না। যাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছের লোক। যাঁরা দিল্লি যাননি তাঁরা কি টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থাকবেন।'

সোমবার দুপুরে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, তুফানগঞ্জ–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ বসাক, তুফানগঞ্জ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশ বর্মন, তুফানগঞ্জ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি, বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আফতার আলি মিয়াঁ পৌঁছান বালাভূতের শ্রমিক হজরত আলির বাড়িতে। তাঁরা টাকা ভর্তি খামটি হজরত আলিকে দেন।

বন্ধের মুখে নবনির্মিত কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : এনবিএসটিসি ও বেসরকারি বাসের দড়ি টানাটানিতে বন্ধের মুখে তুফানগঞ্জ কালীবাড়ি সরকারি বাসস্ট্যান্ড। ফলে মার খাচ্ছেন ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা। কবে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে এই সরকারি বাসস্ট্যান্ড, তার প্রহর গুনছেন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষজন। গত বছর ১৮ নভেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর দু–দু'বার বাসস্ট্যান্ড চালু হলেও হাতেগোনা চার–পাঁচটির বেশি বাস চলছে না। কোনও কোনও দিন সংখ্যাটা আরও কমে যায় বলেই ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের অভিযোগ। ১৮ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও ৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় উদ্বোধন করেছিলেন। তবুও কেন এমন হাল?

তুফানগঞ্জ শহরের যানজট কমাতে তুফানগঞ্জ–ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে অন্দরান ফুলবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়ি চৌপথিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৭৬ টাকায় ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রিতল বিশিষ্ট ভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। এলাকাবাসীর স্বপ্ন ছিল, এখানে বাসস্ট্যান্ড চালু হলে এলাকার উন্নয়ন ঘটবে, বেকার যুবকরা কোনও কাজ করে বা ব্যবসা করে সংসার চালাবেন। বাসস্ট্যান্ড চালুর আগে ওখানে একটি ছোট্ট বাজার ছিল। তখন অনেকেরই ব্যবসা বাণিজ্য ভালো চলত। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড চালুর পর সব স্বপ্ন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। প্রদ্যুৎ সাহা নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আগে এখানে বাজার বসত। তখন যে ব্যবসা হত এখন বাসস্ট্যান্ড চালুর পর সেই ব্যবসা নেই। আমরা খুব খারাপ আছি। পুরোপুরিভাবে বাসস্ট্যান্ড চালু করার দাবি জানাচ্ছি।'

ফাঁকা বাসস্ট্যান্ড। তুফানগঞ্জের কালীবাড়িতে। – সংবাদচিত্র

কালীবাড়ি সরকারি বাসস্ট্যান্ডে সরকারি ও বেসরকারি সব বাস যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধনের পর সরকারি ও বেসরকারি বাসের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ডটি তুফানগঞ্জ–১ পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আপাতত আমাদের দু'তিনটি বাস পার্মানেন্ট চলছে। বেসরকারি একটি বাসও চলছে না। বেসরকারি বাস না চললে আমাদের বাস চালানো সম্ভব নয়। প্রয়োজনে আলোচনায় বসুক। আমরা আছি।'

> আমাদের বাস না চলার অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের তিনটি বাস নিয়মিত চলছে। কয়েকটি বাস বাসস্ট্যান্ড হয়েই চলাচল করছে। এনবিএসটিসির সব বাস যেদিন থেকে চলবে, আমাদের সব বাস সেদিন থেকেই কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকেই ছাড়বে।
>
> –সন্তোষ সাহা, *চেয়ারম্যান, মহকুমা মোটর মালিক সমিতি*

পালটা তুফানগঞ্জ মহকুমা মোটর মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, 'আমাদের বাস না চলার অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের তিনটি বাস নিয়মিত চলছে। কয়েকটি বাস বাসস্ট্যান্ড হয়েই চলাচল করছে। এনবিএসটিসির সব বাস যেদিন থেকে চলবে, আমাদের সব বাস সেদিন থেকেই কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকেই ছাড়বে। আমাদের কম্পিটিশন এনবিএসটিসির গাড়ির সঙ্গে।' স্থানীয় ব্যবসায়ী সমর দাস বলেন, 'কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে সরকারি বাস দুটি ও বেসরকারি দুটি বাস সকালের দিকে চলাচল করছে। বাকি সময় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অন্যান্য গাড়ি দু'এক মিনিটের জন্য দাঁড়ায়।' তুফানগঞ্জ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশ বর্মা বলেন, 'এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।'

বইমেলার প্রস্তুতি সভা ঘোকসাডাঙ্গায়

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গায় বইমেলা নিয়ে রবিবার এক প্রস্তুতি সভা হয়। ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি মঞ্চের পক্ষ থেকে আয়োজিত ঘোকসাডাঙ্গায় বই ও সংস্কৃতি মেলার এবছর চতুর্থ বর্ষ। এবার মেলার থিম 'জল বাঁচাও'। জলকে দূষণ ও অপচয় থেকে বাঁচানোর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এবার মেলা চলবে আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।গত বছরের মতো এবারও মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকভিত্তিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্য– এই পাঁচটি বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পাঁচজন ব্যক্তিকে হাসান মাস্টার স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। নিশিগঞ্জ নৈষ্ঠিক অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় কবি সুজিত অধিকারী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়াও অঙ্কন, নৃত্য, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হবে। আয়োজক কমিটির পক্ষে মৃদুল দাসের বক্তব্য, 'এবারে বই সংস্কৃতি মেলার উদ্বোধনের জন্য পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডঃ নিখিলেশ রায় ও প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়ক জনাব হায়দার হোসেনকে।'

গত তিন বছর থেকে এই বইমেলা এলাকার আলাদা পরিচিতি করে দিয়েছে। এই বইমেলাতেও বিভিন্ন প্রকাশনীর বই কিনতে ভিড় জমান বইপ্রেমীরা। বই কেনার পাশাপাশি মেলা চত্বরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতেও ভিড় জমান অনেকে। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বইমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জমবে বলে আশাবাদী আয়োজক কমিটি।

নয়া ২ শিল্পতালুকে ১০ ইউনিট

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহারে নতুন করে দুটো শিল্পতালুক হচ্ছে। জেলার তুফানগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গায় এই শিল্পতালুক হবে। শিল্পতালুক গড়ার জন্য এক শিল্পপতি ইতিমধ্যেই প্রায় ১১ একর জমি নিয়েছেন। সেখানে সবমিলিয়ে দশটি নতুন শিল্প ইউনিট গড়ে উঠবে বলে জানা গিয়েছে। হ্যাচারি থেকে শুরু করে চিঁড়ের মিল, পাথর কাটার ক্র্যাশার, প্লাইউড তৈরি সবই রয়েছে তালিকায়। এই প্রকল্প ঘিরে বহু কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীন শিল্পতালুক হচ্ছে।

রামপুরের এই জমিতে শিল্পতালুক গড়ে উঠবে।

জেলা শিল্প কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ৪ অক্টোবর জেলার তিনটি সরকারি জমিতে শিল্পপতিদের শিল্পতালুক করার জন্য প্রস্তাব চেয়েছিল রাজ্যের মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট। দিনহাটা-২'এর সালমারাতে ৫.৪৮ একর, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সাউথেরবসে ৫.৪৬ একর, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুরে ৫ একর চিহ্নিত জমির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। 'স্কিম ফর অ্যাপ্রুভড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' প্রকল্পের অধীন শিল্পতালুকগুলো হবে। এতে ৫ একর জমির মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি করে শিল্পতালুক গড়ে উঠবে। পাঁচজনেও জমি নিতে পারেন। আবার কেউ একা নিয়েও সেখানে আলাদা আলাদা ইউনিট তৈরি কিংবা আলাদা শিল্পপতিদের বসাতে পারেন। যিনি জমি নেবেন তাঁকে শিল্প দপ্তর সবরকম সহযোগিতা ও ছাড় দেবে।

তাঁকে জমির চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি, রাস্তা তৈরি, বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে আসা, জলের ব্যবস্থা সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।

> **টেন্ডারে সাড়া**
> এক শিল্পপতি ইতিমধ্যেই প্রায় ১১ একর জমি নিয়েছেন
> সেখানে সবমিলিয়ে দশটি নতুন শিল্প ইউনিট গড়ে উঠবে
> হ্যাচারি, চিঁড়ের মিল, পাথর কাটার ক্র্যাশার, প্লাইউড তৈরি রয়েছে তালিকায়
> প্রায় ৬০ শতাংশ জমি, বাকি ৪০ শতাংশ জমির মধ্যে রাস্তাঘাট সহ যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে উঠবে

কোচবিহারে যে তিনটি জমির জন্য দরপত্র চাওয়া হয়েছিল তারমধ্যে দিনহাটার সালমারার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। তবে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সাউথেরবস এবং তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুরে শিল্পতালুক করার জন্য জমি নিয়েছেন সুন্দরলাল চোপড়া নামে এক শিল্পপতি। তিনি জানিয়েছেন, শিল্প দপ্তর যত তাড়াতাড়ি কাগজপত্র সহ যাবতীয় কাজ করে জমি হাতে মিলবে তত শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। চলতি আর্থিক বর্ষের মধ্যে পরিকাঠামো তৈরি করে জমি দুটোকে প্রথমে শিল্পের উপযোগী করা হবে। ইতিমধ্যেই সেখানে শিল্পস্থাপনের জন্য কয়েকজন যোগাযোগ করেছেন। তারমধ্যে ক্র্যাশার, প্লাইউড কারখানা সহ অন্যান্য প্রকল্প রয়েছে।

জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) খুরশিদ আলম বলেন, 'জেলার বিভিন্ন এলাকায় শিল্পের জন্য কয়েকটি জমি চিহ্নিত হয়েছিল। তাতে দুটো জমি একজন নিচ্ছেন। সেখানে নানা শিল্প ইউনিট হতে চলেছে।' প্রশাসন সূত্রে খবর, যে সমস্ত জমিগুলো চিহ্নিত হয়েছে সেখানে শিল্প করার জন্য প্রায় ৬০ শতাংশ জমি ব্যবহার করতে হবে। বাকি ৪০ শতাংশ জমির মধ্যে রাস্তাঘাট সহ যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। তবে জমি নিয়ে কোনওভাবে ফেলে রাখা যাবে না।

বিএসএফের করণ আউটপোস্টে ধৃত তিন বাংলাদেশি। সোমবার।

দালালদের টাকা দিয়েও কাজ হয়নি

বিএসএফের জালে চার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য বাংলাদেশের দালালদের ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন তিন বাংলাদেশি। তারাই ভারতের দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এরপর সেখান থেকে তারা হরিয়ানায় যাবে কাজের উদ্দেশ্যে। তবে শেষরক্ষা হল না। রবিবার রাতে জলপাইগুড়ি সেক্টরের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের করণ আউটপোস্টের বিএসএফ জওয়ানরা তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতদের নাম মহম্মদ তসলিম (২১), তাজগারা খাতুন (২৫) ও মাস্টার তামিম (৩)। তসলিমের দিদি তাজগারা। তাদের ভাগ্নে মাস্টার।

ধৃতরা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও এলাকার বাসিন্দা। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মার কথায়, 'খোলা সীমান্তে বাঁশঝাড়, চা বাগান, নদীপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও পাচারের চেষ্টা করছে বাংলাদেশিরা। তবে আমাদের জওয়ানরা সবসময় তৎপর রয়েছেন সীমান্তে। মাঝেমধ্যেই পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি সীমান্তে প্রায় ১৮ কিমি খোলা সীমান্তই পাচারকারীদের করিডর। মাঝেমধ্যেই সেখান দিয়ে বাংলাদেশিরা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। রবিবার ওই সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল পাঁচ বাংলাদেশি। সেখানে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা সেসময় তাদের তাড়া করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

বাকি দুজন বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, তারা ভারতে অনুপ্রবেশ করার জন্য বাংলাদেশের দালালদের ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিল। তারা কাজের জন্য এদেশে আসছিল।

তসলিম হিলি সীমান্ত দিয়ে ২০১৬ সালে ভারতে প্রবেশ করে হরিয়ানায় রান্নার কাজে যোগ দেয়। ২০২২ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশের বাড়ি যায়। সেখানে কিছুদিন কাজ করলেও বর্তমানে কাজ নেই। তাই দিদি ও ভাগ্নেকে নিয়ে ফের হরিয়ানার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিল তসলিম। কিন্তু তার আগেই বিএসএফের জালে ধরা পড়ে যায়।

এদিকে, রবিবার জলপাইগুড়ি সেক্টরের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের অর্জুন আউটপোস্টের জওয়ানরাই ওই সীমান্তে এক ম্যাজিক গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই চালক গাড়িতে ছয়টি ওষুধের কার্টন নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে ওই সীমান্ত দিয়ে ধাপড়া যাচ্ছিল বলে বিএসএফের অনুমান। ধৃতের নাম অজিত রায়। তার বাড়ি কুচলিবাড়িতে। বিএসএফের তরফে জানা গিয়েছে, দুটি ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া চারজনকে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের তুলে দেওয়া হয়েছে।

> খোলা সীমান্তে বাঁশঝাড়, চা বাগান, নদীপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও পাচারের চেষ্টা করছে বাংলাদেশিরা। তবে জওয়ানরা সবসময় তৎপর রয়েছেন সীমান্তে। পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার হচ্ছে।
> –সূর্যকান্ত শর্মা, *আইজি বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার*

সঙ্গীদের দেখলে পালাচ্ছে 'সুন্দর'

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : একের পর এক কুনকি ময়দানে নামিয়েও সুন্দরকে বাগে আনতে ব্যর্থ বন দপ্তর। সোমবার ১১ দিন পার হল। রবিবার ও সোমবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সুন্দরের টিকির নাগাল পেলেন না বনকর্তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বনকর্মী জানালেন, অবশেষে পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসে সাধারণ ডিউটি করে ধরার কৌশল মঙ্গলবার থেকে নেওয়া হবে।

বেশি সংখ্যক হাতি সরাসরি দেখে সুন্দর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হাতিদের গন্ধ পেতেই দৌড় শুরু করছে। এছাড়া আরও একটি কারণ রয়েছে। সেটা হল কয়েকবার ঘুমপাড়ানি গুলি খেয়েছে। শরীরে সামান্য লেগেছিল। সেই ভয়ও রয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে অন্য পদ্ধতি নেওয়ার কৌশল নিয়েছেন বনকর্তারা। কুনকি হাতির সংখ্যা একদম কমিয়ে অন্যদিনের মতোই সাধারণভাবে ডিউটি করা হবে। তবে ঘুমপাড়ানি গুলির টিম সঙ্গেই থাকবে। ওই সময় যদি সুন্দরের দেখা পাওয়া যায়, তখন কুনকি হাতিকে একটু দূরে রাখা থাকবে। সম্ভব হলে হেঁটেই যতটা কাছে গিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলি করার চেষ্টা করবেন বিশেষজ্ঞ টিম। তবে এক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকিও রয়েছে বলে ওই বনকর্মী জানালেন।

রবিবার ১৬টি কুনকি নিয়ে তল্লাশির সময় কুঞ্জনগরে সুন্দরের দেখা পেয়েছিলেন বনকর্মীরা। কিন্তু এতগুলি হাতি দেখেই সুন্দর কুনকিদের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে দৌড়ে পালিয়ে যায় যে সোমবার পর্যন্ত তার কোনও হদিস মেলেনি। সেজন্য এবার বনকর্তারা হাতি নিয়ে অভিযান চালানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন বলে সূত্রের খবর।

শিবদিঘিতে বড় মাছ তোলার সিদ্ধান্ত

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : বাণেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিবদিঘিতে কচ্ছপ তথা মোহনের খাবার খেয়ে নিচ্ছে দিঘিতে থাকা বড় মাছগুলো। তাই এবার শিবদিঘি থেকে সমস্ত বড় মাছ তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি দিঘির জলকেও রিসাইক্লিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালার ডাকে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে তাহলে শিবদিঘিতে যে এতগুলি মোহনের মৃত্যু হল। সেগুলির কী তাহলে খাদ্যের অভাবে মৃত্যু হয়েছে?

বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সোমবার বাণেশ্বরের মোহন নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে শিবদিঘিতে সমস্ত বড় মাছ উঠিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দিঘির জলকে রিসাইক্লিং করা হবে।' কোচবিহার শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বাণেশ্বরে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত এই মন্দির চত্বরেই রয়েছে শিবদিঘি।

মন্দির ও কচ্ছপের টানে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। বাণেশ্বরে মানুষ অবশ্য এই কচ্ছপকে মোহন বলে ডাকেন। গত বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অজানা রোগে শিবদিঘিতে একের পর এক মোহন মরে ভেসে উঠতে শুরু করেছিল। দেড়-দুই মাসের মধ্যে প্রায় ১৭-১৮টি মোহন মারা যায়।

এছাড়াও বহু মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেগুলিকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে অথবা সোনাপুরে বন দপ্তরের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেগুলির মধ্যেও একাধিক কচ্ছপ মারা গিয়েছিল। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তথা প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণেই শিবদিঘিতে মোহনগুলি মারা যাচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। পরিস্থিতির চাপে দেবত্র ট্রাস্টের তরফে শিবদিঘির বেশিরভাগ জল ছাঁকা থেকে শুরু করে দিঘি থেকে মোহনগুলিকে নেটিং করে তুলে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

মোহন বাঁচাতে উদ্যোগ

এছাড়াও বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেও কচ্ছপগুলির স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। এই অবস্থায় মাঝে কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর গত ১০ দিনে শিবদিঘিতে অসুস্থ হয়ে ফের ৫-৬টি মোহনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। শিবদিঘিতে মোহনের এই মৃত্যু ঠেকাতে সোমবার একটি বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক হয়।

সেই বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালা, কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএফও অ্যাঞ্জেলা পি ভুটিয়া, পুলিশ ও পিএইচই'র আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক নিয়ে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'বাণেশ্বরের শিবদিঘির এই মোহন নিয়ে আমরাও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি। ফলে মোহন সম্পর্কে আমাদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু মোহন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে আমাদের ডাকার প্রয়োজন মনে করে না প্রশাসন।'

কোচবিহার রাসমেলায় শিশুদের আকর্ষণ খেলনার দোকানে। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

পদ্মের প্রশিক্ষণ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণে স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলনের টোটকা দিল পদ্মের রাজ্য নেতৃত্ব। লোকসভা ভোটের আগে স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরে বাসিন্দাদের নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সোমবার আলিপুরদুয়ারে একটি বেসরকারি ভবনে দুই জেলার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার ৪২ জন ও কোচবিহার জেলার ৬২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-সদস্যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা ও বঞ্চনা করা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে সেখানকার সমস্যা তুলে ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়া, দুর্নীতি, অনৈতিক কাজকর্ম হলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে জোর দেওয়া হয়।

বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত, সে ব্যাপারে এদিন তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিরোধী দলনেতা রুদ্রকুমার মণ্ডল। তাঁর মন্তব্য, 'কয়েক মাস ধরে পঞ্চায়েত সমিতিকে এলাকায় উন্নয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করতে দেখিনি। এদিনের প্রশিক্ষণ আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করেছে। জনপ্রতিনিধি, তাই স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা শুনব। রাস্তা, পানীয় জল, আলো সহ বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। কাজ না হলে বাসিন্দাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

রাসমেলায় সরকারি প্রদর্শনীর ব্যানারে ভুল বানান

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : তথ্য জানানো যাদের দায়িত্ব, তারাই ভুল তথ্য জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে তারাই ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। এমন অভিযোগ উঠেছে কোনও বেসরকারি সংস্থা বা সংগঠনের বিরুদ্ধে নয়। খোদ কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের নানা ঐতিহাসিক জায়গার ছবি মেলায় আসা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর একটি স্টলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। তাতে ব্যানারে নানা ছবির নীচে জায়গার নাম লেখা হয়েছে। অভিযোগ, সেই জায়গার নামের বানান ভুলে ভরা। যেমন 'কোচবিহার প্যালেস' ইংরেজিতে লেখা হয়েছে 'কোচবিহার প্লেস'। মদনমোহনের রাসচক্রের উপরে লেখা হয়েছে রাসযাত্রা। এরকম আরও ভুল বানান দেখে মেলায় আসা মানুষ থেকে শুরু করে কোচবিহারবাসীর অনেকে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ভুল বানানের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত বলেন, 'কিছু বানান ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু জায়গায় ভুল রয়েছে। সেগুলি ঠিক করে দেওয়া হবে।'

গত ২৬ নভেম্বর থেকে কোচবিহারে রাসমেলা শুরু হয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামের মাঠে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর আলাদাভাবে নানা স্টল করে প্রদর্শনী বসেছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরও কোচবিহার রাজ আমলের সঙ্গে জড়িত নানা জিনিসের ছবির প্রদর্শনী বসেছে। সেখানে কোচবিহার রাজবাড়ি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, দেবীবাড়ি, জেনকিন্স স্কুল, গোসানিমারি রাজপাট, এমজেএন ক্লাব, বাণেশ্বর মন্দির, ভিক্টর প্যালেস সহ ১৭-১৮টি ঐতিহ্যবাহী স্থানের ছবির নীচে ইংরেজিতে লেখা বানানে অধিকাংশই ভুল। বানানে ভুল দেখে ক্ষুব্ধ কোচবিহার শহরের বাসিন্দা দীপু বণিক, মিঠু দে, বাবু মিত্রর মতো আরও অনেকে।

দীপু বললেন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লাগানো ব্যানারে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির উপরে রাজবাড়ি প্যালেসের জায়গায় লেখা হয়েছে রাজবাড়ি প্লেস। ঐতিহ্যবাহী ভিক্টর প্যালেসের জায়গায় আরও বেশি ভুল। সেখানে ভিক্টর বানানে আই উধাও। ভুল বানানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অ্যাসোসিয়েশন বেটার অফ কোচবিহারের সভাপতি তথা আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। বললেন, প্রথম কথা হচ্ছে, ওগুলো ইংরেজিতে কেন লেখা হল। এত বানান ভুলই হল বা কেমন করে? আনন্দবাবুর সংযোজন, কর্মীরা যদি ব্যানারে লিখতে ভুলও করেন তাহলেও তো দপ্তরের আধিকারিকদের দেখা উচিত ছিল। এ ধরনের ভুল মোটেই কাম্য নয়। কারণ ঐতিহ্যবাহী এই স্থানগুলির সঙ্গে আমাদের কোচবিহারবাসীর সম্মান, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া বাইরে থেকেও অনেক মানুষ মেলায় এসে এইসব ভুল বানান দেখে হাসাহাসি করছেন।

এই ব্যানার নিয়ে বিতর্ক কোচবিহারে।

টুকরো খবর

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

ফুলবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : স্ট্যান্ড ফ্যান দিয়ে ধান পরিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির নয়া নদীর পাড় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম দুলাল বর্মন (৪০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুলাল বর্মন এলাকায় এক বাড়িতে বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ড ফ্যান দিয়ে ধান পরিষ্কার করছিলেন। সেই ফ্যান থেকেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। এলাকার মানুষ তড়িঘড়ি তাঁকে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মোবাইল উদ্ধার, ধৃত দুই

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ট্রেনে এক মহিলার ব্যাগ চুরির চেষ্টায় অভিযুক্তকে আটক করল আরপিএফ। পরে তাকে গ্রেপ্তার করলে তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল উদ্ধার হয়। সোমবার সকালে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আরপিএফ সূত্রে খবর, রাতে ট্রেনে যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়লে মোবাইল নিয়ে চম্পট দিত অভিযুক্তরা। তারা রবিবার রাতে কোচবিহার থেকে ট্রেনে চড়েছিল। এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকার শুনে অভিযুক্তকে আটক করেন যাত্রীরা। তাঁরা মহিলার ব্যাগটি উদ্ধার করেন। তারপর আরপিএফকে খবর দেওয়া হয়।

দোকানে চুরি

ফেশ্যাবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোমুখা নয়ারহাট বাজারে এক সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার রাতে শ্যামসুন্দর কর্মকার বাজারে তাঁর সোনার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান। সোমবার সকালে দোকানে এসে দেখেন দোকানের গ্রিল, শাটার ভাঙা। এরপর দোকানের ভিতরে ঢুকে দেখেন লোহার বাক্স কেটে সোনা, রুপোর গয়না সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এরপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। শ্যামসুন্দর বলেন, 'আমার দোকানে ভাঙচুর করে চুরি করা হয়েছে। আমি ক্ষতির মুখে পড়লাম। কী করব বুঝতে পারছি না।'

এদিকে, খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন টাপুরহাট পুলিশ ফাঁড়ির ওসি আজিজুল হক সহ কোচবিহার ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাজারে পরপর চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। বাজারের ব্যবসায়ী সুমন দাস বলেন, 'এর আগেও বাজারে চুরি হয়েছে। রাতে যাতে এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।'

স্মারকলিপি

শীতলকুচি, ৪ ডিসেম্বর : পাঁচ দফা দাবিতে সোমবার শীতলকুচি সিডিপিওকে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ইউনিয়নের শীতলকুচি শাখা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সময়মতো বেতন, প্রোমোশন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাসনপত্র সহ বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ইউনিয়নের শীতলকুচি ব্লক সম্পাদিকা আলপনা দাস। এ ব্যাপারে শীতলকুচি সিডিপিও প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্মারকলিপি পেয়েছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

বিশিষ্ট গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম ১৯২৫ সালে আজকের দিনে।

১৯৫১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

রাজনীতির রকমসকম

বিরোধীদের এখন নরেন্দ্র মোদি বলতেই পারেন, খামোশ। বলতে শুরু করেছেনও। চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরদিনই। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, হারের রাগ যেন বিরোধীরা সংসদে উগরে না দেয়। অর্থাৎ সংসদে সব সমালোচনা আটকে দেওয়ার নয়া কৌশল। তাঁর পরামর্শ, পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়ার এটাই সুযোগ বিরোধীদের। সরাসরি খামোশ শব্দটি না বললেও ফল প্রকাশের রাতে বুঝিয়ে দিলেন, ইডি-সিবিআইয়ের তৎপরতায় সামান্যতম লাগাম পরবে না।

বিজেপির এখন আর হারানোর কিছু নেই। বরং বিরোধীদের হারানোর জন্য পড়ে আছে গোটা দেশ। হঠাৎ একটা কর্ণাটক, হিমাচলপ্রদেশ কিংবা পঞ্জাব বাদ দিলে কার্যত একে একে নিভিছে দেউটি। হারাধনের ১০টি ছেলের পরিণতির অপেক্ষায় যেন বিরোধীরা। শুধু রাজ্য হারানো নয়, সংসদীয়, পরিষদীয় মানচিত্রে লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠছে বিভিন্ন দল। যেমন রাজস্থানে টিমটিম করে তিনটি আসনে সিপিএমের এতদিনের অস্তিত্ব এই নির্বাচনি ফলাফলে মুছে গেল গেরুয়া ধাক্কায়।

সদ্য ঘোষিত ভোটের এই ফলাফলকে শুধু বিজেপির দলগত জয় হিসেবে ধরলে ভুল হবে। এই সাফল্যকে গেরুয়া শিবিরের ভাবনার জয় হিসেবে দেখা বরং ভালো। সেই ভাবনার মোকাবিলা করতে না পারলে অপারেশন লোটাসের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা নিশ্চিত। জনমানসে সেই ভাবনার বীজ ইতিমধ্যে অনেকটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। একা বিজেপি নয়, দীর্ঘ পরিকল্পনায় অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে এই বীজ বপনের কাজটি করে গিয়েছে সংঘ পরিবার।

হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিভিন্ন সংগঠন সেই কাজে নিরলস সংগত করে চলেছে। যা সবসময় সাদা চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সমাজের গোড়ায় নীরবে ভাবনা সিঞ্চন করে মহীরুহ গড়ার কাজ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সেই ভাবনা মোকাবিলার নামে আরেক ধরনের ভুল করে চলেছে বিরোধীরা। নরম হিন্দুত্বের মতো সোনার পাথরবাটিকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ব্যর্থ চেষ্টা চলছে।

রাহুল গান্ধি, কমল নাথ, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিষ্ফল পথের পথিক। শুধু ধর্ম নয়, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, এমনকি ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্ন এক ধরনের ভাবনাকে জারিত করে দেওয়া হচ্ছে জনমনে। ভাবনাটির ভিত এত শক্তিশালী যে তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে অনাহার-অর্ধাহার, বেকারত্ব, জীবন-জীবিকার সংকট। চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণা ঢেকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে নীতি পুলিশ হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা দেখা যায় এই কারণে।

বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ইত্যাদি ধারণাগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলেও তার ভিত ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে সমাজে গেঁড়ে বসেছে ভিন্ন ভাবনা। এখনকার বিরোধী দলগুলি কখনও না কখনও কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল। সংবিধানের মূল ধারণাগুলির ভিত আলগা হয়ে যাওয়ার পিছনে তাদের দায় কম নয়। পাশাপাশি ভিন্ন ভাবনার জাঁকিয়ে বসাকে সেই শাসকরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছে।

আজ যখন সেই ভাবনা মহীরুহের চেহারা নিচ্ছে, তখন করণীয় সম্পর্কে বিরোধীরা দিশেহারা, ছন্নছাড়া। 'ইন্ডিয়া' জোট গঠনের পিছনে যেন শুধু পাখির চোখ ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল। অথচ সেই লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে জমি তৈরিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেজন্য পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া'র কোনও প্রতিফলন ছিল না। না ঐক্যে, না ভাবনায়। বরং ছিল 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ।

কংগ্রেসের একা চলো নীতি ও দাদাগিরির মানসিকতা অন্য শরিকদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগানোর কথা বলে যে জোট তৈরি হয়েছিল, তার সুতো ইতিমধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। সেই বন্ধন নতুন করে জোড়া খুব সহজ নয়।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনওদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণই সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। আত্ম বিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়।

– স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। জনসেবামূলক কাজ ৩। গোপন বিষয় প্রকাশ ৫। এলাহি ব্যাপার ৬। শক্ত নয় ৭। ঘুটঘুটে অন্ধকার ৯। নোবেলজয়ী সন্ত ১২। ক্ষণস্থায়ী তীব্র দীপ্তি ১৩। জৈন ধর্মগুরু।
উপর-নীচ : ১। শিবের এক নাম ২। ঝোপঝাড় ৩। মজুরি ছাড়া কাজ ৪। সবটুকু ৫। ফলের নাম ৭। তীব্র শব্দের তালবাদ্য ৮। জলাশয় ৯। রামায়ণের সোনার হরিণ ১০। কাপড় ধোয়াই পেশা ১১। সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম।

সমাধান ■ ৩৬৯৬

পাশাপাশি : ১। পিপাসু ৪। বউনি ৫। নীবি ৭। তরল ৮। শয্যাগত ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নধর ১৫। দশন।
উপর নীচ : ১। পিশিত ২। সুবল ৩। অনির্দেশ ৬। বিরত ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

গোবলয়ে আসলে মোদির জয়, নাকি দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতির পরাজয়

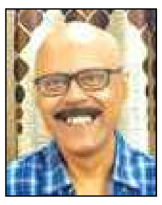

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে টমাস গ্রে তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন 'ইগনরেন্স ইজ ব্লিস'। ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। আমাদের দেশের মানুষের অবশ্য কথাটা জানা। তাঁরা বহু হাজার বছর ধরে এই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। তাঁরা ভোট দেওয়ার সময় নিজেদের প্রগতিকে সবকিছুর উপরে রাখেন। পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই, শিল্প নেই, সেসবের কথা তুলে ধরার মতো বিরোধী পক্ষও নেই। তাই পাঁচশো টাকাকেই আঁকড়ে ধরেন মানুষ। তাছাড়া ২০২১ সালে ভাগ্যনির্ণয় করে দিয়েছিল ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট, যা সঙ্গে এসে গেলে হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ ভোটই বৈতরণি পার করে দেয়। মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল বিজেপির ভয়ে, আর যে হিন্দুরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দুর্নীতির বিস্তৃত জাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হয়েছিলেন।

এবার চার রাজ্যের মানুষও ঠিক সেভাবেই ভোট দিয়েছেন। রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানার মানুষ অবশ্যই সরকারি দুর্নীতি নিয়ে বিব্রত ছিলেন। তার কারণ ওখানে দুর্নীতির জাল পরিকল্পিতভাবে এত দূর বিস্তৃত করে দেওয়া সম্ভব হয়নি যে বহু মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবেন।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি জিততেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন, বাংলার অনুকরণে 'লাডলি বহেন' প্রকল্প চালু করে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে। আদৌ নয়। কারণ, প্রকল্পটি বাংলার মতো একেবারেই নয়। বাংলায় যাঁদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাঁদের পাঁচশো টাকা দেওয়া হচ্ছে, যা সরকারি কোষাগারের অপব্যবহার ও অনৈতিক কাজ (কারণ এর দায় বহন করতে হয় গরিবতম মানুষকেও, যাঁরা পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়ের সময় জিএসটি দেন)। মধ্যপ্রদেশে এটা টার্গেটেড বা লক্ষ্যযুক্ত কর্মসূচি, যেখানে আন্ডারপ্রিভিলেজড বা সুবিধাবঞ্চিত নারী ও মেয়েদের মাসে ১,২৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ হল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ২০০৭ সাল থেকে সেখানে লাডলি লক্ষ্মী প্রকল্পও চালু আছে।

আরও অনেক ঘটনা আমাদের অলক্ষে ঘটে যায়, কিন্তু মানুষের রায়ে তা প্রতিফলিত হয়। মধ্যপ্রদেশে ২০০৫ সালে শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই কৃষির উন্নয়নে মন দেন। তাঁর লাগাতার প্রয়াসের ফলে গত দশ বছরে কৃষির বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ, যেখানে সারা দেশে তা ৩.৯ শতাংশ।

এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাংশ কিছুটা ভালো বৃষ্টিপাত পেলেও তা বাংলার মতো নয়, আর উত্তরাংশের জমি অনুর্বর। সেই রাজ্যে কৃষির এই অগ্রগতি অসামান্য কৃতিত্বের। সেই কারণেও ভোট এসেছে। নাহলে তো কোথাও প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট কোনও দল সাধারণত পায় না। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে পাঁচ বছর আগে কংগ্রেস জিতেছিল কী করে! ২০১৮ সালে কংগ্রেস ৫টা আসন বেশি পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে ভোট (০.৩ শতাংশ) বেশি পেয়েছিল।

এবার ছত্তিশগড়ে আমাদের অলক্ষে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বলি। সেখানকার সাজা বিধানসভা কেন্দ্রে এক শ্রমিক, বিজেপির ঈশ্বর সাহু, হারিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও সাতবারের বিধায়ক রবীন্দ্র চৌবেকে। কে এই ঈশ্বর সাহু? তিনি মুসলিম জনতার আক্রমণে প্রাণ হারানো এক সন্তানের পিতা, যিনি আজ অবধি ন্যায়বিচার পাননি। এসব কথা কেউ লেখে না। কারণ এখানে মিডিয়ায় ইতালির মাফিয়ার মতোই চালু আছে ওমেরতা, অর্থাৎ নীরবতার শপথ। কিন্তু সত্য তো সত্যই। হিন্দু জনতার আক্রমণে মুসলিম মানুষ মারা গেলে মুসলিমদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। আবার মুসলিমদের আক্রমণে হিন্দুরা মারা গেলে হিন্দুদের মনেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। এই ভয়ংকর ক্ষতে সম্প্রদায়নির্বিশেষে মলম লাগাতে পারে শুধুই ন্যায়বিচার। যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না, সেখানে সেই আগুন প্রচ্ছন্নভাবে, সংগোপনে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। ছত্তিশগড় ছোট রাজ্য। এমন ঘটনার প্রভাব কিছু নাহলেও প্রায় অর্ধেক আসনে তো পড়বেই।

আমরা এগুলোকে 'হিন্দুত্ব' বা 'মেরুকরণ' বলে ব্র্যাকেট করে দিই। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ছত্তিশগড়ে ঈশ্বর সাহুর জয় কি হিন্দু মেরুকরণ বোঝাচ্ছে না? নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে। কিন্তু তার মূলগত কারণ হল মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার যারা লঙ্ঘন করবে কর্মফল তাদের তাড়া করবেই। যেমন ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে ন্যায্য কারণে মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল (মিডিয়া বা স্বঘোষিত সেকুলারদের অনেকেই অবশ্য মুসলিমদের ক্ষেত্রে মেরুকরণ শব্দটা ব্যবহার করে না)। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যে এসে হিন্দুদের আশ্বাস দিলেও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, বা ইচ্ছা করে বলেননি, এনআরসি হলে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও ভয় নেই। বিজেপিও এই রাজ্যে কর্মফল ভোগ করেছিল।

নরেন্দ্র মোদি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী, তাই চার রাজ্যে ভোটের ফলের কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা দুটোই তাঁর বলে গণ্য হবে। তাছাড়া এই জয় তাঁর ২০২৪-এর পথ অনেকটা মসৃণ করে দিল। চার রাজ্যের ৮২ লোকসভা আসনের মধ্যে ২০১৯-এ তিনি পেয়েছিলেন ৬৫ আসন। লোকসভা ভোটের চার মাস আগে দেখা যাচ্ছে বিধানসভার ফলের নিরিখে এই আসনসংখ্যা কমছে তো না, বরং বাড়ছে। তা ছাড়া মোদি আবার প্রায় সর্বত্র বিধানসভায় দল যত ভোট পায়, লোকসভার ভোটে তার থেকে বেশি ভোট পান। কাজেই ওই ৮২ আসন থেকে ৭২টা তিনি পেতেই পারেন। তারপর উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বাকি সাড়ে চারশোরও বেশি আসন থেকে ২০০টা পেলেই তো কেল্লা ফতে হবে।

কিন্তু এই কৃতিত্বের সবটাই মোদির নয়। উপরে যেসব বিষয়ের কথা বলেছি সেগুলো এবং তার পাশাপাশি বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারও এই ফলাফলের কারণ। সনাতন ধর্মকে ইন্ডিয়া নামক জোটের শরিক বিশ্রীভাবে আক্রমণ করলে তার প্রভাব তো পড়বেই। জাত শুমারির মতো পশ্চাৎমুখী বিষয়কে ইস্যু করলে যে ওবিসিদের সমর্থনও পাওয়া যায় না, তা রাহুল গান্ধি জানেন না। সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ সরকারি চাকরিই নেই। তাহলে জাত শুমারি কোন কাজে লাগবে? তাছাড়া মোদিকে 'ফ্যাসিস্ট' বললে হেরে যাওয়ার গায়ের ঝাল মেটানো যায়, কিন্তু মানুষ তা গ্রাহ্য করেন না। কারণ মানুষ জানেন মোদি যদি সত্যিই হিটলার হতেন, তাহলে যাঁরা তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলছেন তাঁরা পরের দিন 'অদৃশ্য' হয়ে যেতেন। তা তো হয় না। দশ বছর ধরে তো তাঁরা এসব বলেই চলেছেন। আদানি আর মোদির যোগসাজশের কথা বলা হচ্ছে। অতীতে আম্বানি আর কংগ্রেস নেতাদের যোগসাজশ ছিল না?

এখন কিন্তু কেন্দ্রের সাফল্যের চেয়ে বেশি করে 'মোদি ম্যাজিক'-এর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে বিরোধীদের প্রমাণিত দুর্নীতি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন প্রচার। কাজেই মোদি ম্যাজিক যে ২০২৪-এও কাজ করতে পারে, তাতে বেশি সংশয় কোথায়?

(লেখক সাংবাদিক)

আলোচিত

একটা ভোট জিতেই বাবুদের কী অবস্থা! কংগ্রেস আসনরফা সেরে ফেলতে পারলে এই অবস্থা হত না। আমরা বারবার বলেছিলাম, আসনরফা সেরে ফেলতে। সেইজন্য ৭০টা আসনে হেরেছে। এই ফল ভোট কাটাকাটির ফল। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ

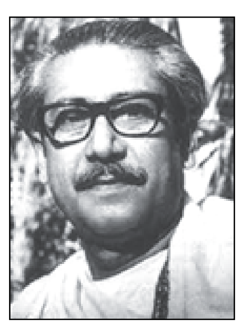

১৯৬৯ সালে আজকের দিনে ঢাকার এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছিলেন।
২০১৭ সালে আজকের দিনে ডোপিংয়ের অভিযোগে ২০১৮-র শীতকালীন অলিম্পিক থেকে রাশিয়াকে নির্বাসিত করেছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।

ভাইরাল

বিধানসভায় জিতে সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বেরিয়েছিলেন আরএলপি নেতা হনুমান বেনিওয়াল। সঙ্গীরা তাঁর নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন। স্লোগান বন্ধ হতেই বিরক্ত বেনিওয়াল অনুগামীদের উদ্দেশে বলেন, 'থেমে গেলে কেন? সবাই মরে গেল নাকি?' নেতার ধমকে সমর্থকরা ফের স্লোগান দিতে শুরু করেন।

টেস্টে উপস্থিতির সংখ্যাই শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক চিন্তার

সুমন্ত বাগচী

আপাতত উৎসবের মরশুম শেষ। 'শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান।' এই সময় সরকারি ও সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতে চলছে একইসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট।

২০২৩ সালে করোনার ধাক্কা সামলে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে ব্যাপক ধস লক্ষ করা যায়। প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী কমে যায়।

আর মাস তিনেক বাদেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। যতক্ষণ না দুটো পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ শেষ হচ্ছে, মোট কতজন পরীক্ষা দিচ্ছে, তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলোতে টেস্টে উপস্থিতির হার একটা পূর্বাভাস দিতে পারে।

শিলিগুড়ি শহরের অতিপরিচিত শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টের ফল তেমন উদ্বেগজনক নয়। সামান্য। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শহরের অন্য স্কুলগুলোতে অনুপস্থিতির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রায় বারো শতাংশ। শিলিগুড়ি সংলগ্ন গ্রামীণ অঞ্চলে এই চিত্র ভয়াবহ। তিরিশ শতাংশের ওপরে।

জলপাইগুড়ির অন্যতম ঐতিহ্যশালী স্কুল সদর গার্লস। এখানে শহরের এলিট অংশ থেকে ছাত্রী আসে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এদের ক্ষেত্রেও মাধ্যমিকের টেস্টে আটজনের মতো ছাত্রী অনুপস্থিত।

কদমতলা গার্লস স্কুলের চিত্রও প্রায় একই। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ও মালবাজার অঞ্চলের চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শুনলাম, বানারহাট অঞ্চলের আটটি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে গড় অনুপস্থিতির হার বারো শতাংশের ওপরে। মালবাজার অঞ্চলের প্রধান পাঁচ-ছয়টি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সেই বারো শতাংশের বেশি।

কোচবিহার শহরে যাওয়া যাক। নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সামান্য। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে এই হার প্রায় ছয় শতাংশ। এর একটা কারণ বোধহয় উচ্চমাধ্যমিকের আগে অনেক মেয়েই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়। তাই অভিভাবকদের তাকে পাত্রস্থ করার কোনও আইনগত বাধা থাকে না। উত্তর দিনাজপুরের গ্রামীণ এলাকায় আলতাপুর হাইস্কুলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক টেস্টে অনুপস্থিতির হার কুড়ি শতাংশের বেশি।

এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী টেস্টেই বসছে না। এরপর আছে ফর্ম ফিলআপ। টেস্টের উত্তীর্ণদের মধ্যে সবাই ফর্ম ফিলআপ করবেই এই গ্যারান্টি নেই।

তাহলে ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে যে সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল, এবার কি সেই সংখ্যাটাও ছোঁয়া যাবে না? উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী সংখ্যার ক্ষেত্রেও কি ধস নামবে? সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমা নিয়ে বহু আলোচনা হলেও প্রতিকার আদৌ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। টেস্টে অনুপস্থিতির হার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ক্লাস টেন বা টুয়েলভ থেকে বড় সংখ্যার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে যাচ্ছে। স্কুল স্তরে একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে সংখ্যাটা অনেক কমানো যাবে। এবার হয়তো করার তেমন কিছু নেই। তবে আগামীদিনে বিদ্যালয় স্তরে এখন থেকে আগাম পরিকল্পনা করার চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যাবেই। সেই পরিকল্পনাই অবিলম্বে দরকার।

(লেখক ফাটাপুকুর সারদামণি স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

এই ব্যাগ দিয়ে কী হবে? চটের বস্তা দাও! –অভি

জনমত

চটকদারির বিপণনে হারিয়ে যাচ্ছে চায়ের স্বাদ

উত্তরবঙ্গের চা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। হালকা শীত শীত ভাব আর তার মধ্যে গরমাগরম দার্জিলিং টি, আহা! ভাবলেই লোভ হয়।

তবে যেটা না বললেই নয়, চা চাষ হচ্ছে, চায়ের স্বাদও ঠিক আছে। কিন্তু অত্যাধুনিক হওয়ার দৌড়ে এতটাই মজে যাচ্ছি যে সামান্য চা-টুকুর জন্য আমরা ঢুকছি কোনও ক্যাফেতে কিংবা দ্বিতল কোনও কফিশপে। ওয়েল মেইনটেইন্ড, ওয়েল ফার্নিশড কোনও বড় ঝকঝকে দোকানে শুধুমাত্র চায়ের জন্য ঢোকাটা আমার মতে যেন নিতান্তই বিলাসিতা এবং সেসব জায়গায় চায়ের স্বাদ বাড়ানোর জন্য মেশানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস। কিন্তু তাতে চা পাতার পরিমাণ কতটা থাকছে সেটা আমরা কেউই দেখতে যাচ্ছি না।

নিতান্তই স্বাদ বদলের জন্য কিছু জায়গায় মশলা চায়ের নামে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝাঁঝালো কিছু একটা। ভাগ্যিস রসুন-পেঁয়াজ-লংকাটুকু যোগ করে না! অথবা কোথাও বানানো হচ্ছে চকোলেট চা। ভাগ্যিস ফুচকা বা ঝালমুড়ি চা এখনও বাজারে আসেনি। এই ধরনের চাগুলির দাম নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। চা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয়। একে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যেতেই পারে। যে কেউই করতে পারেন, তবে এক্সপেরিমেন্টের চক্করে আসল চা ভুলে গেলে সেটা ক্ষতির।

রাস্তায় ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে বসা ছোট ছোট দোকান বা টেবিল পেতে ওপরে স্টোভ, চায়ের প্যান, ছাঁকনি, গ্লাস সাজিয়ে রাখা ছোট দোকানগুলোয় চায়ের স্বাদ আসল বোঝা যায়। কথায় আছে, চা কোনও নেশা না, এটাই আসল ভালোবাসা। ভালোবাসা তো এমনই তাই না, যাকে যে কোনও সময়ই গ্রহণ করা যাবে। আর চা সত্যিই চাপ কমাতে পারে।

তাই অপ্রয়োজনীয় ওয়েল ফার্নিশড শপে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে চা খাওয়ার দরকার কী, যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপনি আপনার থেকেও বেশি কাউকে চাপে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন। আসল চায়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নিজেকে অতি আধুনিক করতে গিয়ে আমরা আমাদের চা'কে যেন হারিয়ে না ফেলি।

শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়
হাতিয়াডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

চায়ের দোকানে আড্ডাটাই আছে

পাড়ার দোকানে কিংবা রাস্তার মোড়ে মাটির ভাঁড় বা কাপে গরম চায়ে চুমুক না হলে মোটেই চলে না বাঙালির। চা প্রিয় বাঙালির চা খেতে খেতে ক্লান্তি মেটানো আর সঙ্গে দেদার আড্ডা নতুন কিছু নয়। তার উপরে এখন ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। তাই চা পানের হিসেবটিও বেড়েছে। আড্ডায় ভিন্ন স্বাদের গল্প জায়গা পেলেও সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নিয়েছে রাজনীতির চর্চা। ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতামত নিয়ে চলে তুলকালাম চর্চা। এমন করে কেউ কেউ সকাল-সন্ধে অবসরের সময়গুলো চায়ের দোকানেই কাটিয়ে দেন। কোন দল ভালো আর কোন দল খারাপ, কোন দল কতটা কর্মসংস্থান করল, কে দলবদল করে কোন দলে গেল, তা নিয়ে চলতে থাকে তুমুল চর্চা। সেই আড্ডায় স্থান পায় বিভিন্ন বয়সি মানুষও। কেউ রাজনীতি বোঝেন আর কেউ শুধুই না বুঝে ঘাড় নাড়িয়ে যান। তাঁদের রাজনীতির বিশ্লেষণ অনেক সময় মনে করিয়ে দেয়, টিভির পর্দায় যুক্তিতর্কের সেইসব পর্বকে। পথেঘাটে বেরোলে শুধুই কানে আসে রাজনীতি চর্চা। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির বিশ্লেষণ করেন।

এই কর্মব্যস্তময় জীবনে এই চায়ের দোকানের আড্ডাটুকুই বেঁচে আছে বাঙালির সঙ্গে। আর সেই আড্ডায় যদি রাজনীতির চর্চা ও বিশ্লেষণ চলে আসে তাহলে চায়ের আস্বাদনও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

আংরাভাসায় এটিএম চাই

জলপাইগুড়ি জেলার আংরাভাসা এলাকায় ব্যাংক থাকলেও কোনও এটিএম নেই। এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ এবং আশপাশের অনেকেই আংরাভাসার ব্যাংকগুলির উপর নির্ভর করেন। যদি এখানে ব্যাংকগুলির তরফে একটি বা দুটি এটিএম কাউন্টার খোলা হয় তাহলে এখানকার লোকেরা হয়রানির হাত থেকে বাঁচবেন। এখানে ব্যাংকের শাখার সংখ্যাও খুব কম। এই পরিস্থিতিতে এটিএম শাখা খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সোহম সরকার
আংরাভাসা, সজনাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সৌরভকে ৩৫০ একর জমি

কারখানা গড়তে সাহায্য রাজ্যের

- সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় জমি দেবে রাজ্য সরকার
- সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত
- কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ করবেন, তা স্পেন সফরের সময়ই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মাসে কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও সৌরভ সকলের সামনে দাবি করেছিলেন, রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। এবার সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে গড়বেতায় ৩৫০ একর জমি ১ টাকায় দিয়েছে। নিগম ওই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গড়বেতায় ওই জমি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওই জমি যে শুধুমাত্র শিল্প তৈরিতেই ব্যবহার করা যাবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখে নামমাত্র মূল্যে শিল্প সংস্থাকে জমি দেয় সরকার। রাজ্যে এর আগেও শিল্পের জন্য এরকম অনেক জমি শিল্প সংস্থাকে রাজ্য সরকার দিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই সংস্থা শিল্প গঠন না করায় সরকার সেই জমি ফিরিয়েও নিয়েছে।

সৌরভ আগেই জানিয়েছিলেন, ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য তিনি আবেদন করেছেন। এদিন রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাও চলছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের অব্যবহৃত জমি সৌরভকে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু ওই জমি জিন্দালদের হাত থেকে নিয়ে তা ফের সৌরভকে দিতে হলে প্রশাসনকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই কারণে গড়বেতার এই জমি চিহ্নিত করে তা সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিল্প সম্মেলন থেকেই সৌরভকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌরভ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতি, সুলভে দক্ষ শ্রমিক ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের তারিফ করেন। সেইসঙ্গে বাংলায় বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করতেও তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।

নবান্ন সূত্রে খবর, শিল্প সম্মেলনেই নিজের নতুন প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন সৌরভ। দ্রুত সেই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্প সম্মেলনের পরে এদিনই প্রথম রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। সেখানেই এই জমি নিগমের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২৯ তম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রস্তুতি। কলকাতার নন্দনে সোমবার। –পিটিআই

বিজেপির অবস্থান। কলকাতায় গান্ধীমূর্তির সামনে। সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে চোর চোর ধ্বনি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের ফলে উজ্জীবিত বিজেপি সোমবার দিনভর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল অধিবেশনের বাইরে থেকেই।

বিধানসভার মূল ফটকের বাইরে বিজেপি বিধায়করা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে উল্লাস করেন। সেখানে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে আসা হয়। চলে লাড্ডু বিতরণ। এদিন শুরু থেকেই

বিধানসভা চত্বর উত্তাল

বিজেপি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। বিধানসভার শুরুতে নির্ধারিত সময় অধিবেশন কক্ষে ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঢোকা মাত্রই বিজেপি বিধায়করা 'চোর চোর' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে যান। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অধ্যক্ষ আমাকে সাসপেন্ড করেছেন। সেজন্য বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী সভায় থাকলে তা বয়কট করবেন।'

এদিন যে বিজেপি বিধায়করা ময়দানে বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমার্ধ জুড়ে বিজেপি বিধায়করা পোস্টার, প্ল্যাকার্ড সহ নানা প্রস্তুতি নেন। দুপুর ২টোয় শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা 'মমতা চোর' লেখা সাদা টি-শার্ট পরে দল বেঁধে আম্বেদকরের মূর্তি পর্যন্ত যান। যাওয়ার পথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। বিকাল পর্যন্ত তাঁদের ধর্না অবস্থান চলে। মুখ্যমন্ত্রীর নামে চোর লেখা টি-শার্ট নিয়ে পরে জল অনেকটাই গড়ায়। শুভেন্দু ও অন্যান্য বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট ও ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, এতে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানহানি করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর আবেগেও আঘাত করা হয়েছে। সেজন্যই অভিযোগ যাতে এফআইআর হিসাবে গ্রাহ্য হয়, সেই আবেদনও করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শুভেন্দু বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার অফিসেই তাঁর সংগঠন চালাচ্ছিলেন। এবার অধ্যক্ষ নতুন নির্দেশিকা জারি করায় তা কার্যত বন্ধ হতে চলেছে। শুভেন্দু এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'এসব নির্দেশিকা মানবে কে? আম্বেদকার আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, তার ওপর কারও খবরদারি মানব না। উত্তরবঙ্গে বহু বিধায়কের গাড়ি নেই। তাঁরা কি তাহলে অধিবেশনের পর গাড়ির জন্য অপেক্ষাও করতে পারবেন না? কারও যদি শৌচাগার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তিনিও ভিতরে থাকতে পারবেন না? এসব মানা যাবে না।'

পৌষমেলা হচ্ছে না, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী

আশিস মণ্ডল

আজ আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা

শান্তিনিকেতন, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কা সত্যি করেই এবছর বসছে না ঐতিহ্যের পৌষমেলা। সোমবার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ৫টি কারণ দেখিয়ে বিবৃতি আকারে তা প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত, কম সময় এবং পরিকাঠামোর অভাবকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কানে যেতেই ব্যবসায়ীদের মন খারাপ। ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ মেলা বসানোর দাবিতে বিশ্বভারতীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। কবিগুরু মার্কেট হস্তশিল্প ব্যবসায়ী তরফে আমিনুল হোদা বলেন, 'এটা একটা ঐতিহ্য। এই মেলার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকি। মেলা না হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হল। আমরা মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনে নামব।'

ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, 'মেলা না হওয়ায় ব্যবসার ক্ষতি হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সফটওয়্যার না থাকলে বুকিং কী করে হবে?' যদিও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও নির্দেশ আসেনি। এলে তা কার্যকর হবে। আজই তো শুনলাম। দেখা যাক।' সোমবার সকালে কর্মসমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ, আধিকারিকরা বৈঠকে বসেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৌষমেলার মতো বড় ইভেন্ট করা সম্ভব নয় বলে মত উঠে আসে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলে, অনলাইন বুকিংয়ের জন্য খড়গপুর আইআইটি থেকে সফটওয়্যার চেয়ে পাঠালেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। ভুবনডাঙ্গার চারটি বাঁধ পরিষ্কার করা বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন বড় মেলাকে ছোট আকারে করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। ২০১৯ সালের পর বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের উদ্যোগে পৌষমেলার আয়োজন হয়নি। ২০২০ সালে এবং তারপরের বছরও করোনা পরিস্থিতিতে পৌষমেলার আয়োজন করতে পারেনি বিশ্বভারতী বা ট্রাস্ট। পুরসভার অনুমতিক্রমে ডাকবাংলো মাঠে ছোট আকারে পৌষমেলা হয়। মেলা হবে না শুনে প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মন খারাপের খবর। কিন্তু কিছু করার নেই। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যেটা বলেছে, তা অযৌক্তিক কিছু নয়। আমরা আশা করব আগামী বছর পৌষমেলা হবে।'

এবার আর দেখা যাবে পৌষমেলার এই দৃশ্য। ফাইল চিত্র

প্রতিবেশীর হাতে প্রাণ গেল বাবা ও ছেলের

বাঁকুড়া, ৪ ডিসেম্বর : প্রতিহিংসার জেরে খুন। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকায় বাবা ও ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মথুরামোহন দত্ত (৬৩) ও ছেলে শ্রীধর দত্ত (২৯)। মৃত শ্রীধর দত্তের মা মল্লিকা দত্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পর থেকে প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে ও স্ত্রী পলাতক। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মৃত মথুরামোহন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতেন। মথুরামোহন দত্ত ও পেশায় ভ্যানচালক পিন্টু রুইদাসের পাশাপাশি বাড়ি। গলির জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝামেলা। প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস বিতর্কিত জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করলে মথুরামোহন আদালতের শরণাপন্ন হন। রবিবার বাড়িতে ফেরেন মথুরামোহনের আরেক ছেলে সায়ন দত্ত। তাঁর অভিযোগ, ভাই সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ স্থানীয় মুদির দোকান থেকে ফিরছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে এবং স্ত্রী অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করে। মা ও বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচাতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা হয়।

স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রী–বোস বৈঠক

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একঘণ্টা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবে। সেইমতো আমি রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেছি। বৈঠক যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলেই আমার ধারণা।' যদিও বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সবকিছু আমি বলতে পারি না। তবে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আলোচনা ফলপ্রসূ

বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের বিরোধ চরমে উঠেছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তা নিয়ে চরম সমালোচনায় সরব হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই মুখ্যমন্ত্রীকে পুজোর আগেই ফোন করেছিলেন রাজ্যপাল। তখন মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে আঘাত ছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজভবনে যেতে পারেননি। এদিন বিকাল ৫টা নাগাদ বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর যে কোনও বিরোধ নেই, তা বোঝাতে কসুর করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের সঙ্গে তো আমাদের কোনও ঝগড়া নেই। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমি রাজ্যপালের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। উনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস করি।'

প্রাথমিক টেট পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : টেট-এর দিন পরিবর্তন হল। ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষা নেওয়া হবে ২৪ ডিসেম্বর। পরীক্ষা হবে দুপুর ১২টা থেকে ২.৩০ টে পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে সব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদের চিঠি লিখে এই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাই আরও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে পরীক্ষাটি নিতে চাই। কাজেই আরও খানিকটা সময় নিচ্ছি। অন্য কোনও কারণ নেই।' মোট ১৫০ নম্বরের হবে এবারের টেট। মূল ওএমআর শিটের আসল কপি পর্ষদ নিয়ে নেবে। কার্বন কপি পরীক্ষার্থীরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। এবারের টেট-এ শিশু বিকাশ মনস্তত্ত্ব, প্রথম ভাষা (বাংলা, সাঁওতালি, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দি, তেলুগু), দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি), গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয় প্রশ্ন করা হবে। ইতিমধ্যেই পর্ষদ নমুনা প্রশ্নপত্র ও পাঠক্রম প্রকাশ করেছে।

বিধানসভায় মিউজিয়াম

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তৈরির সময় থেকে এযাবৎকালের ইতিহাস এবং পুরনো দিনের যা যা স্মারক রয়েছে তা তুলে ধরতে সোমবার বিধানসভাতেই একটি মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধানসভা ও পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসকে ধরে রাখতে এই উদ্যোগ। বিধানসভার বিভিন্ন জিনিস ও ঐতিহাসিক নথি এখানে থাকবে।' শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এই মিউজিয়াম দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলেন, 'বাংলাকে নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ভুলে যাচ্ছি।' মিউজিয়াম উদ্বোধনে তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানোয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি আমার বাবার হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছি। বহুবার বিধানসভায় এসেছি। হাসিম আব্দুল হালিমের মতো অধ্যক্ষকে দেখেছি। এরকম নিয়মজ্ঞানহীন পরিচালক আমি দেখিনি।'

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেলে

বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : সাত বছরের শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে জেলে ঠাঁই হল এক ব্যক্তির। কুকীর্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সত্তর বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম বিভাস কোনার। জামালপুর থানার পুলিশ রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ধৃতকে পেশ করে বর্ধমান সিজেএম আদালতে। সোমবার তাকে বর্ধমানের পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিষেক-কথায় নবীন ও প্রবীণের ভারসাম্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলে নেতৃত্বের প্রশ্নে প্রবীণ এবং নবীনের দ্বন্দ্বে তিনি যে দলনেত্রীর কথার সঙ্গে সহমত নন তা ফের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মতান্তরের কথা তিনি মুখে স্বীকার করেননি। সোমবার অভিষেক জানালেন তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলে বয়সের একটা উর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

গত সপ্তাহে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের বয়স সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সৌগতদা অনেক সময়ই বলেন, আমার বয়স হয়েছে। আমি বলি বয়স কিসের। মনের কি আর বয়স হয়?' আর ঠিক তার উলটো সুরে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকা উচিত। ৩০-৪০ বছরের একটা মানুষ যতটা দৌড়ে কাজ করতে পারেন, ৭০ বছরে তা পারা যায় না।' তাঁর এই মন্তব্য থেকে যে বিতর্ক হতে পারে, তা নিয়ে সতর্ক ছিলেন অভিষেক। তাই তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও মতান্তর নেই।'

আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

– অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও অভিষেক ও মমতার মতান্তরকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দল এখন পিসি না ভাইপোর সেটাই বড় প্রশ্ন। আগামী দিনে আরও উদাহরণ সামনে আসবে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলে কে বড় তা নিয়ে পিসি ও ভাইপোর লড়াই চলছে। আদর্শ ও নীতিহীন দলে এটাই হয়।'

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশনে মঞ্চ এবং আশপাশে কোথাও অভিষেকের কোনও ছবি ছিল না। যা গত কয়েক বছরের নিরিখে ব্যতিক্রমী দৃশ্য বলা যেতে পারে। অভিষেকের ছবি না থাকা নিয়ে প্রকাশ্যেই সরব হয়েছিলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তখনই রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলেছিল, তাহলে কি মমতা ও অভিষেকের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়েছে? সেইসময় দলে নেতৃত্বের বয়সের উর্ধসীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেছিলেন, 'দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ নয়, এ কেমন কথা? দলে এক শ্রেণির নেতা রয়েছেন যাঁদের মনোভাব হল আমিই আমৃত্যু সাংসদ বা বিধায়ক থেকে যাব। আর কিছু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা সারাজীবন ধরে আমার জন্য দেওয়াল লিখে যাবেন।' এদিন কুণালের ওই মন্তব্যকে পরোক্ষে সমর্থন করে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, কুণাল তাঁর অনুমোদনক্রমেই দলের পলিতকেশ নেতাদের আক্রমণ করেছিলেন। অভিষেক বলেন, 'আমাদের দলে ব্যক্তিগত মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রতিভাকে কখনই গায়ের জোরে বা ষড়যন্ত্র করে চেপে রাখা যায় না। প্রবীণদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নবীনদেরও প্রতিভা ও মেধা অনুযায়ী সুযোগ করে দিতে হবে। না হলে দলে সমস্যা তৈরি হবে।' রাজস্থানে নবীন নেতা শচীন পাইলটের সঙ্গে প্রবীণ নেতা অশোক গেহলটের বিরোধ গত তিন বছর ধরে চলছে। শচীনকে কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজি হননি অশোক গেহলট। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'কংগ্রেসের প্রবণতা তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চায়। এই ভুল ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করলে রাজস্থানে এই ভরাডুবি হত না।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নীল-সাদা বদলাতে নারাজ মমতা

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্তরে গৈরিকীকরণ করতে চাইছে। বাদ দিচ্ছে না স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় এই অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বকেয়া টাকা নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়ে বলেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রং গেরুয়া করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের নিজস্ব থিম রং ব্যবহার করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা পেতে গেলে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট শর্তগুলি মানতে হবে। সেই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, 'ওদের নীল-সাদায় আপত্তি। কারণ, ওরা রাজনীতি করতে চায়। কিন্তু নীল-সাদা কোনও রাজনৈতিক দলের রং নয়। এটা আকাশের রং। সীমাহীন আকাশের কথা ভেবেই এই রং করা হয়েছে।' তিনি জানিয়ে দেন, 'কেন্দ্রের শর্ত মেনে এই রং আমি বদলাব না।'

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৫৯টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে আনা হয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁদের অন্যান্য বিমা রয়েছে, তাঁদের বাদ দিলে এরাজ্যে একশো শতাংশ মানুষকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। কার্ড না মানলে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৫৫টি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। তবে কমিশনে যত অভিযোগ জমা পড়ে, সবই সত্যি নয়।'

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষপ্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগে মাত্র ৬৬ শতাংশ মায়ের প্রসব হাসপাতালে হত। এখন ৯৯ শতাংশ মায়েরই প্রসব হয় হাসপাতালে। আমার ইচ্ছে আছে, একশো শতাংশ মাকেই হাসপাতালে ভর্তি করে প্রসব করানোর।' নিজের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'আমিও কিন্তু জন্মেছি মাটির ঘরেই। তখন জন্মের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থাও ছিল না। এখন সব হয়েছে। সুন্দরবনে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আগে অনেক মাকেই হাসপাতালে প্রসব করানো সম্ভব হত না। এখন আমরা আসন্ন প্রসবাদের গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে হাসপাতালের পাশে শিবির করে রাখি। সেজন্যই প্রসববেদনা উঠলে তাঁদের চট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।' রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে ভেলোরের হাসপাতালের সঙ্গে মউ চুক্তি করা, পিজি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ নানা সাফল্যের দিক তুলে ধরেন তিনি। তিনি জানান, এখন প্রতিটি মহকুমাতেই আইসিইউ ও এইচডিইউ হয়ে গিয়েছে। পিজির পাশাপাশি রাজ্যের বহু জায়গায় ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে।

চাকরি চাই।।

রাস্তায় গড়িয়ে আন্দোলন উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীদের। কলকাতায় সোমবার। ছবি : অভীক পুরকাইত

জাতীয় সংগীত 'অবমাননায়' পদ্মের স্বস্তি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় সংগীত অবমাননা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার পদক্ষেপ করা যাবে না। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। এদিন শুনানিতে আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়ে রাজ্য।

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করে বিচারপতি বলেন, 'সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন? কয়েক লাখ টাকা খরচ করে মামলা হচ্ছে। খুনের অভিযোগে পুলিশ এফআইআর নেয় না। ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত সঠিকভাবে করে না পুলিশ। আর জাতীয় সংগীত অবমাননা নিয়ে দ্রুত মামলা দায়ের হয়ে গেল। এই ধরনের ছেলেমানুষি মামলার জন্য কত মামলা আটকে রয়েছে। স্লোগান চলছে দেখেও জাতীয় সংগীত করার কী দরকার ছিল?' এরপরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বুধবার পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে আসতে হবে। ততদিন পর্যন্ত ওই বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

গত বুধবার বিধানসভায় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি বিধায়করাও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তখন তৃণমূল জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করে। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। এতে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে।

মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় সংগীত আচমকা শুরু করা যায় না। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মানা দরকার। আম্বেদকারের মূর্তির সামনে তৃণমূল বিধায়করা ধর্না কর্মসূচি পালন করেন। অন্যদিকে বিধানসভার গেটের সামনে বিরোধীরা পালটা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। দুটি ঘটনা একই সঙ্গে শুরু হয়। জাতীয় সংগীত শুরু হতেই তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন, বিষয়টি এক নয়। তাহলে জাতীয় সংগীতের সময় কিভাবে বাধা দেওয়া বা বিরক্ত করা হল? রাজ্যকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

বিজেপির আইনজীবী জানান, বিজেপি বিধায়করা যা করেছেন তা অপরাধযোগ্য নয়। শিষ্টাচার মেনে সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া উচিত। জাতীয় সংগীত শুরুর আগে তাঁদের তা জানানো হয়নি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড। বৃষ : আজ মাথা গরম করবেন না। বাবার সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : যে কাজ নিয়ে ঝামেলায় ছিলেন তা আজ মিটে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : হঠাৎ ব্যবসার জন্যে অনেক অর্থ দরকার হতে পারে। উচ্চশিক্ষার বাধা। সিংহ : কোনও আশাপূরণ হতে পারে আজ। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। কন্যা : অফিসে জনপ্রিয়তা বাড়বে। কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে যাবেন না। তুলা : হঠাৎ কোনও আইনি সমস্যা হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সামান্য কারণে স্ত্রী সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। কুম্ভ : খুব কাছে লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। চাকরিতে পদোন্নতি ও বদলি। মীন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৮ অঘোন, সংবৎ ৮ মাগশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৮ অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১১।২। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৫৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১০।৫৫। বালবকরণ দিবা ৯।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২। ৫৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৫৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১১।২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।২৮ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১২। ৪৮ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।২৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১১।২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১। ৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

কার্সিয়াংয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনীত থাপা। সোমবার। ছবি : মৃণাল রানা

অভিষেককে স্বাগত জানাতে পাহাড়ের পথে ভিড়

উত্তরীয় হাতে সৈকত বিমানবন্দরের বাইরে

বাগডোগরা ও কার্সিয়াং, ৪ ডিসেম্বর : হাতে সময় কম, নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ইন্ডিয়া জোটকে দ্রুত মাঠে নামার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার দুপুরে সপরিবারে বাগডোগরা হয়ে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমি মনে করি সময় অত্যন্ত কম, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যতটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের স্বার্থে রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে লড়তে হবে।'

আবার ইডি ও সিবিআই নিয়ে পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি ইডি-সিবিআইকে ডাবল ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করে ভোটে লড়ছে। এভাবে বেশিদিন জেতা যাবে না।'

অভিষেককে স্বাগত জানাতে শাসকদলের একঝাঁক নেতা-নেত্রী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন এদিন। তাঁদের অধিকাংশ বিমানবন্দরে ঢোকার জন্য আগাম পাস নিয়েছিলেন। তবে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় থাকলেন বাইরেই। সৈকতকে দেখা গেল হাতে একটি উত্তরীয় নিয়ে গেটের মেটাল ডিটেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। অভিষেক বাইরে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে যাত্রীদের জন্য ট্যাক্সিচালক ও তাঁদের পরিবার যেখানে অপেক্ষা করে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। তিনি শেষপর্যন্ত সেদিকেই সরে যান।

বিতর্কে জড়ানোর পর থেকে সৈকত অনেকটাই ব্যাকফুটে। সম্প্রতি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়। এবার দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কাছে তাঁকে ঘেঁষতে না দেওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এমনকি একসময় সৈকতের হাত ধরে যে নেতারা তৃণমূলে এসেছিলেন, তাঁদেরও অভিষেকের সঙ্গে কুশলবিনিময় করতে দেখা যায়।

যদিও সৈকতের দাবি, তিনি সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে না যাওয়ায় তাঁকে বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। কথাও বলেছি। তবে কী কথা হয়েছে, তা সংবাদমাধ্যমকে বলব না।' অথচ এদিন বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কার্সিয়াং পৌঁছানো পর্যন্ত অভিষেকের ধারেকাছে সৈকতের দেখা মেলেনি।

এদিন কার্সিয়াংয়ে পৌঁছানোর পর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ দলের নেতা-নেত্রীরা সাংসদকে স্বাগত জানান। কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে শান্তা ছেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে অভিষেক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে কি না বা কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখা-না রাখার তিনি কেউ নন। লোকতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। মানুষ চাইলে, কংগ্রেস চাইলে সবাই মিলে ইগো বাইরে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ৬ ডিসেম্বর জোটের বৈঠক। সেখানে তৃণমূলের তরফে কে অংশ নেবেন, তা ঠিক করবেন দলনেত্রী।

দেশের পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসের হার নিয়ে অভিষেকের মত, 'নির্বাচনে সবাই মিলেমিশে প্রার্থী দিলে এমনটা হত না। তবে রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে খুব সামান্য ব্যবধানে কংগ্রেসে হেরেছে। আগে থেকেই যে ফারাক ছিল, সেটাকে মেরামত করতে পারলে কংগ্রেস ভালো ফল করত।'

এদিন রোহিণী রোড ধরে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। শিমুলবাড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতা-কর্মীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রোহিণী রোড, কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্ট, কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ড সর্বত্রই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে স্বাগত জানাতে দলে দলে মানুষ ভিড় করেন। অনীত থাপা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে অভিষেককে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হাঁটেন তিনি। তারপর আবার গাড়িতে উঠে পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে মকাইবাড়ির তাজ টি রিসর্টে পৌঁছান। ভাই আবেশের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ৮ ডিসেম্বর কার্সিয়াং থেকে অভিষেকের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

এদিন বিমানবন্দরে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেপি কানোরিয়া, সৌরভ চক্রবর্তী, কাজল ঘোষ, রঞ্জন শীলশর্মা, তনয় তালুকদার, কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে দেখা গিয়েছে। অভিষেক বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীরা জয়ধ্বনি দেন। বাগডোগরা বিহার মোড়েও শাসকদলের তরফে স্লোগান দেওয়া হয়। এদিন বিমানবন্দর থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত অভিষেকের যাত্রাপথ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি কমিশনারেট ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে আসা হয়েছিল।

লরিতে ধাক্কা রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের

ইঞ্জিনে আগুন, বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা

অর্ণব চক্রবর্তী

কীভাবে দুর্ঘটনা

- বালিবোঝাই ট্রাক জাতীয় সড়কের আপ লেন থেকে সোজা চলে আসে রেললাইনের উপরে
- ওই লাইনে এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, তখন ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন ট্রেনচালক
- কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসা লরির পেছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে
- ভাঙে লাইনের বেশ কিছু স্লিপার এবং সরে যায় পাথর, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় নামার জন্য
- ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে

ফরাক্কা, ৪ ডিসেম্বর : রাত তখন দেড়টা। একটি বালি বোঝাই ট্রাক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফরাক্কার নিকটবর্তী বল্লালপুর ওভারব্রিজ লাগোয়া জাতীয় সড়কের আপলেন থেকে সোজা গড়িয়ে চলে আসে নীচে দিয়ে যাওয়া রেললাইনের উপরে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লাইনেই এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। এমারজেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন ট্রেনের চালক। কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসা লরির পিছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে। এরপরে দাঁড়িয়ে পড়ে ইঞ্জিনটি। ভেঙে যায় লাইনের বেশ কিছু স্লিপার। সরে গেছে পাথর।

শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় নেমে আসেন যাত্রীরা। তাঁরা লক্ষ করেন ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই আতঙ্কে এদিক ওদিক ছুটতেও থাকেন। ইঞ্জিনে আগুন দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠেন যাত্রীরা।

যদিও শেষ পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ১৩ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

তবে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে গ্রামের মানুষ এলাকায় আসেন। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসেন ফরাক্কা থানার আইসি সহ পুলিশবাহিনী। আসেন এসডিপিও, পুলিশ সুপার, মালদা থেকে যান রেলের সিনিয়ার ডিসিএম সহ রেলের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা।

সোমবার সকালে গিয়ে দেখা গেল বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ঘটনাস্থলে। রয়েছেন আরপিএফ, রাজ্য পুলিশ সহ রেলকর্তারাও। দেখা যায় ইঞ্জিনের ধাক্কায় লরি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েছে। ফলে বেশ কিছু স্লিপার ভেঙে গিয়েছে। সরে গিয়েছে লাইনে থাকা পাথর। তবে দেখা যায় ইঞ্জিনের দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সামনের অংশ গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ইঞ্জিনের চাকাকে লাইনে উঠানোর চেষ্টা চলছে।

ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরেই থাকেন রেকসানা বিবি। তিনি জানান, 'গভীর রাতে বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হল বোমা ফাটল। বাইরে এসে দেখি একটা লরি উলটে আছে। একটা ট্রেনেও রয়েছে।'

অপর এক বাসিন্দা বুলবুল রহমানের দাবি, 'রেলের চালক এমারজেন্সি ব্রেক কষাতেই যাত্রীরা সবাই রক্ষা পেয়েছেন। উপরে বড় গার্ডওয়াল থাকলে হয়তো গাড়িটা নীচে পড়ত না।' সামসীর বাসিন্দা অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, 'ভাগ্যিস রেলের চালক এমারজেন্সি ব্রেক কষে থামিয়েছেন, তাই ট্রেনটা পালটি খায়নি।' অপর এক যাত্রী কালিয়াগঞ্জের মেহেবুব আলম জানান, 'ইঞ্জিনে আগুন দেখে ভয় হচ্ছিল। কোনও মতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' যদিও মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিকাশ চৌবের দাবি, 'রাতেই আমরা আশেপাশের যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাত্রীরা সহযোগিতা করেছেন। তবে রেল লাইনচ্যুত হয়নি। অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ট্রাক ফিটনেস হয়ে গিয়েছে। রেল সুরক্ষার জন্য যতটুকু স্লিপার এখন বসানোর দরকার সে কাজও হয়েছে। আপ-ডাউন দু'ট লাইনই এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে ট্রেন চলাচলের জন্য। আমরা আপ বালুরঘাট ট্রেন ঠিক সময় লাইন দিয়ে নিয়ে যাব বলে আশা করছি।'

ডিআরএম আরও জানান, 'বালি বোঝাই লরিটি কীভাবে এত উপর থেকে হঠাৎই চলে এল তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে। দেখে মনে হল অনেক বালি বোঝাই ছিল ওই লরিতে।'

সেপটিক ট্যাংকে মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরকাশীর টানেলে ১৬ দিন ধরে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। অনেক চেষ্টার পর তাঁদের অবশ্য ১৭ দিনের মাথায় সুস্থভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফালাকাটায় সেপটিক ট্যাংকে 'রেডিমেড' পাকা রিং বসাতে গিয়ে মাটি চাপা পড়েন এক শ্রমিক। আরেক শ্রমিক অবশ্য অল্পের জন্য মাটি চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যান। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা শহরের হাটখোলায়। নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাংকে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরে চাপা পড়ে থাকেন ওই শ্রমিক। কিছুতেই তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শেষে সন্ধ্যায় এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা যখন তাঁকে উদ্ধার করেন ততক্ষণে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন ফালাকাটা শহরের হাটখোলার চাল ব্যবসায়ী বিমলকুমার সাহার বাড়িতে ওই সেপটিক ট্যাংকে পাকা রিং বসানোর কাজ চলছিল। এর জন্য বিমলবাবুর বিল্ডিংয়ের পিছনে প্রায় ২২ ফুট গভীর গর্ত করা হয়। সেখানেই এদিন ৩ শ্রমিক মিলে পাকা রিং বসানোর কাজ করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন ২২ ফুট গভীর গর্ত করে পাকা রিং বসানোর কাজ চলছিল। ঠিক তার পাশেই একইভাবে আগে থেকেই ওই ধরনের গর্ত করে রিং বসানো হয়েছিল। এদিন নতুন করা গভীর গর্তে শ্রমিকরা রিং বসানোর কাজ শুরু করেন। দুপুরের মধ্যে ওই গভীর গর্তে দুটি রিং বসানোও হয়ে যায়। এই কাজ করার জন্য ৩ জন শ্রমিকের মধ্যে গর্তে নামেন বিনোদ বর্মন (৪০)। অন্য দুই শ্রমিক বিজয় বর্মন ও রবি বর্মন দড়ির সাহায্যে নীচে পাকা রিং নামিয়ে দিচ্ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, এই কাজ করার সময় হঠাৎ ধস নামে। উপর থেকে প্রচুর বেলেমাটি গর্তে পড়ে যায়। আর এতেই গর্তের ভেতরে থাকা শ্রমিক বিনোদ চাপা পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাটি চাপার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান আরেক শ্রমিক বিজয় বর্মন। গর্তের ভিতর মাটি চাপা পড়ার খবর দ্রুত দমকলবাহিনীকে জানানো হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। ফালাকাটার দমকলবাহিনী এসে মাটি খুঁড়ে আটকে পড়া শ্রমিককে উদ্ধারের কাজ শুরু করে। পুলিশকর্মীরাও কাজে হাত লাগান। কিন্তু প্রায় ৮ ফুট খুঁড়তেই ফের ধস নামে গর্তে। এতে আটকে যায় উদ্ধারকাজ। পরে জেসিবি দিয়ে মাটি সরানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু তাতেও সাফল্য মেলে না। তবে এর পর শ্রমিক দিয়ে পাশে ফের গর্ত খুঁড়ে তাতে রিং বসিয়ে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে ততই যেন উদ্ধারকাজ পিছিয়ে যেতে থাকে। তবে শেষপর্যন্ত খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফ বাহিনীকে।

কানু সান্যালের গ্রামে জলসমস্যায় আজ শুনানি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : নকশাল নেতা কানু সান্যালের গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল মেলে না। সেই সমস্যা মেটাতে এবারে আদালত আসরে।

সরকারি কর্মসূচি অনুসারে সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চেষ্টা হলেও তা সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল। অন্য কোনও উপায় না থাকায় অনেকের কাছে ঝোরার দূষিত জলই ভরসা। বাসিন্দাদের ভোগান্তির একশেষ। বাধ্য হয়েই তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হন।

মামলাটি সোমবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে ওঠে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) নির্বাহী বাস্তুকারকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ পেয়ে ওই আধিকারিক এদিনই আদালতে হাজির হয়ে বিচারপতিকে জলপ্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বিচারপতি মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছেন। জল সরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধিকেও সেদিন বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সেবদোল্লা গ্রামের বাসিন্দাদেরও আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পিএইচই'র রিপোর্ট অনুসারে, নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে বর্তমানে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ১০৬ জন, তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৮৩৮ জন ও সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত ৩৩৩ জন সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত বাসিন্দার বসবাস। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় বরাবরই পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতে সরকার একসময় উদ্যোগ নেয়।

২০২০ সালের ৮ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের জল শক্তি দপ্তরের কর্মসূচি অনুসারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২০ সালে পিএইচই রিপোর্ট দেয় গ্রামের ৩০৪টি বাড়ির ১৯৭টি বাড়িতে জল পৌঁছেছে। গোটা গ্রামে মাত্র দুটি ট্যাপকল। বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে মাঞ্জাঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য নিম্নমানের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়ায় দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটন মুন্ডার মতো বাসিন্দারা চলতি বছরের ১০ মে আদালতে মামলা করেন বলে তাঁদের হয়ে আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল জানান। মামলা দায়েরের আগে তাঁদের সমস্যার বিষয়ে গ্রামবাসীরা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক সহ প্রশাসনের নানা শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিক সকালে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। সমস্যা বিষয়ে পিএইচই'র ভূমিকা জানতে বিপারপতি ওই দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারকে বেলা ৩টায় আদালতে তলব করেন। সেইমতো ওই আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হয়ে সেবদোল্লাজোতে পিএইচই'র কাজের অগ্রগতির বিষয়ে বিচারপতিকে অবহিত করেন। ফাঁসিদেওয়া রুরাল এজেন্সি এই প্রকল্প রূপায়িত করেছে বলে ওই আধিকারিক আদালতকে জানান।

মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি সেদিন ওই সংস্থার প্রতিনিধিকে বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছেন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'যে সমস্ত এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা মামলা করলে আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

কড়া আদালত

- সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে অমিল পানীয় জল
- এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল, বাধ্য হয়েই ঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন বাসিন্দারা
- ১০ মে মামলা দায়ের
- সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে শুনানি
- বিচারপতির নির্দেশে এজলাসে পিএইচই'র আধিকারিক
- মঙ্গলবারের শুনানিতে জল সরবরাহ সংস্থাকে তলব

ময়ূর ও ময়ূরীর দল। ধূপগুড়ির কাছে মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়। সোমবার। ছবি : আবির ভট্টাচার্য

১৩ লক্ষের গাঁজা বাজেয়াপ্ত

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : রাস্তা বদলেও লাভ হল না পাচারকারীদের। শেষপর্যন্ত আবগারি দপ্তরের কর্মীদের হাতে ধরা পড়তেই হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে কামাখ্যাগুড়ি-কোচবিহার সীমানা এলাকা থেকে ১৩ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পালিয়ে গিয়েছে পাচারকারী।

৩১সি জাতীয় সড়ক ধরেই গাঁজা পাচারের ছক কষা হয়েছিল। আর সেই বুঝে ফাঁদ পেতেছিল আবগারি দপ্তরও। তবে পাচারকারীরাও কম যায় না। তারাও খবর পেয়ে যায় যে ওই জাতীয় সড়কে কড়া নজরদারি চলছে। তখন তারা রাস্তা বদলে ফেলে। তাতেও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। কামাখ্যাগুড়ির কাছে লালপুল এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে অন্তত ১৩ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর।

আসন ভাগে এই হাল হত না

প্রথম পাতার পর

এই ফলাফলের পর সংসদে বিরোধীদের আর আক্রমণাত্মক না হতে মোদির পরামর্শেও মিশে ছিল কটাক্ষের বিষ। তিনি বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে বলতে হলে বলব, এটা বিরোধীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। নির্বাচনে বিধ্বস্ত হওয়ার রাগ সংসদে এসে উগরে দেবেন না। ইতিবাচক এবং গঠনমূলক মনোভাব নিন।' কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের সংখ্যা কমে এখন ৩-এ ঠেকেছে। হিমাচলপ্রদেশ বাদে গোটা উত্তর ভারত 'কংগ্রেসমুক্ত'।

সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে সোমবার উপস্থিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, গৌরব গগৈ, নাসির হুসেন, মণিকম ঠাকুর, প্রমোদ তিওয়ারি, অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ সেই হারের কারণ অনুসন্ধান করেন। শীতকালীন অধিবেশনে দলের রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। ভোটের ফলাফল পর্যালোচনায় ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতি এলাকায় বিজেপির বিপুল জয় চমকে দিয়েছে কংগ্রেস নেতাদের।

বিশেষ করে দলের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ের বস্তার ও সরগুজার সিংহভাগ আসন বিজেপির দখলে যাওয়ার কারণ খুঁজতে এখন মরিয়া কংগ্রেস নেতারা। আদিবাসী এলাকায় দলের ভোটব্যাংকে ধস নামার কারণ জানতে স্থানীয় নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মিজোরামে দলের খারাপ ফল নিয়েও হতাশ কংগ্রেস নেতারা। তবে তেলেঙ্গানায় দলের জয়ের অন্যতম কারিগর রেবন্ত রেড্ডির মুখ্যমন্ত্রী পদ একপ্রকার নিশ্চিত।

কিন্তু সংসদ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করতে চান, তাঁদের কাছে ৪ রাজ্যের ভোটের ফল খুবই উৎসাহজনক।' পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের কারণ হিসেবে তাঁর মতে, 'দেশ নেতিবাচক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিবেশনের শুরুতে আমরা প্রতিবার বিরোধী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। সবসময় সবার সহযোগিতা চাই। এবারও সেই প্রক্রিয়া হয়েছে।'

হারে বিপর্যস্ত কংগ্রেস সহ বিরোধীদের তাঁর পরামর্শ, 'আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি, আপনাদের অবস্থান বদল করুন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার অভ্যাস ছাড়ুন। দেশের স্বার্থে গঠনমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করুন। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়ে বিতর্ক হোক। দেখবেন, মনের মধ্যে যে ঘৃণা তৈরি হয়েছে, তা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে।'

শহরতলির বাজারে দাম কম

প্রথম পাতার পর

'আমি সাধারণত নতুন বাজার থেকে মাংস কিনি। ঘুঘুমারিতে সস্তায় মাংস পাওয়া যাচ্ছে শুনে এখানে এসেছি।'

প্রীতম সাহা কোচবিহারের একটি ছোট হোটেলের কর্ণধার। তাঁর হোটেলে প্রতিদিন সাত-আট কেজি মাংস প্রয়োজন। সোমবার সকালে তিনি ঘুঘুমারি বাজার থেকে মাংস কিনছিলেন। প্রীতম বললেন, 'আমরা যেহেতু প্রতিদিন মাংস কিনি তাই শহরের দোকানগুলিতেও ক্রেতাদের তুলনায় কিছুটা কম দাম রাখা হয়। তবে কোচবিহার শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঘুঘুমারিতে এসে কেজি প্রতি ৬০-৮০ টাকা কমে মাংস পাচ্ছি। সেই হিসেবে প্রায় ৫০০ টাকা কম লাগল।'

ঘুঘুমারি বাজারে সাতটি মুরগির মাংসের দোকান রয়েছে। কিছু দোকানে '১২০ টাকা কেজি' লেখা বোর্ডও দেখা গিয়েছে। সেখানকার মুরগির মাংস বিক্রেতা মজিবুল মিয়াঁ বললেন, 'অসমে মুরগি যাচ্ছে না। তাই এখানে জোগান বাড়ায় খোলাবাজারেও দাম কমেছে। ঘুঘুমারি বাজারে ১২০ টাকা কেজিতেই মাংস বিক্রি করছি। শহরের অনেক নতুন ক্রেতাও আসছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আগে প্রতিদিন ৮০-৯০ কেজি মাংস বিক্রি হত। দাম কমার পর থেকে প্রতিদিন ১৭০-১৮০ কেজি মাংস বিক্রি হচ্ছে।'

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৬.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৬.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৪.০
কোচবিহার	২৯.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৫.০
মালদা	২৯.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	১৬.০
গ্যাংটক	২০.০	৮.০

সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডুয়ার্স সফরের প্রাক্কালে ডুয়ার্স-তরাই সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের দাবির কথা তাঁর নজরে আনতে সোমবার নাগরাকাটার বিডিওর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র পাঠাল নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ গুরুং বলেন, 'প্রস্তাবিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলে এখানকার সমস্ত সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হয়ে উঠবে বলে আমরা মনে করি।' নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'ওঁদের আর্জি যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

সংগঠনের তরফে আরও বেশ কিছু দাবির কথাও তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন কবরস্থানে সীমানাপ্রাচীর দেওয়া, গির্জায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সহজে ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

সংগঠনের তরফে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছেও আলাদা করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাতে ব্লকের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সংখ্যালঘু সেল গঠনের মতো দাবি জানানো হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'ওঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

> প্রস্তাবিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলে এখানকার সমস্ত সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হয়ে উঠবে বলে আমরা মনে করি।'
>
> *সন্তোষ গুরুং*
> *কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশন*

ফলে খুশি কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরাও

প্রথম পাতার পর

শরিকরা তাড়াতাড়ি আসন বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার জন্য চাপ দিলেও নড়ানো যায়নি তাদের। উলটে তারা কোনও রাজ্যে অন্য শরিকদের একটাও সিট ছাড়তে চায়নি। এই যেমন মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ তাচ্ছিল্য করে সমাজবাদী পার্টির মাত্র ৬টি সিটের দাবি উড়িয়ে বলেছিলেন, 'কে অখিলেশ! ওইসব অখিলেশ-ভকিলেশের কথা জানি না।' একটাও সিট ছাড়া হয়নি তাদের। হারের পর এবার তাঁর গলায় সে জোর থাকবে তো?

ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর আস্তে ধীরে সুর চড়াতে শুরু করেছে অন্যরা। নীতীশের দলের নেতা কেসি ত্যাগী তো খোলাখুলি বলেছেন, পাঁচ রাজ্যের ভোটে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল কংগ্রেস। তার ফলে কী হল দেখাই যাচ্ছে। তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, জমিদারি মনোভাব ছেড়ে অন্য নেতা-নেত্রীদের কথা শুনতে হবে। এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা। এক কদম এগিয়ে আপ জানিয়ে দিয়েছে উত্তর ভারতে তারাই এক নম্বর দল। সব মিলিয়ে অবস্থা যা তাতে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে কংগ্রেসকেই।

বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, একটা সমন্বয় কমিটি তৈরি হবে। সেই কমিটির একটাও মিটিং হয়নি। বিধানসভার ভোটে একসঙ্গে না লড়ার একটা যুক্তি খাড়া করেছে সোনিয়ার দল। তাদের কথা, বিধানসভার কথা আলাদা, কিন্তু লোকসভার ভোট হবে জোট বেঁধে। পাঁচ রাজ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ার তিন মাস পরে সাধারণ ভোটাররা ঠিকঠাক শত্রুমিত্র চিনতে পারবেন তো? সবার কমন প্রতিপক্ষ বিজেপি সেখানে বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে না তো? তারা তো একটি দলের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সরকারের পক্ষে জোরদার প্রচার চালাবে। তাকে পালটা ধাক্কা দেওয়ার মতো কী কী অস্ত্র আছে ইন্ডিয়ার হাতে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

আর ক'দিন পরেই রাম মন্দির নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামছে বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। সেই আগ্রাসী হিন্দুত্বের মোকাবিলায় জোটের শরিকদের নরম হিন্দুত্ব কতটা কাজে দেবে প্রশ্ন তা নিয়েও। কাজে যে দিচ্ছে না তা তো পরিষ্কার। সবমিলিয়ে পাঁচ রাজ্যের ভোটের এই ফল বিরোধী জোটকে কোথায় দাঁড় করাবে দ্রুতই পরিষ্কার হবে সেই ছবিটা।

'গরমিল বাংলায়'

প্রথম পাতার পর

আমি অবাক হব না যদি এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে যায়। এজন্য আমাদের স্লোগান- চোর ধরো, জেল ভরো।' ধর্মেন্দ্রর আক্রমণাত্মক ভাষণে কার্যত পিছনে চলে যায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ। সুদীপ বলেছিলেন, '১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দের বকেয়া নিয়ে আমরা কৃষি ভবনে সত্যাগ্রহ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের বসিয়ে রেখে পালিয়ে যান। পুলিশ দিয়ে আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আবার বলছি, এ বিষয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে এসে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।'

তৃণমূলের আরেক প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ৭০০০ কোটি টাকা বকেয়া থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' এরপর জবাব দিতে উঠে তৃণমূল সরকারকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধুয়ে দিতে চেষ্টা করলে চিৎকার করে তাঁকে বাধা দিতে থাকেন তৃণমূলের অন্য দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্র। কিন্তু তাতে কান না দিয়ে ধর্মেন্দ্র কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে যান।

ব্লু জিনস ডে

সবধরনের টপ, কুর্তির সঙ্গে মানিয়ে যায় ব্লু জিনস। ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়েরই ওয়ার্ডরোবে এই ব্লু জিনস মাস্ট। ৫ ডিসেম্বর ব্লু জিনস ডে পালন করা হয়।

উদ্বেগ নিয়েই রাস্তায় ব্যবসা

শিবশংকর সূত্রধর

রাসমেলার কেনাকাটা ফুটপাথে। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : মনে দোটানা নিয়েই রাসমেলায় ব্যবসা করছেন হকাররা। পুরসভার তরফে তাঁদের উঠিয়ে দেওয়া হলেও ফের ব্যবসায় নেমেছেন তাঁরা। ব্যবসা করতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনও হয়েছে। অনেক হকার রয়েছেন যাঁরা এক দশকের বেশি সময় ধরে রাসমেলায় হকারি করছেন। কিন্তু আগে সমস্যা না হলেও দু'বছর থেকে তাঁদের ঠিকমতো ব্যবসা করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাস্তা ফাঁকা রাখতে তাঁদের রাস্তার মাঝে বসতে আপত্তি তোলা হচ্ছে। রবিবার এ নিয়ে সরগরম হয়ে ওঠে রাসমেলা চত্বর। যদিও সোমবার দিনভর স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা করেছেন তাঁরা।

পুরসভার বক্তব্য, দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স সহ জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলি যাতে স্বাভাবিকভাবে যেতে পারে সেজন্যই রাস্তার মাঝে হকারদের বসতে বারণ করা হয়েছে। তবে এই তত্ত্ব মানতে নারাজ ব্যবসায়ীরা। সিলভার জুবিলি রোডের এক হকার সুনীল রায় বলেন, '১৫ বছরের বেশি সময় ধরে রাসমেলায় হকারি করি। আগে কখনও এধরনের সমস্যা হত না। দু'বছর ধরে বারবার আমাদের উঠিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে।' আরেক হকার বিনোদ বর্মনের কথায়, 'সিলভার জুবিলি রোডের মাঝে হকাররা বসলেও অনেকটা জায়গাই ফাঁকা থাকে। এখান দিয়ে নিয়মিত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াত করে। তাদের কোনও সমস্যাই হয় না।' তবে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রাস্তার মাঝে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বসালে জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলি যেতে সমস্যা হবে। সেই আশঙ্কা থেকেই তাঁদের রাস্তার মাঝে বসতে বারণ করা হয়েছিল। তবে ফাঁকা জায়গায় বসলে কোনও সমস্যা নেই।'

দমকল অবশ্য পুরসভার কোর্টেই বল ঠেলে দিয়েছে। দমকলের কোচবিহারের ওসি রঞ্জন মোদক বলেছেন, 'এবিষয়ে যা বলার পুরসভা বলবে।' রাস্তার মাঝে হকাররা থাকলে দমকলের কোনও সমস্যা হবে কি না তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'বিষয়টি কী অবস্থায় রয়েছে তা দেখতে হবে।' রাসমেলায় যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়। যেখানে দমকলের নিজস্ব ক্যাম্প ও আধিকারিকরাও রয়েছেন। সেখানকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দমকলের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের স্পষ্ট কোনও বক্তব্য না থাকায় হকারদের নিয়ে দমকলের কী চিন্তাভাবনা রয়েছে তা অজানাই থাকছে।

রাসমেলায় এসে সিলভার জুবিলি রোডে হকারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করছিলেন পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা চন্দন চক্রবর্তী। তিনি বললেন, 'ছোট থেকেই তো দেখে আসছি এভাবেই হকাররা দোকান বসান। এঁরা না থাকলে তো জায়গাটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।' আরেক ক্রেতা বিক্রম সাহার কথায়, 'মেলায় সবাই দোকান নিয়ে বসবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। যদি এখানে হকারদের বসলে সমস্যা হয় তাহলে তাদের বিকল্প জায়গায় বসানো হোক।'

সোমবার দিনভর ব্যবসা করলেও হকারদের চোখেমুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। কখন আবার তাঁদের উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে সেই আশঙ্কা নিয়েই ব্যবসা করছেন তাঁরা।

তিন অবস্থান

- দমকল, অ্যাম্বুল্যান্সের গাড়ির জন্য পুরসভা রাস্তার মাঝে হকারদের বসতে বারণ করেছে
- হকারদের দাবি, আগে কখনও এ ধরনের সমস্যা হয়নি, তাহলে এখন এই প্রশ্ন উঠছে কেন
- তাছাড়া সিলভার জুবিলি রোডে হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াত করে এবং তাদের সমস্যা হয় না
- যদিও দমকলের কোনও সমস্যা হবে কি না তার পরিষ্কার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি

কোচবিহার রাসমেলায় বিক্রি হচ্ছে নাগপুরের কমলালেবু। ছবি : জয়দেব দাস

মেলায় নজর টানছে রংবাহারি কমলা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার শহরের ফলের দোকান এখন ছেয়ে গিয়েছে নাগপুরের কমলালেবুতে। শহরে শীতের আমেজ পড়তেই বাজারে কমলার খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন ক্রেতারা। ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে শুরু করে খাগড়াবাড়ির দেশবন্ধু মার্কেট, নতুনবাজার সহ মেলাতেও পাওয়া যাচ্ছে এই শীতের ফল। এছাড়াও বাসস্ট্যান্ড, সাগরদিঘি চত্বর সহ বিভিন্ন ফলের দোকানে দেখা মিলছে কমলার। ভবানীগঞ্জ বাজারের এক দোকানে গিয়ে দেখা গেল, থরে থরে সাজানো রয়েছে কমলা। কোনওটির রং সবুজ, কোনওটি আবার কমলা এবং সবুজ মেশানো। ব্যবসায়ীরা জানান, ভুটান এবং নাগপুরের লেবু এখন বাজারে মিললেও নাগপুরের কমলাই এখন বেশি বিক্রি হচ্ছে।

সারাদিন রোদ থাকলেও সকাল এবং সন্ধ্যার পর থেকেই শহরে শীত শীত ভাব। তাই বাজার সারবার ফাঁকে অথবা মেলায় ঘুরতে এসেও অনেকেই কমলা কিনে বাড়িতে ফিরছেন। দুপুরে ভাত খাবার পর অনেকেই এই বিশেষ ধরনের লেবু খেতে খুব পছন্দ করেন। ফল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, রাসের সময় প্রতিবছরই শীত পড়ে যায়। এই সময় থেকেই ফলের বাজারে রাজত্ব শুরু হয় কমলালেবুর। ফল ব্যবসায়ী রানা হোসেন বলেন, 'এখনও ভুটানের কমলার রং আসেনি। সেকারণে ভুটানের কমলা কিছুটা কম বিক্রি হচ্ছে। নাগপুর এবং ভুটানের কমলা মিলিয়ে প্রতিদিন ১০-১৫ হাজার কমলা বিক্রি হচ্ছে।'

কোচবিহারের বাজারে কমলার গাড়ি মোটামুটি একদিন পরপর আসে বলে জানিয়েছেন এক ফল ব্যবসায়ী। রোড এবং বাজার এলাকার কিছু ফল বিক্রেতা রাসমেলার মাঠে দোকান দেন। এবারেও তাঁরা দোকান দিয়েছেন। কথা হচ্ছিল ফল বিক্রেতা সম্রাট সরকারের সঙ্গে। তিনি জানান, 'মেলা এলেই প্রতিবার রাসমেলার মাঠে দোকান দিই। এখন ভুটান এবং নাগপুরের কমলায় বাজার ছেয়ে গিয়েছে। তবে নাগপুরের কমলার বিক্রি খুব বেশি।'

ফলের লড়াই

- নাগপুরের কমলার হালা (চারটি) প্রতি ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে
- কম দামে পাওয়ায় নাগপুরের কমলাই বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে

মত ফল বিক্রেতাদের

- এছাড়া নাগপুরের কমলার রং উজ্জ্বল হওয়ায় তার আকর্ষণ স্বভাবতই একটু বেশি
- শহরে প্রতিদিন ১০-১৫ হাজার ভুটান ও নাগপুরের কমলা বিক্রি হচ্ছে

জানা গেল, ভুটানের কমলা হালা (চারটি) প্রতি ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি হলেও নাগপুরের কমলা ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকায় হালা প্রতি পাওয়া যাচ্ছে। কম দামে পাওয়ায় নাগপুরের কমলাই বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে মত ফল বিক্রেতাদের। মেলা এলে প্রতিবারই সিলভার জুবিলি

মেলায় ঘোরবার ফাঁকেই কমলা কিনতে ফলের দোকানে গিয়েছিলেন সৌরভ দেব। তিনি বলেন, 'শীত পড়ে গেলেই কমলা খেতে মন চায়। দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকায় দু'ধরনের কমলাই নিয়েছি। তবে নাগপুরের কমলার রং উজ্জ্বল হওয়ায় সেটিতে আকর্ষণ স্বভাবতই একটু বেশি।'

ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রির দাবিতে আন্দোলন

মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : সার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ তুলে ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রির দাবিতে সোমবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা কৃষি আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন দিল অল ইন্ডিয়া কিষান ও খেত মজদুর সংগঠন।

এরপর তাঁরা মেখলিগঞ্জ শহরে একটি মিছিল বের করে কৃষকদের সঙ্গে সারের দোকানে সার কিনতে যায়। সংগঠনের সভাপতি প্রফুল্ল রায় ও সম্পাদক বিনোদ রায়ের নেতৃত্বে এদিনের আন্দোলনটি হয়।

আন্দোলনকারীদের তরফে রণজিৎ রায় বলেন, 'সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে সারের অনেক বেশি দাম নেওয়া হচ্ছিল। তাই এদিন মহকুমা কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন দিয়ে এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। তবে কৃষি দপ্তর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।'

এই ব্যাপারে এসইউসিআই নেতা হিতেন বর্মন জানান, সারের সঙ্গে অনেক সময় অন্য কৃষি সামগ্রীও কিনতে বাধ্য করা হয়। এদিন এসব বিষয়ে কৃষি আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।

হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য উৎসব

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : আগামী ৯ ও ১০ ডিসেম্বর দিনহাটা শহরের বেসরকারি হোটেলের কনফারেন্স হলে দ্বিতীয় বছরের হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য উৎসব শুরু হতে চলেছে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনির্বাণ নাগ ও জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, সাহিত্যিক অমর মিত্র উৎসবের উদ্বোধন করবেন এবং সাহিত্যিক কল্লোল লাহিড়ি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এবছর সাহিত্যিক বিপুল দাসকে হিতেন নাগ স্মৃতি জীবনকৃতি সম্মাননা দেওয়া হবে।

অনির্বাণ বলেন, 'দু'দিনব্যাপী এই সাহিত্য উৎসবের প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও সাহিত্য আলোচনা হবে এবং দ্বিতীয় দিন সাহিত্য আড্ডা থাকছে।'

রাসমেলার টুকিটাকি

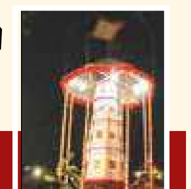

বিট-লা রোল

বিটের সঙ্গে চিকেন কাঠি রোল এবং বিভিন্ন ধরনের সবজির সংমিশ্রণে তৈরি বিট-লা রোল। বিট দিয়ে তৈরি হওয়ায় রোলটি হালকা লাল রংয়ের। এমজেএন স্টেডিয়ামে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে এই রোল পাওয়া যাচ্ছে। এই বিশেষ ধরনের রোলটি খেতে অনেকেই সেখানে ভিড় করছেন। প্রতি পিস ১০০ টাকার বিনিময়ে রোলটি পাওয়া যাচ্ছে।

এয়ার টয়

প্লাস্টিকের ভেতরে বাতাস ভরে তা বিক্রি হচ্ছে মেলায়। বিশেষ ধরনের এই খেলনা কিনতে শিশুরা আবদার করছে বাবা-মায়েদের কাছে। মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে গদা, জিরাফ, বল সহ বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের খেলনা পাওয়া যাচ্ছে। মেলায় কমপক্ষে ২০টি মুম্বই এয়ার টয়ের দোকান বসেছে।

পিঠের সরঞ্জাম

শীতের সঙ্গে পিঠে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তবে আজকাল শহরের সব বাড়িতে পিঠে তৈরি না হলেও বিভিন্ন ব্যস্ততম রাস্তায় পিঠের পসরা সাজান অনেকেই। সাধারণ মানুষকে পিঠে তৈরি করতে যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, সেকথা মাথায় রেখেই একদল বিক্রেতা পিঠের সরঞ্জাম মেলায় বিক্রি করছেন। ৩ পিস পিঠে তৈরির সরঞ্জাম ৩০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে মেলায়। মেলার মাঠে ফুটপাথে ব্যবসায়ীদের অনেকে পিঠে তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে বসেছেন।

কানের দুল

পছন্দের পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কানের দুল সংগ্রহ করছেন অনেকেই। এক জোড়া দুল ১০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে মেলায়। একেবারে কমদামে দুল নিতে ভিড় উপচে পড়ছে দোকানগুলিতে।

ডোর বেল

বাড়ির দরজায় অনেকেই ডোর বেল লাগান। সাধারণত বাজার থেকে এই ডোর বেল কিনতে একটু বেশিই পয়সা খরচ হয়ে থাকে। তবে এবার মেলায় এসে কমদামে ভিন্ন ধরনের ডোর বেল কিনতে পারবেন দর্শনার্থীরা। তিন পিস বড় ডোর বেল ১০০ টাকায় এবং পাঁচটি ছোট ডোর বেল ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে মেলায়।

সংকলন : দেবদর্শন চন্দ
ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং হাউজিং ফর অল প্রকল্পে বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দিনহাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল। সোমবার বিকেলে শহিদ হেমন্ত বসু কর্নার থেকে এই মিছিল বেরিয়ে দিনহাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

তৃনমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার প্রমুখ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন।

নবীনবরণ

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমবিবিএস'র প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের নিয়ে নবীনবরণ উৎসব করা হল। কৃষিবীজ খামার এলাকায় কলেজ ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ কলেজের আধিকারিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক সহ ডাক্তারি পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'এটি মেডিকেল কলেজের পঞ্চম ব্যাচ। এমবিবিএস'র প্রতিটি ব্যাচে ১০০ জন করে পড়ুয়া রয়েছে।'

১৫টি দাবি

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষমদের উন্নয়নমূলক নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। সোমবার সংগঠনের তরফে একটি মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে যাওয়া হয়। সেখানে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে তারা। সংগঠনের দাবি, রাজ্য প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে হবে, মানবিক প্রকল্পে ৩ হাজার টাকা মাসে দিতে হবে। সংগঠনের সভাপতি সুনীল ইশোর বলেন, '১৫টি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি।'

ক্যাম্প অফিস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসের উদ্বোধন হল রাসমেলায়। সোমবার দেশবন্ধু মার্কেট সংলগ্ন সিলভার জুবিলি রোডের ধারে ওই ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়। ক্যাম্পে দলের বিভিন্ন বই রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যুব নেতা রাকেশ চৌধুরী।

সুফল বাংলা স্টলের ঝাঁপ বন্ধ, ক্ষোভ দিনহাটায়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : শীতের সবুজ সতেজ শাকসবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বাসিন্দাদের হাতে পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে দিনহাটায় সুফল বাংলার স্টল খোলা হয়েছিল। অথচ গত ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে সুফল বাংলার স্টলের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বন্ধ দরজা খোলা নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও তৎপরতা নেই। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন থেকে সুফল বাংলার পরিষেবা থেকে একপ্রকার বঞ্চিত দিনহাটাবাসী।

কোচবিহার জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ অ্যাগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালনায় ২০১৭ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে জেলায় প্রথম দিনহাটাতে পথ চলা শুরু হয় সুফল বাংলার বিপণির। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে দিনহাটার চওড়াহাট বাজারের দোতলা ভবনে খোলা হয় স্টলটি।

শুরুতে স্টলে সবুজ শাকসবজির পাশাপাশি নুনিয়া চাল, কোয়েলের মাংস, জয়নগরের মোয়ার মতো দ্রব্যাদি পাওয়া যেত। তবে এখন সেসব আর কিছুই পাওয়া যায় না। এমনকি শীত এলেও স্টল বন্ধ থাকায় দেখা নেই সবুজ শাকসবজির। মাঝে চাল, ডাল, তেল, সাবান পাওয়া গেলেও বর্তমানে সেটাও অমিল। ফলে বন্ধ পড়ে রয়েছে স্টলটি। দিনহাটার বাসিন্দা গোপাল কুণ্ডুর বক্তব্য, 'আগে সুফল বাংলার স্টলে পেঁয়াজ, আলু সহ বেশ কিছু সবজি বাজারের থেকে অর্ধেক দামে মিলত, কিন্তু এখন সেই পরিষেবা থেকে আমরা বঞ্চিত।'

একই সুরে স্থানীয় বধূ প্রিয়া সাহা বলেন, 'শুরুতে স্টলে পরিষেবা দেওয়া নিয়ে যে উদ্যোগ দেখেছিলাম, বর্তমানে তেমন নেই। এদিকে স্টলটির পরিবেশও আশানুরূপ নয়, ফলে অনেকেই সেখানে যেতে চান না। স্টলটি ভবনের দোতলায় হওয়ায় বয়স্কদের যেতে সমস্যা হয়। তাই স্টলটি নীচে কোথাও আনা হলে সকলের সুবিধা হত।'

যদিও দিনহাটার সুফল বাংলার স্টলটি পুনরায় চালু করতে একসময় রাজ্যের কৃষিজ বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার দ্বারস্থ হন দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। কিন্তু এরপরেও ঝাঁপ খোলেনি স্টলটির। ফলে শীত পড়লেও গ্রামবাংলার সবুজ সতেজ শাকসবজি যেমন সাধারণ মানুষের কাছে অধরা, তেমনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও সুলভ মূল্যে পাওয়া থেকে বঞ্চিত গ্রাহকরা। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'আমরা এর আগেও একাধিকবার সুফল বাংলা চালুর বিষয়টি জেলার কৃষি বিপণন দপ্তরে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। এই স্টলটি খোলার পর কয়েকবছর ভালোভাবে চললেও বর্তমান সেটি বন্ধ পড়ে রয়েছে। অথচ চওড়াহাট বাজারের মতো প্রাণচঞ্চল জায়গায় থাকার পরও সঠিক পরিচালনার অভাবে স্টলটি আজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা কয়েক মাস আগেও মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানালেও সুফল বাংলার স্টলটির পরিষেবা থেকে বঞ্চিত স্থানীয়রা।' এবিষয়ে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দিনহাটার বন্ধ সুফল বাংলা স্টল। – সংবাদচিত্র

সংগঠন বাড়াতে বৈঠক কংগ্রেসের

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা আইএনটিইউসি'র ডাকে সোমবার মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে এক সাংগঠনিক সভা হয়। বক্তা হিসেবে ছিলেন প্রদেশ আইএনটিইউসি সভাপতি কামরুজ্জামান কামার, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার, গোর্খা পার্বত্য পরিষদের সদস্য বিনয় তামাং, প্রদেশ মহিলা আইএনটিইউসি সভানেত্রী শ্রাবন্তী সিংহ, রাজ্য সেবাদল সভাপতি প্রমোদ পান্ডে, ইমরান খান প্রমুখ।

সভায় অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে শ্রমিক কৃষকদের আর্থিক সাহায্য, মিড-ডে মিল ওয়ার্কারদের কাজের সুনিশ্চয়তা ও মজুরি বৃদ্ধি, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে বাস নির্মাণ, চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা এবং টোটোচালকদের সমস্যার দাবি নিয়ে ভাষণ দেন কংগ্রেস ও আইএনটিইউসি নেতারা। আইএনটিইউসি কোচবিহার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সদ্য কংগ্রেসের যোগ দেওয়া বিনয় তামাং বলেন, 'রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। তা সত্ত্বেও আমি কেন কংগ্রেসে যোগ দিলাম তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমার রাজনীতির বয়স ৩৭ বছর হয়ে গেল। আমি কংগ্রেসের মতাদর্শ, শৃঙ্খলা প্রভৃতি দেখেই এই দলে যোগদান করেছি।' শংকর মালাকার বলেন, 'নিজের পায়ে শক্তি না থাকলে অন্যের পায়ের উপর নির্ভর করে কতদিন দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তাই আগে নিজের সংগঠন বাড়াতে হবে।'

খেজুর গুড়ের চাহিদা নেই

মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : শীত পড়লেও মেখলিগঞ্জে খেজুর গুড়ের চাহিদা বাড়েনি বলে শহরের গুড় ব্যবসায়ীরা হতাশ। বাড়িতে বাড়িতে মহিলারা খেজুর গুড় দিয়ে পিঠে, পায়েস সহ নানা ধরনের জিভে জল আনা খাবার তৈরি করতেন। কিন্তু এখন সেই ছবি বদলেছে। স্থানীয় গুড় ব্যবসায়ীদের মতে, এখন শীতের স্থায়িত্ব আগের তুলনায় কমেছে। অন্যদিকে, বহু মানুষই ডায়াবিটিসের মতো রোগের শিকার। ফলে মানুষের স্বাদেও পরিবর্তন এসেছে। তাই এখন শীতকালে খেজুর গুড়ের চাহিদা আগের মতো না থাকায় এখনই দোকানে খেজুর গুড় মজুত করার সাহস দেখাচ্ছেন না মেখলিগঞ্জের গুড় ব্যবসায়ীরা।

শহরের গুড় ব্যবসায়ী পলাশ সাহা ও গৌরাঙ্গ হালদার বলেন, 'আগে কালীপুজোর পর থেকেই খেজুর গুড়ের চাহিদা শুরু হয়ে যেত। এখন শীত অনেক দেরিতে পড়ে। তাছাড়া মানুষের স্বাদ এখন বদলেছে। তাই নিয়ম রক্ষার জন্য এক-আধদিন খেজুর গুড়ের পায়েস খেলেও এখন মানুষের আর আগের মতো খেজুর গুড়ের প্রতি টান নেই। শীত বাড়লে খেজুর গুড়ের চাহিদা একটু বাড়তে পারে বলে আশা করছি।'

শহরের গৃহবধূ তমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আগের মতো খেজুর গুড়ের পিঠে-পায়েস খাওয়ার ঝোঁক আর নেই। মানুষের রুচি বদলাচ্ছে। ফলে খেজুর গুড়ের চাহিদাও আগের মতো নেই।'

শীতের রাস যেন উপহারের মেলা

দেবদর্শন চন্দ

রাসমেলায় ঘর সাজানোর নকল ফুলের দোকানে ক্রেতাদের ভিড়।

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : শীত মানেই বিয়ের মরশুম। অন্যদিকে চলছে মেলাও। বিয়ের মরশুমে মেলা হওয়ায় ভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী কিনতে অনেকেই ছুটছেন রাসমেলায়। তবে শুধু বিয়েই নয়, জন্মদিনের উপহার কিনতেও মেলার দোকানগুলিতে আসছেন অনেকে। ছুটির দিনের দুপুর থেকেই মেলায় প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়। কেউ বাড়িঘর সাজাতে আবার কেউ উপহার দিতে শোপিসের দোকানগুলিতে এদিন ভিড় জমিয়েছিলেন। শুধু শোপিসই নয়, উপহারের তালিকায় রয়েছে কম্বল, ফুলের স্ট্যান্ড, বিছানার চাদর এমনকি ব্যাগও।

কথা হচ্ছিল সুদীপ দত্তের সঙ্গে। তিনি জানান, সন্ধেয় এক বন্ধুর বাড়িতে জন্মদিনের নেমতন্ন রয়েছে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে মেলা থেকে একটি ঠাকুরের মূর্তি উপহার হিসেবে নেওয়া হয়েছে। বাড়ি সাজাতে শোপিসের জুড়ি মেলা ভার। তাই কেউ কেউ বাড়ি সাজাতে আবার কেউ গিফট দিতেও শোপিসের দোকানে ভিড় করছেন। মেলার মাঠে শোপিসের দোকান দিয়েছেন এক ব্যবসায়ী। শোপিস বিক্রেতা অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'মূলত ঠাকুরের শোপিস গিফট প্যাক করে অনেকেই নিয়ে যাচ্ছেন। যে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে উপহার দেবার ক্ষেত্রে শোপিসের ভালো চাহিদা রয়েছে।'

বিয়েবাড়িতে উপহার দিতে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন কম্বল কিংবা চাদর। এদিকে, শীতের আমেজ পড়তেই বাজারে এবং মেলাতেও প্রচুর কম্বল এবং চাদরের দোকান বসেছে। মেলার মাঠে কমপক্ষে ৩০টির কাছাকাছি কম্বলের দোকান রয়েছে। এদিন মেলায় গিয়ে দেখা গেল, ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫০০ টাকা দামের কম্বল উপহার দিতে অনেকেই নিচ্ছেন। মেলায় কম্বল এবং শালের দোকান দিয়েছেন ব্যবসায়ী রোহিত অগ্রহরি। তিনি বলেন, 'বিয়ের সিজন হওয়ায় অনেকেই মেলায় এসে কম্বল নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু কম্বলই নয়, পাশাপাশি শালেরও চাহিদা রয়েছে।'

মেলায় ঘর সাজাবার ফুলের দোকান দিয়েছেন মিঠুন বর্মন। তিনি বলেন, 'গৃহপ্রবেশ কিংবা বন্ধুর জন্মদিনে অনেকেই ফুলের শোপিস উপহার দিচ্ছেন।' এদিকে, ৫০০ টাকার মধ্যে ফুলদানি, বিছানার চাদর, শাল কিনতেও অনেকেই দোকানগুলিতে ভিড় করছেন। ভিড় রয়েছে ২০০ টাকার ব্যাগের দোকানেও।

প্রিয়জনের জন্য

- কেউ বাড়ি সাজাতে, কেউ উপহার দিতে মেলায় শোপিস কিনছেন
- অনেকেই ৬০০ থেকে ১৫০০ টাকা দামের কম্বল উপহার দিতে বেছে নিচ্ছেন
- ৫০০ টাকার মধ্যে ফুলদানি, বিছানার চাদর, শাল কিনছেন কেউ কেউ
- উপহার সামগ্রীর শীর্ষ তালিকায় রয়েছে ২০০ টাকা দামের ব্যাগ

খাড়গের সভা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের

কংগ্রেসের ওপর ক্ষুব্ধ জোটসঙ্গী অনেক দল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পরেই বুধবার ৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। কিন্তু কোনও শরিক দলের সঙ্গে আগাম আলোচনা না করেই যে ভাবে একতরফা ইন্ডিয়া জোটের চতুর্থ বৈঠক ডেকেছে তাতে কংগ্রেসের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সহ জোটের শরিক বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল।

দল যে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে নিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে সেই বার্তা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বৈঠক ডেকেছেন। তবে গত কয়েকমাস ধরে বিরোধী জোট নিয়ে বৃহত্তম বিরোধী দলের আপাত উদাসীনতা এবং হঠাৎ করে বৈঠক ডাকায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা), আপ নেতৃত্ব।

ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে একাধিক শরিক দল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে হারের দায় যে ইন্ডিয়ার নয়, দলগতভাবে কংগ্রেসের, সোমবার সেই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ভোটের ফল বিজেপির সাফল্য বলে মনে করছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণে এই ফল হয়েছে।

ভোটের শতাংশের হিসাব পর্যালোচনা করে মমতা বলেন, 'শুধু প্রচার করলে আর বক্তৃতা দিলে হয় না, স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হয়। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলে বিজেপিকে হারানো কঠিন নয়।'

সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের ডাকা বিরোধী বৈঠকে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৈঠকের পরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই যে বলা নেই, কওয়া নেই, ৬ তারিখ বৈঠক ডেকে দেওয়া হল কোনও দলের সঙ্গে আলোচনা না করে, এটা সঠিক নয়। ৬ তারিখ বাবরি মসজিদ দিবস, বি আর আম্বেদকরের মৃত্যু দিবসও। ভোট থাকার জন্য দীর্ঘদিন তাদের (কংগ্রেসের) অনুপস্থিতির জন্য চতুর্থ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবু সবার সঙ্গে আলোচনা করে পজিটিভ মনোভাব নিয়ে চতুর্থ সভার আয়োজন করার দরকার ছিল, যেভাবে সভা ডাকা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।'

রাজস্থান, ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়ার পর কংগ্রেসের তড়িঘড়ি জোটের বৈঠক ডাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি থাকায় ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মমতা কারণ বৈঠকের ব্যাপারে তাঁকে আগে থেকে জানানো হয়নি। কংগ্রেসের আরও প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা উচিত ছিল বলে মনে করেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের হারের পর অবিজেপি জোটের নেতা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান জোরাল হবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে অখিলেশ যাদবের দলও। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে আসন রফার প্রস্তাব দিয়েছিল সপা। পাঠপত্র সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন রাজ্যে কংগ্রেসের সেনাপতি কমল নাথ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, অখিলেশের কথা বাদ দিন। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে সপা মুখপাত্র মনোজ যাদব কাকা বলেন, 'অখিলেশ যাদব সম্পর্কে কমল নাথ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেটাই কংগ্রেসের হারের কারণ।' তিনি বলেন, 'বিজেপির মতো দলকে হারাতে আমাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা একটা দীর্ঘ লড়াই। আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ওদের কৌশলের সঙ্গে লড়ে যেতে হবে।' কংগ্রেস আঞ্চলিক দলগুলিকে গুরুত্ব না দিলে ইন্ডিয়া জোট যে দানাবাঁধবে না তা খোলাখুলি বলেছেন সপা নেতা।

জেডিইউ নেতা কেসি ত্যাগী বলেন, 'কংগ্রেস ইন্ডিয়ার অন্যান্য দলগুলিকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু ওরা নিজেদের ক্ষমতায় জিততে পারছে না।' বিরোধী জোটের শরিকদের কিছু আসন ছেড়ে দিলে মধ্যপ্রদেশের ফল অন্যরকম হত বলে জানিয়েছেন শিবসেনা-ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউতও। তাঁর সাফ কথা, 'এতদিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকতে চায়নি কংগ্রেস। ওরা সম্ভবত আরও বেশি দরকষাকষির ক্ষমতা পেতে ৫ রাজ্যে ভোটের ফলের জন্য অপেক্ষা করছিল।' ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মনোমালিন্য না মিটলে বিজেপির বিরুদ্ধে জয় সম্ভব নয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ১ সেপ্টেম্বর স্থির হয়েছিল অবিলম্বে শুরু করতে হবে আসন ভাগাভাগির কাজ। এর পরে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ইন্ডিয়া জোটের কো অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক। তারপরেও মূলত কংগ্রেসের 'ধীরে চলো' নীতির কারণেই আসন ভাগাভাগির গোটা বিষয়টি থমকে আছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিয়া জোটের ভিতর থেকে পুনরায় আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবি উঠছে জোরালো ভাবে।

সোমবার খড়গের সংসদীয় কক্ষে আয়োজিত বৈঠকে বিরোধী শিবিরের তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দ্রুত আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবিতে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা, দাবি সূত্রের। শুধু আলোচনা করে কোনও লাভ নেই, অবিলম্বে অ্যাকশনে নামতে হবে, জোড়া ফুল শিবিরের তরফে দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হয় এই ভাবেই। পরে এই মর্মে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের ইন্ডিয়া জোটের নীতিতে ১ বনাম ১ প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা যদি ৭০ শতাংশও পৌঁছতে পারি, তাহলে তৃতীয় বারের জন্য মোদী সরকার ক্ষমতায় আসবে না। আমরা নিশ্চিত কংগ্রেসকে তাদের নিজেদের মনোভাব কিছুটা নরম করে, কিছুটা বাস্তবমুখী হয়ে বিরোধী দলদের সঙ্গে নিয়ে সুসংবদ্ধভাবে জোটের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।'

মণিপুরের গ্রামে সংঘর্ষের পর ১৩ জনের দেহ উদ্ধার

ইম্ফল, ৪ ডিসেম্বর : আবার অশান্ত মণিপুর। সোমবার রাতে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের তেংনুপাল জেলার সাইবলের কাছে লেইথু গ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয়। গোলাগুলির খবর পেয়ে অভিযানে নামে অসম রাইফেলস। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১৩টি দেহ উদ্ধার করে তারা। মৃতদের পরিচয় এখনও মেলেনি। নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে কোনও অস্ত্র মেলেনি। কারা গুলি চালিয়েছে, স্পষ্ট নয়। মৃতরা স্থানীয় বাসিন্দা নন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। একদিন আগেই কয়েকটি জায়গা ছাড়া রাজ্যে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়। তারপরেই প্রকাশ্যে এল এই ঘটনা।

সাম্প্রতিক অতীতে তেংনুপালে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। গত মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি জনজাতির সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুরের ইম্ফল সহ আশপাশের উপত্যকা। সেই সংঘর্ষের প্রভাবও পড়েনি এই তেংনুপালে। গত ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকার এবং মেইতেই জঙ্গি সংগঠন ইউএনএলএফ (পাম্বেই)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এই তেংনুপালের কুকি-জো জনজাতির লোকজন। লেইথু থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সাইবলে অসম রাইফেলস বাহিনীকে লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

রবিবারই কিছু অংশ ব্যতীত গোটা মণিপুরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে সরকার। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে পরিষেবা। নির্দেশিকা দিয়ে সরকার জানিয়েছে, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এসব কথা বিবেচনা করেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।'

৩ মে থেকে মণিপুরে দুই জনজাতির সংঘর্ষে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন কমপক্ষে ১৮২ জন। ভিটে হারিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই। তারা থাকে মূলত ইম্ফল উপত্যকায়। বাকি ৪০ শতাংশ কুকি, যারা থাকে পার্বত্য এলাকায়। মেইতেইদের তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ।

হাসিমুখে সংসদ প্রাঙ্গণে মহুয়া মৈত্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে সংসদে জমা পড়ল না এথিকস কমিটির রিপোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : কাজের তালিকায় নাম থাকলেও সোমবার লোকসভায় জমা পড়ল না সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিকস কমিটির রিপোর্ট। কী কারণে সোমবার ওই রিপোর্ট সংসদে জমা দেওয়া হল না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ ওঠে সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে গঠিত হয় এথিকস কমিটি। সোমবারই মহুয়ার বিষয়ে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। এজন্য অধিবেশনে কাজের তালিকায় ৫ নম্বরে ছিল এই তদন্তের বিষয়টি। তবে শেষ পর্যন্ত এদিন তা পেশ করা হয়নি। তবে এনিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেসের বৈঠকে মহুয়া বিষয়ে 'আক্রমণাত্মক অবস্থান' নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এরপরই মহুয়ার বিষয়ে আপাতত 'ধীরে চলো' নীতি নেয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রিপোর্টটি পেশ করা হতে পারে।

বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, 'এতে এতটা খুশি হওয়ার কিছু নেই। আজ ওঠেনি বলে কাল উঠবে না তার কী গ্যারান্টি? রবিবার তিন রাজ্যে জয়ের পর সারা দেশে বিজয়োৎসব চলছে। সেই কারণেই হয়তো এদিন কোনও অপ্রীতিকর পদক্ষেপ করা হল না।' মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সাংসদ নিশিকান্ত দুবের কথায়, 'জানি না এথিকস কমিটির রিপোর্টে কী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগে ওই রিপোর্ট সংসদে পেশ হোক। তারপরই যা বলার বলব।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'মহুয়ার বহিষ্কারের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করব। কী করে এথিকস রিপোর্ট মিডিয়ায় ফাঁস হল সেটা জানাও জরুরি।'

বসপা সাংসদ দানিশ আলির বক্তব্য, 'এথিকস কমিটির রিপোর্ট সংসদীয় আইন লঙ্ঘন করেছে। এই নিয়ে চিঠি দিলেও উত্তর দেয়নি'

কী বলছেন মহুয়া মৈত্র? তাঁর সাফ কথা, 'আমি তো চাই ওরা রিপোর্ট আনুক, তারপর বাকিটা আমি বুঝে নেব। তবে কোনওভাবেই আপস করব না।'

ভারী বৃষ্টিতে রাজপথে ভরসা নৌকো... সোমবার চেন্নাইয়ের এক এলাকায়।

ইন্দিরার প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক মিজোরামের মুখ

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : একসময়ে তিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধির নিরাপত্তার দায়িত্বে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সেই নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।

বুথফেরত সমীক্ষাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর নেতৃত্বে জোটশক্তি জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার মিজোরামের ৪০টি আসনের মধ্যে জেডপিএম ২৭টি পেয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আইজলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন প্রিয়দর্শিনীর প্রাক্তন এই আধিকারিক। প্রাক্তন আইপিএস লালডুহোমা বিধানসভা নির্বাচনে জেডপিএম-এর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ছিলেন।

৭৩ বছর বয়সি লালডুহোমা সেরচিপ আসনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) -এর জে মালসাওমজুয়ালাকে ২,৯৮২ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। গত তিন দশকেরও বেশি মিজোরামে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছেন দুই প্রবীণ রাজনীতিবিদ-কংগ্রেসের লাল থানহাওলা এবং এমএনএফ-এর জোরামথাঙ্গা। এই প্রথম এক নতুন মুখ আসছে মুখ্যমন্ত্রীর পদে। জেডপিএম জোটের উত্থান তাঁকে ঘিরেই। ২০১৯ সালে জেডপিএম রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। মাত্র চার বছরের মধ্যে সেই জোট ক্ষমতার কুর্সিতে এল।

ইন্দিরার নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লালডুহোমা প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে ১৯৮৪ সালে। সেবার তিনি হেরে গিয়েছিলেন পিপলস কনফারেন্স পার্টির প্রার্থী লালমিংথাঙ্গার কাছে। আইনসভার বিরোধী নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় দলত্যাগ বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে বিধানসভার সদস্য হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ১১৫ দিন পর অবশেষে স্বস্তি মিলল আম আদমি পার্টির তরুণ সাংসদ রাঘব চাড্ডার। তাঁর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের নির্দেশ প্রত্যাহার করল রাজ্যসভা। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাঘবের সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার থেকেই রাঘবকে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাঘব। তিনি বলেন, '১১ অগাস্ট আমি রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলাম। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন গ্রহণ করেছিল এবং আজ ১১৫ দিন পর আমার সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হল। আমি খুশি। এর জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল নিয়ে একটি প্রস্তাবে পাঁচ সাংসদের স্বাক্ষর নকল করার অভিযোগ উঠেছিল রাঘব চাড্ডার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য বিষয়টি পাঠানো হয়েছিল রাজ্যসভার প্রিভিলেজ কমিটিতে। এরপরই যতদিন না প্রিভিলেজ কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিচ্ছে, ততদিন রাঘব রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড থাকবেন বলে জানানো হয়।

জোরামের উত্থানে ধরাশায়ী জোরাম

মিজোরামে পালাবদল

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানার পথেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার শরিক হল মিজোরাম। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)-কে পর্যুদস্ত করেছে ৬টি আঞ্চলিক দলের জোট জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার প্রকাশিত বিধানসভা ভোটের ফলাফল বলছে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমার নেতৃত্বাধীন জেডপিএমের দখলে গিয়েছে ২৭টি আসন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার দল এমএনএফ জিতেছে ১০টি কেন্দ্রে। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ২টি আসনে। একটি মাত্র আসন জিতে কোনওমতে মুখরক্ষা করেছে কংগ্রেস।

অধিকাংশ প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় জেডপিএমের বড় জয়ের ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে এমএনএফ, কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে জেডপিএমের চতুর্মুখী লড়াইয়ে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হতে পারে বলে মনে করেছিলেন ভোট বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। এদিন গণনার শুরুতে জেডপিএম ও এমএনএফের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত মিলেছিল। একসময় কংগ্রেস প্রার্থীরাও এগিয়ে গিয়েছিলেন ১০টি আসনে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমীকরণ বদলাতে থাকে। বিরোধীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় ৬ দলের জোট। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা নিজের আইজল পূর্ব-১ কেন্দ্রে জেডপিএম প্রার্থী লালথাংসাঙ্গার কাছে ২,১০১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। হেরেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তাউনলুইয়া টুংচনও। জেডপিএমের ডব্লিউ চুয়ানাউয়ারের কাছে ৯০৯ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। শাসক দলের অধিকাংশ মন্ত্রীও বিধায়কপদ ধরে রাখতে ব্যর্থ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লাংথাংলিয়ানাকে দক্ষিণ তুইপুই কেন্দ্রে পরাজিত করেছেন জেডপিএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার জেজে লালপেকলুয়ার। দীর্ঘদিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলা জেজে ১৩৫ ভোটে হেভিওয়েট এমএনএফ-মন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

জয় পেয়েছেন লালডুহোমা। সেরচিপ আসনে এমএনএফ প্রার্থী জে মালসাওমজুয়ালা ভানচাওংকে ২,৯৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেছেন এই প্রাক্তন আইপিএস। জয়ের পর দৃশ্যতই খুশি লালডুহোমা জানিয়েছেন, মঙ্গল বা বুধবার তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন। তাঁর কথায়, 'এই ফলাফলে অবাক হইনি। যা আশা করেছিলাম সেটাই ঘটেছে।' ১৯৮৭-তে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে মিজোরামে পালা করে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস ও এমএনএফ। কয়েকবছর ধরে চেষ্টা করেও এখানে ভিত শক্ত করতে পারেনি বিজেপি। এই প্রথম রাজ্যে তৃতীয় কোনও রাজনৈতিক শক্তি সরকার গঠন করতে চলেছে।

মণিপুরে মেইতেই-কুকি সংঘাতের আবহে মিজোরামের ভোট সব দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জোরামথাঙ্গা চিন-কুকি-জো উপজাতিদের হয়ে জোরাল সওয়াল করেছিলেন। প্রচারে এমএনএফকে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। জেডপিএম অবশ্য শুরু থেকে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে জনতার দরবারে গিয়েছিল। ভোটের ফল বলছে জোরামথাঙ্গা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এমএনএফ ও জেডপিএমের মেরুকরণে রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। বরং বিজেপি কিছুটা জমি রক্ষা করতে পেরেছে। এনডিএ জোটের শরিক হলেও মিজোরামে এবার আলাদাভাবে লড়াই করেছিল বিজেপি ও এমএনএফ। দু'দলই হেরে যাওয়ায় বর্তমানে মিজোরাম উত্তর-পূর্বের একমাত্র রাজ্য যেখানে অবিজেপি জোট সরকার গঠন করতে চলেছে।

লালডুহোমাকে জয়ের শুভেচ্ছা কর্মীদের। সোমবার আইজলে।

মিজোরাম

মোট আসন	৪০
দল	**ফলাফল**
জেডপিএম	২৭
এমএনএফ	১০
বিজেপি	২
কংগ্রেস	১
অন্যান্য	০

ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বানভাসি চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে মৃত ৫

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'-এর জেরে একটানা বৃষ্টিতে ভেসে গেল তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে রাজধানী চেন্নাইয়ের। সেখান থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলের বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বেশ কিছু জায়গায় ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মিচাং। মঙ্গলবার রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই চেন্নাইয়ের পেরুনগালাতুর এলাকায় রাস্তায় উঠে আসে একটি কুমির। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এরপরেই বন্যপ্রাণী বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর বনসচিব সুপ্রিয়া সাহু জানিয়েছেন, 'চেন্নাইয়ের একাধিক জলাশয়ে কয়েকটি মুগার বা মার্শ কুমির রয়েছে। জলাশয় ভেসে যাওয়ায় সম্ভবত ওই কুমিরটি রাস্তায় চলে এসেছে।'

ভারী বৃষ্টির জেরে লাইনে জলে ডুবে যাওয়ায় ৩-৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি আন্তঃরাজ্য ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ রেলওয়ে। দুর্যোগ এড়াতে ইতিমধ্যে চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী অন্তত ৩৩টি বিমানের যাত্রাপথ পালটে দেওয়া হয়। চেন্নাই বিমানবন্দর জলমগ্ন হয়ে সরোবরের মতো হয়ে যাওয়ায় সোমবার সারাদিন তা বন্ধ রাখা হয়। ফলে সোমবার আগামী কয়েকদিন দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে চেন্নাই এবং লাগোয়া জেলাগুলিতে সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। চেন্নাইয়ের অধিকাংশ জায়গাতেই নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকেছে। বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, জলের তোড়ে ভাসছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি।

শুধু তামিলনাড়ু নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কারিকলের বিস্তীর্ণ জায়গাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সোমবার ক্রমশ উত্তর তামিলনাড়ু উপকূল ধরে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে পৌঁছোবে ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে স্থলভাগে ঢোকার কথা মিচাংয়ের। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ স্থলভাগে আছড়ে পড়ার কথা সেটির। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের পক্ষ থেকে। জলবন্দি মানুষকে উদ্ধার করতে সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন নিজে উদ্ধারকাজের বিষয়ে তদারকি করছেন বলে খবর। দুর্যোগের মধ্যে রাজ্যবাসীকে বাড়ি থেকে না বেরোনোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমানেও।

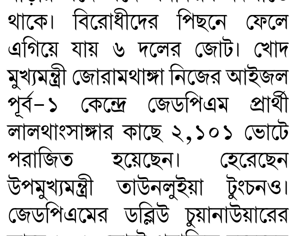

নিহত ২ পাইলট

হায়দরাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ চলাকালীন বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ল। নিহত হলেন বিমানবাহিনীর এক প্রশিক্ষক ও শিক্ষানবিশি পাইলট। এই ঘটনায় কোনও অসামরিক ব্যক্তি মারা যাননি। কোনও সম্পত্তিরও ক্ষতি হয়নি। প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত বিমানটি হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে উড়েছিল।

সোমবার তেলেঙ্গানার মেডাক জেলার ডুন্ডিগালে রুটিন মাফিক উড়ানের প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিমানবাহিনীর একটি বিমান ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, তিনি মর্মাহত। দুই পাইলটের জীবনহানির খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকসন্তপ্ত দুই পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনার কথাও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

পদ্ম ঝড়ে সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় শেয়ার বাজারও

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নয়া শিখরে পৌঁছোল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভালো ফলে উজ্জীবিত শেয়ার বাজার। এই উত্থানের গতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সপ্তাহের প্রথম দিনে সেনসেক্স ১২১৮.৩৩ পয়েন্ট (১.৮১ শতাংশ) বেড়ে ৬৮৬৯৯.৫২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একসময়ে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ৬৮৯১৮.২২ পয়েন্টে। যা সেনসেক্সের সর্বকালীন সেরা উচ্চতা। একইভাবে নিফটি ৩৭৪.৮০ পয়েন্ট (১.৮৫ শতাংশ) উঠে ২০৬৪২.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। লেনদেন চলাকালীন নিফটি ২০৭০২.৬৫ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া নজির তৈরি করেছে। গত সপ্তাহের শুক্রবার সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া রেকর্ড তৈরি করেছিল নিফটি। সেই রেকর্ড আরও উঁচুতে আজ নিয়ে গেল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের এই সূচক। ২০২২-এর অক্টোবরের পর এই প্রথম একদিনে দুই সূচকের এত বড় উত্থান।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে বড় তিন রাজ্যের ক্ষমতা থাকল বিজেপির হাতে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয়

আরও শক্তিশালী করল বিজেপিকে। যা লগ্নিকারীদের লগ্নি করতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নি, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের নীচে নেমে আসা, মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের দাম কমা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আজ যেসব সংস্থার শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম এসবিআই, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি, এনটিপিসি, এয়ারটেল ইত্যাদি। আজ আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদরও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে-আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি পোর্ট, আদানি এনার্জি সলিউশন, আদানি গ্রিন এনার্জি ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সূচকের এই স্বপ্নের দৌড় আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলতে পারে। এই সপ্তাহের শেষে ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংক। এখন সেই দিকেই নজর লগ্নিকারীদের। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে সেনসেক্স ৭০ হাজার এবং নিফটি ২১ হাজারের গণ্ডি খুব শীঘ্রই পেরিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই।

১৬০ নিয়ে জয় সহজ নয়, দাবি স্কাইয়ের

সূর্যর কথা শেষ ওভারে চাপ কমিয়ে দেয় : অর্শদীপ

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ।

তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দেওয়া। উত্তেজক পরিস্থিতিতেও টেক্কা দিয়ে বাজিমাত করা। যদিও স্মরণীয় সিরিজ জয়ের পরও ট্রফিটা তুলে দিলেন রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মার মতো তরুণদের হাতে।

সিরিজে আগামীর ভাবনা অগ্রাধিকার পেয়েছে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ভাবনাতেও তারই প্রতিফলন। ট্রফি নিয়ে ডেকে নিলেন সাপোর্ট স্টাফদেরও। বোঝালেন, দলগত ঐক্যই সাফল্যের মূল বুনিয়াদ।

শেষ কয়েকটা ম্যাচে নিজে রান পাননি। কিন্তু সর্বক্ষণ দলকে সাহস জুগিয়েছেন। চতুর্থ ম্যাচে ১৭৪ রানের পুঁজি নিয়ে জয়। রবিবার হাল না ছাড়ার মানসিকতাতে ১৬০-এই বাজিমাত। অজি ইনিংসের দশ ওভারের মাথাতেও সূর্যর দাবি ছিল, তারা ম্যাচে আছেন। সতীর্থদের সেটাই বুঝিয়েছেন।

সূর্য জানান, দারুণ সিরিজ গেল। দলের ছেলেরা যেভাবে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তা প্রশংসনীয়। ভয়ডরহীন ক্রিকেট মন্ত্র ছিল দলের। অধিনায়ক হিসেবে চেয়েছিলেন সবাই সিরিজটা উপভোগ করুক। দলের প্রত্যেকের যে মেজাজে বাড়তি তৃপ্তি দিয়েছে।

জাতীয় দল, আইপিএলের সুবাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলার ভালোমতোই অভিজ্ঞতা রয়েছে সূর্যর। জানেন, চিন্নাস্বামীকে ২০০ রানের পুঁজি নিয়েও জেতা সহজ নয়। স্কাইয়ের মতে, হাল ছাড়েননি কখনও। ১০ ওভারের পর সবাইকে বলেও দেন, জয়ের সুযোগ রয়েছে। মুকেশ কুমার, অর্শদীপরা যার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে ডেথ ওভারে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা সহ সিনিয়ার দলের বেশিরভাগ সদস্য নেই। কিন্তু তারুণ্যের জোশে বৈতরণি পার। পঞ্চম ম্যাচে সর্বাধিক স্কোরার শ্রেয়স আইয়ারের কথায়, তিনি সবথেকে খুশি, দলের প্রত্যেকে যেভাবে নিজের সেরাটা মেলে ধরেছে। মুগ্ধ প্রথম ম্যাচ থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে।

নিজের ইনিংস সম্পর্কে আইয়ার বলেছেন, 'দ্রুত উইকেট হারানোর পর লক্ষ্য ছিল একটা উপযুক্ত স্কোর করা। বুঝতে পারছিলাম, এই উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। ঠিক করি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করব। শুরুতে চার উইকেট খোয়ানোর পর ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনো ভালো প্রচেষ্টা। বোলাররা দুর্দান্ত কাজ করল। অন্তিম ওভারে অর্শদীপ নিজেকে অসম্ভব শান্ত রাখল। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স। দারুণ জয়।'

৪-১ ব্যবধানে হারটা হজম হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ম্যাথু ওয়েডের। সদ্য ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন ভারতের মাটিতে। সেই দলের একঝাঁক ক্রিকেটার না থাকলেও, তরুণ ভারতের বিরুদ্ধে আরও কিছুটা লড়াই আশা করেছিলেন। ওয়েডের মতে, স্কোরলাইন ৩-২ হলে ঠিকঠাক হত।

ভারতকে ১৬০ রানে বেঁধে রাখার পর আশাবাদীও ছিলেন। অজি অধিনায়ক বলেও দেন, 'সিরিজের ফলাফল ৩-২ বলে ভালো হত। এদিন আশানুরূপ বোলিংও করেছি আমরা। ১৬০ তাড়া করতে অসুবিধা হবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ ৫-৬ ওভারে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।'

হারের মঞ্চেই আগামীতে চোখ ওয়েডের। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে সামনে। নজর দিতে হবে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের। টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসকে নিয়ে দায়িত্ব নিতে হবে আমাকেও। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়েই বিশ্বকাপে নামতে চাই। আপাতত সেটাই মূল টার্গেট।'

মুকেশ, অক্ষরের পাশে নায়ক অর্শদীপও। অন্তিম ওভারে তিন রান দিয়ে ওয়েডের উইকেট। অর্শদীপের কথায়, 'শুরুতে ভালো বোলিং হয়নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আর একটা সুযোগ দাও। মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় ধন্যবাদ দলের সবাইকে। শেষ ওভারের আগে সূর্যও বলেছেন, 'এই রকম পরিস্থিতি ব্যাটারদের পক্ষেই থাকে। তোমার চাপ নেওয়ার কিছু নেই। যা ঘটার ঘটুক। তোমার বলটা তুমি করো।' ওর কথাগুলি আমার চাপ কমিয়ে দেয়।'

স্নায়ুর চাপ সামলে শেষ ওভারে ভারতের জয় আনার পর অর্শদীপ সিংকে অভিনন্দন রিঙ্কু সিং ও রবি বিষ্ণোইয়ের। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমা-রাবাদা

জোহানেসবার্গ, ৪ ডিসেম্বর : আসন্ন ভারত সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। দল নির্বাচনে ভারতের পথেই হাঁটল প্রোটিয়া নির্বাচকরাও। সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা সহ একাধিক সিনিয়ার ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিল তাঁরা।

ভারতের তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর। প্রথমে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। তারপর ওডিআই (১৭ ডিসেম্বর শুরু) এবং সবশেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর (২৬ ডিসেম্বর থেকে)। টি২০ এবং ওডিআই, রঙিন দুই ফরম্যাটে তারুণ্য প্রাধান্য পেয়েছে।

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমার সঙ্গে রাবাদাও। বিশ্বকাপে দল সেমিফাইনালে উঠলেও, দুইজনেই ব্যর্থ নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে। বিশ্রামের কথা বলা হলেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়ার ভাবনা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

টি২০ এবং ওডিআই, দুই সিরিজেই নেতৃত্বে দেবেন আইডেন মার্করাম। টেস্ট সিরিজে ফিরবেন বাভুমারা। টেস্টের কথা মাথায় রেখে জেরাল্ড কোয়েৎজে, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডিকে রাখা হয়নি ওডিআই টক্করে। পরিবর্তে ত্রয়ী ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচে টেস্টের প্রস্তুতি নেবেন।

দল ঘোষণার পর হেডকোচ রব ওয়াল্টার জানিয়েছেন, আইসিসি বিশ্বকাপ সহ সাম্প্রতিক ছন্দটা ভারতের বিরুদ্ধেও হোম সিরিজে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তারা। আগামীর ভাবনায় কোর গ্রুপ তৈরিও অগ্রাধিকার পাবে। আসন্ন গ্রীষ্মে ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি রয়েছে। সবাইকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হবে।

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ব্যাটার ডেভিড বেডিংহাম, ফাস্ট বোলার নান্দ্রে বার্জার। এরমধ্যে তিন ফরম্যাটেই রয়েছেন ২৮ বছরের বার্জার। কোচ ওয়াল্টারের বিশ্বাস, জাতীয় দলের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ছাপ রাখবেন নবাগতরা।

টেস্ট দলের কোচ সুকরি কনরাড আশাবাদী হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে তারা সক্ষম হবেন। বলেছেন, '২০২৩-'২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত এই সিরিজ। বাড়তি গুরুত্ব থাকবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। তাই ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। আশাবাদী, ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে গর্বের রেকর্ড বজায় থাকবে।'

টি২০ দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, ম্যাথু ব্রিৎজে, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে (প্রথম দুই ম্যাচ), ডোনোভান ফেরেইরা, রেজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন (প্রথম দুই ম্যাচ), হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি (প্রথম দুই ম্যাচ), আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস ও লিজাড উইলিয়ামস।

ওডিআই দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, নান্দ্রে বার্জার, টনি ডি জর্জি, রেজা হেনড্রিক্স, হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, কাইল ভেরেইনি ও লিজার্ড উইলিয়ামস।

টেস্ট দল ঃ টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহাম, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে, টনি ডি জর্জি, ডিন এলগার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, আইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি।

ভারতের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা

ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে জায়গা হল না কুইন্টন ডি ককের।

বলের গতি বাড়াতে বুমরাহকে পরামর্শ নীরজের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বর্তমান অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া বলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহ তাঁর প্রিয় ফাস্ট বোলার। এছাড়া দেশের প্রভাবশালী অ্যাথলিটদের মধ্যে অন্যতম নীরজ মনে করছেন, একটি ছোট পরিবর্তনেই বলের গতি আরও বাড়াতে পারবেন বুমরাহ। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি বোলিংয়ের রানআপ একটু লম্বা করলেই আরও গতি পাবেন বুমরাহ। একজন জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে আমরা এই বিষয়ে মাঝেমধ্যেই কথা বলে থাকি। তবে আমার তাঁর অ্যাকশন বেশ পছন্দ।'

এছাড়াও নীরজ এদিন ভারতীয় দর্শকদের সামনে কোনও বড় ইভেন্টে নামতে চাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই ভারত কোনও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করুক। ফেডারেশন অবশ্য সেই চেষ্টাটাই চালাচ্ছে। ভারতের মাটিতে বিদেশি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমি উন্মুখ।'

দলকে জিতিয়ে মাহি বন্দনা হোপের

নর্থ সাউন্ড, ৪ ডিসেম্বর : চলতি বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার হতাশা অতীত। নতুন ভোরের অপেক্ষায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। যার সূচনা রবিবার শাই হোপরা তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথমটিতে ৪ উইকেটে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে করলেন। ম্যাচ জেতানো অপরাজিত শতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোপের মুখে মহেন্দ্র সিং ধোনির বন্দনা।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে ইংল্যান্ডও নতুন করে ওডিআই স্কোয়াড গড়েছে। রবিবার টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে তরুণ হ্যারি ব্রুক (৭১), জ্যাক ক্রলি (৪৮), ফিল সল্টদের (৪৫) দাপটে ৩২৫ রান তোলে ইংল্যান্ড। রানতাড়ায় নেমে আলিক আথানাজে (৬৬) ও ব্র্যান্ডন কিংয়ের (৩৫) ১০৪ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ক্যারিবিয়ানদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে রোমারিও শেফার্ডকে (৪৮) নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরেন হোপ (৮৩ অপরাজিত ১০৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৬ রান তুলে নেয়।

নিজের দায়িত্বশীল ইনিংসের জন্য ধোনির থেকে পাওয়া পরামর্শকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হোপ। বলেছেন, 'ধোনি অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানুষ। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল। ধোনি আমাকে বলেছিলেন, বল খেলার জন্য তোমার কাছে প্রচুর সময় থাকে। তুমি যতটা ভাবো তার চেয়েও অনেক বেশি। ধোনির এই উপদেশ আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। গতকাল ব্যাটিংয়ের সময় ধোনির টিপস মাথায় রেখেছিলাম। যা কাজে দিয়েছে।'

'বাজবলের আসল পরীক্ষা রোহিতদের বিরুদ্ধেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে তিনি ছিলেন চরম আগ্রাসী। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচ হিসেবেও তাই।

আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ হিসেবেও তিনি তাঁর আগ্রাসন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। কেকেআর ছেড়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর বেন স্টোকসদের নিয়ে তিনি তাঁর বাইশ গজে আগ্রাসী ক্রিকেটের নয়া রূপ দেখিয়েছেন দুনিয়াকে। ক্রিকেট সমাজ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের আগ্রাসনে ভরা ক্রিকেটের নাম দিয়েছে 'বাজবল।' বিলেতে নিজেদের পরিচিত পরিবেশে বাজবল সফলও হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, বাজবলই কি টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ?

এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও জানে না ক্রিকেট দুনিয়া। কিন্তু ভারতের মাটিতে জস বাটলার, স্টোকসদের একদিনের বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার পর উপমহাদেশে বাজবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও এক বহুজাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে লিডারশিপ সামিটের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার বেঙ্গালুরু হাজির হয়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেই হতে চলেছে বাজবলের আসল পরীক্ষা। আজ দুপুরে এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রেন্ডন নিজেই এই কথা ঘোষণা করে বলেছেন, 'দেশের মাটিতে তিন ধরনের ক্রিকেটেই ভারত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে সফল হওয়াটা সহজ নয়। আগামী জানুয়ারিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

আগামী জানুয়ারি মাসে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে ইংল্যান্ড দল। ২৫ জানুয়ারি সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হায়দরাবাদে। পরে ভাইজাগ, রাজকোট, রাঁচি ও ধরমশালাতেও রয়েছে টেস্ট। রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে আসন্ন টেস্ট সিরিজই বাজবল স্ট্র্যাটেজির চরম পরীক্ষা হতে চলেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ। ব্রেন্ডন বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আমরা নিশ্চিতভাবেই কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছি। আমার বিশ্বাস, বাজবলের আসল পরীক্ষা ভারতের বিরুদ্ধেই হবে। আর সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা যতটা সম্ভব তৈরি হয়েই ভারতে আসব।'

একদিনের বিশ্বকাপ এখন ইতিহাস। বিশ্বকাপ শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজও শেষ হয়ে গিয়েছে।

টিম ইন্ডিয়া এখন আফ্রিকান সাফারির মেজাজে। ১০ ডিসেম্বর নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ঘরের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ রয়েছে রোহিতদের জন্য। আর সেই সিরিজের পরই রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ফলে প্রস্তুতির জন্য এখনও দুই দলের কাছেই পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম তাঁর দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ম্যাককুলামের কথায়, 'ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্টের দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি আমিও।'

ম্যাককুলামের সরল স্বীকারোক্তি

ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না।

–ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম

ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের ছবি বসানো নতুন দুই ডলারের নোট বাজারে আনল। ব্যাংকের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উপহার তাদের।

জনসনের কটাক্ষ অজি ওপেনারকে

ওয়ার্নারের পাশে খোয়াজা-বেইলি

মেলবোর্ন, ৪ ডিসেম্বর : বিদায়ি টেস্ট সিরিজের জন্য তৈরি হচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের মাধ্যমে তারকা ওপেনারের জন্য অবসরের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল জনসন গতকাল জানিয়েছিলেন, স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজের কোনও প্রয়োজনই নেই। জনসনের সমালোচনা করে ওয়ার্নারের পাশে দাঁড়ালেন তাঁর ওপেনিং পার্টনার উসমান খোয়াজা ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান জর্জ বেইলি।

খোয়াজা বলেছেন, 'ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথ আমাদের হিরো। স্যান্ডপেপার কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার একবছর নির্বাসনে ছিল। নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ওয়ার্নার ইতিমধ্যেই পেয়েছে। কেউ নিখুঁত নয়। মিচেল জনসনও না। একবছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা সহজ কাজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে ওয়ার্নার, স্মিথের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' বেইলির কথায়, 'নিরপেক্ষভাবে দল নির্বাচন করা হয়েছে। কারোর অতীত বিচার করা আমাদের কাজ নয়। আমি জনসনের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। জনসনের মন্তব্যের কিছু অংশ ওয়ার্নারকে পাঠিয়েছি। আশা করি এসব ওর খেলায় প্রভাব ফেলবে না।'

বিষ্ণোই বাকিদের থেকে আলাদা : মুরলীধরন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট বরাবরই স্পিনারদের সোনার খনি।

সেই ধারাটা সুরক্ষিত বর্তমান প্রজন্মের হাতেও। যাদের মধ্যে অন্যতম রবি বিষ্ণোই। অস্ট্রেলিয়া টি২০ টক্করে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা। ভারতের তরুণ লেগির যে স্পিন-দক্ষতায় মজেছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম বোলার মুথাইয়া মুরলীধরনও।

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনারের মতে, প্রতিটি প্রজন্মেই বিশ্বমানের একঝাঁক স্পিনার পেয়েছে ভারত। অনিল কুম্বলে থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। লম্বা যে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের নতুন স্পিনাররাও। যার মধ্যে রবি বিষ্ণোই অন্যতম। বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মুরলী বলেছেন, 'ভারত থেকে অসাধারণ সব স্পিনার উঠে এসেছে। বর্তমান প্রজন্মেও ব্যতিক্রম নয়। যেখানে বাকিদের থেকে বিষ্ণোই একটু আলাদা। লেগস্পিনারদের ভিড়ে একেবারে স্বতন্ত্র। গতি রয়েছে। বলটাকে স্লাইড করাতেও জানে। অক্ষর প্যাটেল সেখানে নিখুঁত। হাতে বড় স্পিন নেই। তবে বল ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে পারে। ওয়াশিংটন সুন্দরও প্রায় একইরকম।'

এদিকে, বিভিন্ন ফরম্যাটে পৃথক অধিনায়কত্বে সায় নেই ইরফান পাঠানের। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতির সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় না। তাই এক অধিনায়কের থিয়োরিই ঠিকঠাক। পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টি২০-তে নেতৃত্বে দেবেন সূর্যকুমার যাদব। ওডিআইয়ে লোকেশ রাহুল এবং টেস্টে রোহিত শর্মা।

ইরফান যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হয়তো ভবিষ্যতে এমন কিছুই হতে চলেছে। তবে আমি পৃথক নেতৃত্বের ভক্ত নই। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড। ফলে বড় স্কোর, পৃথক অধিনায়ক তত্ত্বের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।'

ইরফানের কথায়, সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়েছিল রোহিত। ফলে ওডিআই এবং টি২০ সিরিজে রোহিতকে পাওয়া যেত না। তাই শুধু টেস্টে নেতৃত্ব। নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া রাস্তাও ছিল না। হয়তো এটাই আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রেন্ড হতে চলেছে। হয়তো একইভাবে ফর্ম্যাট অনুসারে আলাদা কোচ, সাপোর্ট স্টাফও দেখা যাবে। তবে এটা না হলেই ভালো হয়।

একাধিক অধিনায়কে সায় নেই ইরফানের

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দুরন্ত সাফল্যে উড়ছেন রবি বিষ্ণোই।

অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ 'ই'-র শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলা।

কিন্তু তারপরও স্বস্তি নেই। আগামীকাল সৈয়দ মুস্তাক আলি জয়ী পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে রীতিমতো সতর্ক ও সাবধানি বাংলা দল। আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়ে হোটেলে ফেরার সময় কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তাঁর গলায় ধরা পড়ল বাড়তি সতর্কতা। বলে দিলেন, 'আগামীকাল আমাদের জিততেই হবে। পাঞ্জাব ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমরা শেষ কয়েকটি ম্যাচে যে ক্রিকেট খেলেছি, সেটা চালিয়ে যেতে পারলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

সমস্যা অবশ্য তারপরও থাকছে। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের থানের মাঠে বাংলা হেরে গেলে বিজয় হাজারে ট্রফির নক আউটে যাওয়ার পথে চলে আসবে অঙ্কের জটিল সমীকরণ। তাই টিম বাংলা কোনও ঝুঁকির পথে যেতে রাজি নয়। এমন সতর্কতার অংশ হিসেবে কাল কোনও এক জোরে বোলারকে বসিয়ে অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'গ্রুপের শেষ ম্যাচে আমাদের জিততেই হবে পরিস্থিতি রয়েছে। তাই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা অতিরিক্ত ব্যাটার ও একজন বেশি স্পিনার খেলানোর কথা ভাবছি। দেখা যাক কী হয়। সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

অভিষেক শর্মা, মনদীপ সিং, সিদ্ধার্থ কল, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে-দিন কয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া পাঞ্জাব দলে সর্বভারতীয় ক্রিকেটের বহু চেনা মুখের সারি। এমন দলের বিরুদ্ধে কার্যত মরণবাঁচন ম্যাচের আগে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন সহ বাংলার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও সাফল্যের প্রার্থনায় সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে থাকা পাঞ্জাবের নকআউট পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। কিন্তু তারপরও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাড়তি সতর্কতা বাংলা শিবিরের সর্বত্র। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'বিজয় হাজারেতে এবার টস বহু ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে। আর সবারই জানা, টস কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই সকালে আমাদের ব্যাটিং করতে হলে সবাইকে একটু বেশি সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে।'

আসলে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে টসে হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৮৪ রানে অলআউট হওয়ার বিপর্যয় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টকে সতর্কতার মোড়কে ঢেকে রেখেছে।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিতে তৈরি অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি, মহম্মদ কাইফরা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ 'জয় লোকনাথ বাবা'। **সুমনা (তিয়া, বাবু) :** তোমার জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। তুমি নিজেই একটি উপহার। সবকিছুর সেরা প্রাপ্য। – **তোমার বাবা রতন সরকার এবং মা সান্ত্বনা সরকার,** রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

নির্বাচনে জিতে ভিআইপি রাজনীতিক হতে চান না জেজে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : গোলটা যে তিনি ভালো চেনেন, এই নিয়ে সন্দেহ নেই কারওই। ভারতের সর্বাধিক গোলস্কোরারদের তালিকায় তিনি অন্যতম। সুনীল ছেত্রী তাঁর ভক্ত। সেই 'স্নাইপার' এবার রাজনীতির ময়দানে প্রথমবার নেমেই গোল করে ফেললেন।

মিজোরাম নির্বাচনের ফলাফল বেরোতেই দেখা গেল জেজে লালপেখলুয়া ফানাই সাউথ তুইপুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছেন জোরাম পিপলস পার্টির টিকিটে দাঁড়িয়ে। ১৩৫ ভোটে হারিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাঙ্গলিনাকে। মার্চ মাসে জেজে গোয়ায় এসেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেঙ্গালুরু এফসি–র আইএসএল ফাইনাল ম্যাচ দেখতে। বারবার বলছিলেন, 'চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি। ওতেই খানিকটা শান্তি পাই।' এই ভাবনা থেকেই যে এবার নির্বাচনে লড়া, সেটা পরিষ্কার। দিন চারেক আগেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে নিজে রক্ত দিয়েছেন। জেজে এদিন সরাসরি বলেছেন, 'নির্বাচনে জিতে গেলেই রাজনীতিকরা নিজেদের ভিআইপি ভাবতে শুরু করে। নিজের কাছে এটাই আমার প্রতিজ্ঞা, সেই রকম হব না। মানুষ যেন আমাকে দূরের মানুষ বলে মনে না করে।' তুইপুইয়ের মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। তবে দুইটি ক্ষেত্রে আলাদা হওয়াটা ভাবাচ্ছে তাঁকে। যেখান থেকে ফুটবলার হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানকার মানুষদের এবার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই নতুন ময়দানে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন তিনি। ফুটবলার বন্ধু ইউজিনসেন লিংডোও এখন বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অল্প কথাবার্তা হলেও তিনি যে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তা জানা গেল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলে দাগ কাটা জেজে এবার রাজনীতির ময়দানে নিজের ছাপ রাখতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

মিজোরাম নির্বাচনে জয় পেলেন জেজে লালপেখলুয়া ও লালঙ্গহিনগ্লোভা হামার।

> ❝ চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি।
>
> **–জেজে লালপেখলুয়া**

বিশ্বকাপ জেতায় নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করেন মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ৪ ডিসেম্বর : একটা সময় ছিল ক্লাব ফুটবলে সব ট্রফি তাঁর ক্যাবিনেটে থাকলেও দেশের হয়ে প্রাপ্তির ভাঁড়ার ছিল শূন্য। সেই সময় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিকে। তারপর পরিস্থিতি বদলেছে। দেশকে বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জেতানোর পর মেসিই এখন আর্জেন্টাইন জনতার নয়নমণি। নিজের খারাপ সময় সম্পর্কে মেসি বলেছেন, 'আমার একটা খারাপ সময় ছিল। সেসময় আমার পরিবার ও যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে। আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের একটা প্রজন্মের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারাটাকে নিজের জয় বলেই মনে করি।। এখন আর্জেন্টিনার ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে। এটি একটি সুন্দর অনুভূতি।'

বিশ্বকাপ জয়ের পর নিজের প্রাপ্তির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ বলে মনে করেন লিও। বলেছেন, 'সব ফুটবলারের স্বপ্ন থাকে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার। আমি বার্সেলোনার হয়ে ক্লাব স্তরে এবং ব্যক্তিগত স্তরে সবকিছুই পেয়েছি। কেবল বিশ্বকাপ বাকি ছিল। সেটাও পেয়েছি। খুব কম খেলোয়াড় রয়েছে যারা সবকিছুই অর্জন করতে পেরেছে এবং ভগবানকে ধন্যবাদ আমি সেই গুটিকয়েক খেলোয়াড়দের তালিকাতে রয়েছি।' সেই সঙ্গে মেসি বলেছেন, 'রাস্তা যতই কঠিন হোক না কেন যদি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবেন।'

প্রথম ডিভিশনের তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মদন মিত্রের ক্লাব বেলঘরিয়া স্পোর্টিং কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনের সুপার সিক্সে না ওঠায় আইএফএ–র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। সমাজমাধ্যমে লাইভে অনুশীলনীর বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এর ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের কাজ প্রায় শেষের পথে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ৪ জন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এঁরা হলেন প্রথম ডিভিশন কমিটির চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন দাস, আইনজীবী অপূর্বকুমার ঘোষ, প্রাক্তন ফিফা রেফারি প্রদীপ নাগ ও প্রাক্তন ফুটবলার এবং পুলিশকর্তা অলোক ঘোষ। পাশাপাশি জেলার রেফারিদের মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিতে চলেছে আইএফএ। শীঘ্রই রাজ্যে আসতে চলেছেন উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী বিদেশি রেফারি লিনা জোলিক। রেফারিদের নিয়ে তাঁর ওয়ার্কশপ করার কথা আছে।

হ্যাটট্রিক প্রমীলার

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাশ্রী কাপে ফুল ফোটাচ্ছেন প্রমীলা দাস। শিলিগুড়ির এই বাসিন্দার হ্যাটট্রিক সহ চার গোলের সৌজন্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫–১ গোলে হারাল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে, সোমবার মতুয়া সরোজিনী নাইডু ওএসসির বিরুদ্ধে ১১–০ গোলের বিরাট ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। ডাবল হ্যাটট্রিক করেন সুলঞ্জনা রাউল। জোড়া গোল শাশ্বতী সরকারের। অন্য গোলগুলি তুলসী হেমব্রম, সরজিদা খাতুন ও সন্ধ্যা মাইতির। অন্য ম্যাচে রোমা মুর্মু ও রানি মণ্ডলের গোলে আমুজি বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিকে ২–০ গোলে হারাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

জয়ী ভবানীপুর

নারায়ণপুর, ৪ ডিসেম্বর : আই লিগের তৃতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচে জিতল ভবানীপুর এফসি। ছত্তিশগড়ের দল রামকৃষ্ণ মিশন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩–১ গোলে হারাল রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক মনোতোষ মাঝি। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

নর্থইস্টকে পঞ্চবাণ ইস্টবেঙ্গলের

সাতে উঠে এল কোয়াদ্রাত ব্রিগেড

ইস্টবেঙ্গল–৫ (বোরহা, ক্লেইটন–২ ও নন্দকুমার–২)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কলকাতায় এখন হালকা ঠান্ডা। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অবশ্য অন্ধকার নেমে আসছে। ফলে রাত আটটা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাই মেরেকেটে মাত্র হাজার পাঁচেক দর্শক। যাঁরা বাড়ি ফিরবেন কীভাবে সেটা ভেবে এলেন না, তাঁরা বহুদিন পর ইস্টবেঙ্গলকে ইস্টবেঙ্গলের মতো খেলতে দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন।

যে কোনও বিষয় নিয়েই কোয়াদ্রাতকে প্রশ্ন করলে বোঝা যায়, তিনি রীতিমতো পড়াশোনা করেন। রবিবার বিকেলে সংবাদমাধ্যমকে বোঝাচ্ছিলেন, 'পরপর দুই ম্যাচ জিতলেই আমার দল আবার ছন্দে ফিরবে।' হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের পর থেকে জয়হীন হলেও এই নর্থইস্ট এবং পাঞ্জাব এফসি যে তাঁর দলকে পুরো পয়েন্ট দিতে পারে, এটা সম্ভবত নানা পারমুটেশন–কম্বিনেশন করে বুঝতে পারছিলেন কোয়াদ্রাত। দেখা গেল, ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই কোচের আন্দাজ ম্যাচ কিছু সময় গড়াতেই মিলে গেল। মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে তখনই ম্যাচটা নিজেদের পকেটে পুরে ফেলে ইস্টবেঙ্গল।

একের পর এক গোল। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ক্লেইটন সিলভা, বোরহা হেরেরা, জাভিয়ের সিভেরিও। কলকাতায় সোমবার। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে দুই–একটা ম্যাচে চার–পাঁচ গোল করলেও ৫–০ ব্যবধানে কোনও দলকে হারানো এই প্রথমবার। আর এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল উঠে এল সাত নম্বরে। কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল দুর্দান্ত না হলেও যথেষ্ট আশ্বস্ত করার মতো ফুটবল খেলল এদিন। এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই সম্ভব প্রথম ছয়ে উঠে আসা। তবে একই সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র পারফরমেন্স।

১৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর ডানদিক থেকে তোলা বল ছোট্ট টোকায় ডান থেকে বাঁ–পায়ে নিয়ে দুর্দান্ত ভলিতে গোল বোরহা হেরেরার। পরেরটা ২৪ মিনিটে। বাঁদিক থেকে মন্দার রাও দেশাইয়ের তোলা ক্রসে ক্লেইটন সিলভার কপিবুক হেডে। কিছু পরেই নর্থইস্টের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ ছিল ম্যাচে ফেরার। পরিবর্ত মহম্মদ রাকিপকে ডজ করে বেরিয়ে যান ইবসন পেরেরা। তাঁর কোনাকুনি শটে প্রভসুখান সিং গিল হাত লাগিয়ে দিলে বল দিক বদল করে। তবু নেস্টর আলবিয়াক পা লাগালেই গোল ছিল। কিন্তু তিনি সেটাই পারলেন না। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে নেস্টরের আচমকা নেওয়া গড়ানো শট দুর্দান্ত সেভ করেন প্রভসুখান। ৬২ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের ক্রস থেকে নন্দকুমার শেখর তিন নম্বর গোল করে আরও নিশ্চিত করে ফেলেন দলের জয়। ঠিক তার আগেই অবশ্য মাথায় চোট পেয়ে উঠে গিয়েছেন বোরহা। বিষ্ণুর জায়গায় নামা নন্দ ৬৬ মিনিটে চতুর্থ গোল করালেন ক্লেইটনকে দিয়ে। ৮১ মিনিটে মহেশের ক্রস থেকে নন্দ দ্বিতীয় ও দলের পাঁচ নম্বর গোল করে সমর্থকদের সুযোগ করে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে দুয়ো দেওয়ার। কারণ এক সপ্তাহ আগে এই মাঠেই ৫ গোল খায় মোহনবাগান। বোরহা ছাড়াও এদিন হরমনজ্যোৎ সিং খাবরার চোট চিন্তা বাড়াল ইস্টবেঙ্গলের। ২৬ মিনিটে উঠে যাওয়ার পর তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি ক্রাচ নিয়ে ডাগআউটে ফিরে আসতে দেখা গেল। তেমনি আবার চার নম্বর গোলের পর মাথায় সেলাই করাতে অ্যাম্বুল্যান্সে স্টেডিয়াম ছাড়লেন বোরহা। সংযুক্তি সময়ে ফাল্গুনী সিংকে বক্সের মধ্যে হিজাজি মাহের ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় নর্থইস্ট। রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ পেনাল্টি দিলেও নেস্টর ক্রসপিসে মেরে নষ্ট করেন।

নর্থইস্ট এবার গত দুই বারের থেকে অনেক ভালো। তবু আইএসএলের গত ২০টি অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার রেকর্ড বদলাতে পারল না। একইসঙ্গে তাদের ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে হারের বদলাও নেওয়া হল না। বরং কোয়াদ্রাতের ছেলেরা প্রমাণ করে দিলেন, সেই ম্যাচে যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান : প্রভসুখান, খাবরা (রাকিপ), চুঙ্গনুঙ্গা, হিজাজি, মন্দার, মহেশ (মোবাসির), সৌভিক, ক্রেসপো, বোরহা (পারদো), বিষ্ণু (নন্দকুমার) ও ক্লেইটন (সিভেরিও)।

অলিম্পিকের আশা ছেড়ে স্বপ্না ছুটি কাটাচ্ছেন বাড়িতে

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মায়াবী এই পৃথিবী, মিথ্যে বললে সবাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে নেয়। আর সত্য বললে বলে প্রমাণ দাও।

একদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের ছবি পোস্ট করে স্বপ্না বর্মন লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে মাসদুয়েক আগের শেষ হওয়া এশিয়ান গেমস নিয়ে হতাশার কথাটা দিব্যি বোঝা যায়। জলপাইগুড়ির হেপ্টাথলিট নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন কেরিয়ারের শেষ এশিয়ান গেমসটা স্মরণীয় করে রাখার। কিন্তু শেষবেলায় স্বদেশীয় নন্দিনী আগাসারার অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে পদকজয়ের বন্ধনীতে নিজের নাম আর তোলা হয়নি তাঁর। স্বপ্না এরপরই নন্দিনীর লিঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সর্বভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার শোকজের মুখেও পড়েছিলেন। এদিন সেই প্রসঙ্গ উঠলে বিতর্ক থেকে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করেও স্বপ্না বলে ফেলেছেন, 'কিছুদিন আগেই পড়লাম আইসিসি রূপান্তরিতদের মহিলাদের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটা কিন্তু সবারই অনুসরণ করা উচিত।'

স্বপ্না অবশ্য অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক থেকে অনেকটাই দূরে। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। গত নভেম্বরে তাঁর বিয়ের কথা থাকলেও সেটা আর হচ্ছে না বলে জানালেন নিজেই। একইসঙ্গে তিনি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি ভবিষ্যতে আর ট্র্যাকে ফিরবেন কি না। পাহাড়পুরের বাড়িতে দোতলার ছাদ তৈরির কাজে তদারকির ফাঁকে স্বপ্নার মন্তব্য, 'আগে অলিম্পিকের যোগ্যতা মান ৫৮০০ পয়েন্ট ছিল। হঠাৎ করেই সেটা বাড়িয়ে ৬৪০০ করে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও ধারাবাহিক চোটআঘাতের ধাক্কা সামলে এই পয়েন্ট পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী বছরটা হয়তো আমাকে ট্র্যাক থেকে বিরতি নিতে হবে। তাই পছন্দমতো খাওয়ার খাচ্ছি। কোনও ডায়েট সিডিউল রাখিনি নিজের জন্য।'

এশিয়াডের পর কলকাতায় কাটিয়ে জলপাইগুড়িতে ফিরেছেন স্বপ্না। রেলওয়ের ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের চাকরি থেকেও আপাতত ছুটি নিয়েছেন। অ্যাথলেটিক্সে গত বছরের ভালো পারফরমেন্সের সুবাদে এই ছুটি তাঁর প্রাপ্য বলে জানালেন। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে, একটি রাজনৈতিক দলের তরফে স্বপ্নাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য। যা শুনে স্বপ্নার রসিক মন্তব্য, 'আমার সঙ্গে রাজনীতির দূরত্ব চাঁদের থেকেও বেশি। হ্যাঁ, বাড়িতে এখন সংবাদ চ্যানেলেই চোখ রাখছি। আসলে সিনেমা–সিরিয়াল আমার মন টানে না। আর চেষ্টা করছি, ভাইপো–ভাইঝিদের স্কুলের পড়া তৈরিতে সাহায্য করার। ভবিষ্যতে ট্র্যাকে ফিরি বা না ফিরি অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে থাকব।'

অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ছেড়ে ঘরোয়া পোশাকে স্বপ্না বর্মন।

সিটির ড্রয়ে রেফারিকে ব্যঙ্গ গুয়ার্দিওলার

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ ডিসেম্বর : রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে তোলপাড় প্রিমিয়ার লিগ। রবিবার এতিহাদ স্টেডিয়ামে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে ৩–৩ গোলে ড্র করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। যদিও ম্যাচের শেষলগ্নে রেফারি সাইমন হুপারের সিদ্ধান্তে চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয় সিটির খেলোয়াড়রা। স্টপেজ টাইমের পঞ্চম মিনিটে টটেনহ্যামের ফুলব্যাক এমারসন রয়ালের ট্যাকলে মাটিতে পড়ে যান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে বল এগিয়ে দেন জ্যাক গ্রিয়েলিশকে। সামনে কোনও ডিফেন্ডার না থাকায় শেষবেলায় ম্যাচ জয়ের সহজ সুযোগ পেয়ে যান গ্রিয়েলিশ। এহেন মুহূর্তে রেফারি হাল্যান্ডকে করা ট্যাকলের জন্যে বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দেন। ফ্রি কিক পেলেও এমন সহজ সুযোগ হারিয়ে রেফারির ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাল্যান্ড, রুবেন দিয়াজ ও মাতেও কোভাচিচরা। মাঠের বাইরে থেকে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকেও। ম্যাচ শেষে সামাজিক মাধ্যমে রেফারির বিরুদ্ধে কটাক্ষজনক মন্তব্য করেন হাল্যান্ড। এরজন্য তাঁর ওপর শাস্তির খাঁড়া ঝুলছে বলে মনে করছেন অনেকেই। অন্যদিকে, কোচ পেপও পিছিয়ে নেই। সাংবাদিকরা পেপকে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন চতুর্থ রেফারি অ্যান্থনি টেলরকে 'কমান্ডার' বলে ব্যঙ্গ করে তাঁর বক্তব্য, 'কমান্ডার মাস্টার অ্যান্থনি টেলর সব বিষয়ে জানেন ও উনি এই নিয়ে আমায় কিছু জানাননি।' গত মাসে আর্তেতা প্রিমিয়ার লিগে রেফারির সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন। তবে আর্তেতার একসময়ের গুরু যে সেই পথে হাঁটবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

রেফারি সাইমন হুপারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে উত্তেজিত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জ্যাক গ্রিয়েলিশকে অ্যাডভান্টেজ প্লে না দেওয়াতেই রাগ তাঁর।

ফেলিক্সের গোলে জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বর : জয়ের সরণিতে ফিরল বার্সেলোনা। লা লিগায় রায়ো ভায়েকানোর কাছে আটকে যাওয়ার পর সোমবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১–০ গোলে জিতল জাভি হার্নান্ডেজের দল। নেপথ্যে প্রাক্তন অ্যাটলেটিকো ফুটবলার জোয়াও ফেলিক্স।

দিয়েগো সিমিওনের দল থেকে লোনে সেপ্টেম্বর মাসে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন এই পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। ২৮ মিনিটে বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেন ফেলিক্স। ম্যাচের পর কোচ জাভি বলেছেন, 'আজ আমরা সব বিভাগেই দারুণ খেলেছি। গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচের ফয়সালা আগেই হয়ে যেত।'

e-TENDER NOTICE

``Tender are hereby invited vide NIT NO-05/ BAG-FUL GP/23-24, SL-01 & 02. Last Date & Time of submission of Bid is 15/12/2023 upto 11:00 A.M. Details may be seen at Office Notice Board and https://www. wbtenders. gov.in``

Sd/-PRODHAN
Bagdokra Fulkadabri G.P
Mekhliganj, Cooch Behar

অলিম্পিকের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু দীপার

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এবার প্যারিস অলিম্পিককে পাখির চোখ করেছেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। রবিবার টেকনো ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার ও জয়দীপ কর্মকার। সেখানেই দীপা বলেছেন, 'প্যারিস অলিম্পিককে মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভল্টেরও কিছু পরিবর্তনও করেছি। হাতে সময়ও খুব কম।' সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার চোট–আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছে তাঁর। সেই প্রসঙ্গে দীপার বক্তব্য, 'চোট–আঘাত খেলার অঙ্গ। আমি যে ধরনের ভল্ট করেছি তাতে যে কোনও সময় চোটের মুখোমুখি হতে হবে এটা জানতাম। আমার ডান পায়েই দুইবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করছি নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি অস্ত্রোপচার হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই জিমে যাওয়া শুরু করেছিলাম। জিমে থাকলে আলাদা করে অনুপ্রেরণা পেতাম। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে সুস্থ করে আবারও জিমনাস্টিকের মঞ্চে ফিরে এসেছি।'

দীপা এই মুহূর্তে আগরতলাতেই নিজের কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর কাছে অনুশীলন করছেন। নিজের অনুশীলন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আগরতলায় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। ওখানেই আমি অনুশীলন করছি।' সম্প্রতি হাঙ্গেরিতে জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। তবে দীপা যে ভল্টের জন্য পরিচিত সেই প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছেন না। সেই প্রসঙ্গে দীপা বলেছেন, 'আমি প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছি না। এখন টুইস্টের দিকেই বাড়তি নজর দিয়েছি।' এশিয়ান গেমস বিতর্ক প্রসঙ্গে দীপা জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড সম্পর্কে জানা ছিল না। তবে অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, 'আমি অবসর নিয়েছি এই কথা কোথাও বলিনি। তবে দেশকে আরও একটা পদক এনে দিয়ে অবসর নিতে চাই।' খেলো ইন্ডিয়া গেমসের প্রশংসা করে দীপা বলেছেন, 'খেলো ইন্ডিয়া গেমস থেকে বহু প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় উঠে আসছে। এটা অত্যন্ত ভালো দিক।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে আগামীদিনে তৃণমূল স্তর থেকে অনেক জিমন্যাস্ট উঠে আসবে।' এদিকে, টেকনো ইন্ডিয়ার ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা টেকনো অলিম্পিকা নাইটসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন।

জেনকিন্সের ক্রিকেট

জয়ী ১৯৯৮, ২০০৩ প্রাক্তনী

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে ১৯৯৮ প্রাক্তনী ৬৫ রানে সুপার সিনিয়ারকে হারিয়েছে। সোমবার টসে জিতে ১৯৯৮ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পল্লবকুমার সরকার ৫৩ রান করেন। সুপ্রিয় মিত্র ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সুপার সিনিয়ার ৭ উইকেটে ৫২ রানে আটকে যায়। রণদীপ রায় ১৮ রান করেন। সৌরভ দে ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২০০৩ প্রাক্তনী ১৬ রানে ২০০১ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ২০০৩ প্রাক্তনী ৩ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মৈনাক পাল ৮৮ রান করেন। জবাবে ২০০১ প্রাক্তনী ৫ উইকেটে ১৫৫ রানে আটকে যায়। ইন্দ্রনীল সরকার ৬৪ রান করেন। মৈনাক ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন।

২০০৫ প্রাক্তনী ৪ উইকেটে ২০০০ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। টসে জিতে ২০০০ প্রাক্তনী ৪ উইকেটে ১২২ রান তোলে। দীপায়ন আচার্য ৭৯ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রণবকুমার মালাকার ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ২০০৫ প্রাক্তনী ৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা তীর্থঙ্কর দে ৮২ রান করেন। লৈকত হোসেন ৩২ রানে ৩ উইকেট পান। মঙ্গলবার খেলবে ২০০৫ ও ২০০৬ প্রাক্তনী।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in